পাপের ফসল

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

প্রথম প্রকাশ—১৩৬৭

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮(পুঃ১০৫) রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

লিকাতা টাউন লাইব্রেরী

(পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

সত্য চক্রবর্ত্তী

—মুদ্রাকর—

কে, সি, ধর,

"ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"

৩৭৯ নং, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

মধুকণ্ঠ নটরথী

শ্রীপান্না চক্রবর্ত্তী

প্রীতিনিলয়েষু —

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

স্বর্গের সিংহাসন—বা মেঘমুক্তি—ভারতখ্যাত এ কালের বলিষ্ঠ লোকনাট্যকার শম্ভুবাগের একটি বিশিষ্ট অবদান। এই নাটকে পুরাণের গতানুগতিকতাকে ভঙ্গ করে এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরা হয়েছে। দেবতাদের স্বার্থরক্ষায় হীন কৌশল, দানবের বাঁচার দাবীতে সংগ্রাম—এ যেন এ যুগের শ্রেণী সংগ্রামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃত্রাসুরের পৌরুষ, রুদ্রপীড়ের বীরত্ব ও মহানুভবতা, দেবদানবের মিলন সেতু রক্ষায় সীতার আত্মদান, সতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঐন্দ্রিলার হাহাকার, এ নাটকের প্রধান উপজীব্য। এক কথায় বলা চলে এ যেন পুরাণের কোন কথা নয়। এ যেন এ যুগের সমাজ জীবনের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। ছত্রে ছত্রে ভাষার যাদু, দৃশ্যে দৃশ্যে রোমাঞ্চ, অংকে অংকে বিস্ময়। দাম ৩.৫০ টাকা।

মুর্খের পাঁচালী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণির বিজয় স্তম্ভ। অভিনব পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিচারের ভুলে সর্ব্বহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতি ছাত্রের শোচনীয় পরিণতি। নকল ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মদাসের অচলা ভক্তির বিষময় ফল। দশচক্রে ভগবান ভূত হওয়ার কথা সবাই জানে, কিন্তু দুটি চক্রে একটি অমূল্য জীবনের অঙ্কুরে বিনাশের করুণ কাহিনী কজন জানেন? কাদের চক্রান্তে গাঁয়ের উজ্জল রত্ন সমীর খুনের দায়ে জেলে গেল—কোথায় গেল তার বাগদত্তা বধূ—জেলফেরৎ ছেলেকে কেন ধর্ম্মদাস ঘরে নিলে না—দেশের দশজনের একজন যে হতে পারত, কিসের জন্য সে হল বিচ্ছু ডাকাত—সে অশ্রুসজল কাহিনীর অপরূপ নাট্যরূপ পাঠ করুন। বিশ্বনাথ ঘুঘু, মিণ্টু, হারাণ জমাদার, ঘণ্টারাম—আপনার ঘরের পাশের এই জীব-গুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই। দাম ৩.৫০।

জবচার্ণক—শ্রীসত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত। শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর সগর্ব্ব উপহার। ঐতিহাসিক নাটক। সুতানুটি গোবিন্দপুর আর আদি কলকাতার চমকপ্রদ নাট্যরূপ অপূর্ব্ব ভাষায় অঙ্কিত। দাম ৩.৫০ টাকা।

ভূমিকা

"পাপের ফসল" সম্রাট শাজাহানের যৌবনের কাহিনীর নাট্যরূপ। কোন পাপ কখনও বৃথা যায় না—পাপাচারীকে একদিন তার কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করতেই হবে, এই চিরন্তন সত্যকে আর একবার এই নাটকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ঔরংজেব তার বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে মসনদে বসেছিলেন। ইতিহাসের সে এক মর্ম্মন্তুদ অধ্যায়। ঔরংজেব না কি দারার ছিন্নমুণ্ড শাজাহানকে সওগাত দিয়েছিলেন। ঔরংজেব নিন্দার্হ বটে; কিন্তু 'History repeats itself'এ কথা যদি সত্য হয়, তবে শাজাহানের দুর্ভাগ্যে সহানুভূতির অবকাশ নেই। জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাজাহান পিতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর নিজের তৃতীয় পুত্রের কাছে ঠিক সেই ব্যবহারই পেয়েছেন। মানুষের জীবনের ইতিহাস এমনি করেই গড়ে ওঠে। প্রকৃতি বড় কঠোর বিচারক, কারও স্খলন-পতন-ত্রুটি সে ক্ষমা করে না।

কলকাতার প্রথম শ্রেণীর যাত্রাপার্টি ভারতী অপেরার কুশলী নট-নটীগণ বিশেষতঃ শ্রীপান্না চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী চিত্রা মল্লিক এই নাটকে যে ভাবে প্রাণসঞ্চার করেছেন, যে কোন নাট্য সংস্থার পক্ষে তা গৌরবের কথা। নাটকের সাফল্যের মূলে এঁদের দান অবিস্মরণীয়।

ইতি—

গ্রন্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

দ্বিতীয় সেকেন্দার—শ্রীশম্ভুনাথ বাগ প্রণীত। তরুণ অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। কে এই দ্বিতীয় সেকেন্দার? অভিশপ্ত দিল্লীর মসনদের লোভে হারিয়ে গেল রুকনুদ্দিন? শাহানার জীবনটা বিষাক্ত হয়ে গেল আলাউদ্দিন ও রুকনুদ্দিনের স্বামী আর ভাইয়ের দ্বন্দ্বে। রক্তে ভেসে গেল দিল্লীর প্রাসাদ। কৈলাসের প্রতিহিংসা আর ভবানী রায়ের প্রভুপুত্রপ্রীতি, মালিকা জাহানের অন্তর্বেদনাময় বাৎসল্য আর দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের এক সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্নে ভোর হয় সেদিনের দিল্লীর রাত। হাসি আর কান্না, যুদ্ধ আর রক্ত, প্রেম আর প্রতিহিংসার অপূর্ব্ব সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় সেকেন্দার। দাম ৩.৫০ টাকা।

রক্তে রোয়া ধান—বিদ্রোহী নাট্যকার শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ প্রভাস অপেরায় যশের উৎস। ভূমি আন্দোলনের রক্তাক্ত শপথের রক্তঝরা আলেখ্য। রক্তাক্ত মণিমহলের দ্বারদেশে পঙ্গু আজ বাংলাদেশের সর্ব্বহারা কৃষক। আপনি কি শুনেছেন অনুন্নত কাহার পাড়ার কাহিনী? শুনেছেন কি জোতদার ধনপতি হালদারের মুনাফার ফাঁসিখানায় ঝুলন্ত ভূমিদাসের কান্না? কান পেতে শুনুন বুর্জ্জোয়া বিলাসের বিষে সর্ব্বহারা কৃষাণী মেয়ের প্রাণের পাঁচালী। সমাজ মানসের অভিব্যক্তি মিঃ চাবুক। চাবুক মেরে চলেছে সমাজের দূষিত অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। দীপক হালদার, উপায় বিহীন গৌরী, ভদ্রবেশী সমাজ বিরোধী ছোটরায়, দেহাতী যুবক যুবতী বৈজু আর বিন্তিয়া, হোটেল মালিক বচ্চন সিং, মানব দরদী অঙ্কুশ চৌধুরী এরা কেউ আপনার কাছে অচেনা নয়, অপরিচিত নয়, এদের মধ্যে আপনিও আছেন। তাই সর্ব্বহারা কৃষক সমাজের মিছিলের সামিল হয়ে সোচ্চার কণ্ঠে বলবেন—এ ধান আমাদের রক্ত দিয়ে রোয়া, এ আমাদের রক্তে রোয়া ধান! দাম ৩.৫০ টাকা।

বিষাক্ত বাঁধ—নট ও নাট্যকার শ্রীদেবেননাথ রচিত। নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত। দাম ৩.৫০ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

জাহাঙ্গীর	...	...	দিল্লীশ্বর।
পরভেজ শাজাহান শারিয়ার	...	...	ঐ পুত্রগণ।
মহাব্বৎ খাঁ	...	...	সিপাহশালার।
আসফ খাঁ	...	...	উজির।
আব্বাস	...	...	মনসবদার।
সগর সিংহ	...	...	মহাব্বৎ খাঁর পিতা।
অজয় সিংহ	...	...	সগর সিংহের পৌত্র
মৈনাক	...	...	রাজকর্ম্মচারী।
দারা ঔরংজেব	...	...	শাজাহানের পুত্র।
মেহেদী	...	...	মুসাফির।

—স্ত্রী—

নুরজাহান	...	...	সম্রাজ্ঞী।
লায়লী	...	...	ঐ কন্যা।
মমতাজ	...	...	শাজাহানের স্ত্রী।
গঙ্গাবাঈ	...	...	মৈনাকের স্ত্রী।

—প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীগণ—

প্রযোজনায়—ভারতী অপেরা

জাহাঙ্গীর—গোপাল চট্টোপাধ্যায়।

পরভেজ—প্রফুল্ল ব্যানার্জী।

শাজাহান—পান্না চক্রবর্ত্তী।

শারিয়ার—হিরণ বসুমল্লিক।

দারা—লক্ষ্মী বিশ্বাস।

ঔরংজেব—শিবরাম ও গঙ্গা মল্লিক।

মহাব্বৎ—নির্ম্মল অধিকারী।

আসফ খাঁ—শচী মণ্ডল।

আব্বাস খাঁ—মণ্টু ঘোষ।

সগর সিংহ—শেখর আচার্য্য।

অজয় সিং—সব্যসাচী মুখার্জ্জী।

মৈনাক—হীরালাল ব্যানার্জ্জী।

মেহেদী—বলাই হালদার।

বৈষ্ণব—কিঙ্কর নন্দী।

নূরজাহান—চিত্রা মল্লিক।

মমতাজ—কল্যাণী ভট্টাচার্য্য।

লায়লী—কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী।

গঙ্গাবাঈ—অজিত মাঝি।

নাট্য পরিচালনা—পান্না চক্রবর্ত্তী।

সুরশিল্পী—অমিয় ভট্টাচার্য্য।

পাপের ফসল

—:০(*)০:—

সূচনা

বন্দিশালা।

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। পালিয়ে যাও দারা, পালিয়ে যাও, শয়তান ঔরংজেব উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে আসছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিষয়-বুদ্ধিহীন মোরাদ। সুজা আরাকানের দিকে পালিয়ে গেছে। বেঁচে গেছে। তুমি কেন এখনও হিন্দুস্থানের মাটিতে পড়ে আছ? যাও যাও, আমার জন্যে ভেবো না পুত্র। কি করবে আমার ঔরংজেব? ওরে পাগল, আমি যে পিতা। আমি যে সম্রাট। একি! একি! প্রাসাদটা নেমে যাচ্ছে কেন? কে এল, কে?

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। আমি মেহেদী।

শাজাহান। কোন্ মেহেদী? কি চাও?

মেহেদী। গীত।

সময় হল, সময় হল, কবর ডাকে আয়,
ফুরিয়ে গেছে খেলা-ধূলো ধরার আঙিনায়।

বহিয়েছিস কত চোখে তোরা অশ্রুজল,
সবার হিসাব আছে জমা, পালাবি কোথা বল;
নিভছে ধরার যত আলো,
আকাশ ধরা কালোয় কালো,
গহীন গাঙে ডুব দিয়ে যা রসাতলের ঠিকানায়।

শাজাহান। সরে যাও, সরে যাও। কি ভয়ঙ্কর!

মেহেদী। এখনও তোমার বাঁচবার সাধ ক্ষুরম?

শাজাহান। ক্ষুরম কে? আমি দিল্লীর সম্রাট শাজাহান।

মেহেদী। ভুলে যাও শাজাহান। দিল্লীর সম্রাট তোমার পুত্র ঔরংজেব।

শাজাহান। আমার পুত্র ঔরংজেব দিল্লীর সম্রাট? দারা নয়, সুজা নয়, মসনদে বসবে ওই শয়তান? জীবনে সে কখনও হাসে নি, সে হবে আমার সাম্রাজ্যের মালেক? আমি তবে কি?

মেহেদী। তুমি তোমার ছেলের হাতে বন্দী।

শাজাহান। আমি বন্দী! কেন?

মেহেদী। প্রকৃতির প্রতিশোধ। মহাপাপ করেছ, পাপের ফসল তুলবে না? মনে আছে শাজাহান, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খসরুকে তুমিই খুন করিয়েছিলে।

শাজাহান। তা সত্য।

মেহেদী। তোমার দ্বিতীয় ভ্রাতা পরভেজ বড় হয়েও তোমার পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। দিয়েছিলে প্রাণভিক্ষা?

শাজাহান। না।

মেহেদী। আর তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শারিয়ার? মোগল রাজবংশের সেই পবিত্র দেবশিশু—তার উপর যে জঘন্য নির্য্যাতন তুমি

করেছ, সে এক মর্ম্মস্পর্শী নাটক। সব ভুলে গেছ, না? শুনবে সে নাটক?

শাজাহান। না—না, আমি পাগল হয়ে যাব।

মেহেদী। পাগল কি তুমি হও নি ক্ষুরম?

শাজাহান। আবার ক্ষুরম? বলছি না আমি শাজাহান? ক্ষুরম আমার অতীতের নাম। জয়ধ্বনি কর, শাহানশাকে কুর্ণিশ কর বেয়াদব।

মেহেদী। কুর্ণিশ করতে আলি হোসেন আসছে।

শাজাহান। আলি হোসেন! সেই কৃষ্ণকায় শয়তান, দারা যাকে প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করেছিল? সে কেন এখানে আসবে?

মেহেদী। ভেট নিয়ে আসছে। সম্রাট ঔরংজেবের ভেট। তুমিও ত একদিন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে ভেট দিয়েছিলে। মনে আছে শাজাহান? সংসারে কোন পাপ বৃথা যায় না; পাপের বীজ কখনও মরে না। চলে এস, চলে এস ক্ষুরম।

শাজাহান। কোথায় যাব?

মেহেদী। দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার যেখানে গেছে, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা আকবর যে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, তাইমুর, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শা যেখানে মাটি চাপা পড়েছে, তোমারও স্থান সেই চৌদ্দপোয়া জমি।

শাজাহান। না—না—না, আমার এই মুক্তো-মাণিক; হীরে-জহরৎ ফেলে আমি যাব না।

মেহেদী।   **পূর্ব্বগীতাংশ:**

সময় হল, সময় হল, কবর ডাকে আয়,
ফুরিয়ে গেছে খেলা-ধুলো ধরার আঙিনায়।

[প্রস্থান।

শাজাহান। তাইত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? দোয়া কর মেহের-বান। যৌবনটাকে আবার ফিরিয়ে দাও। ভাই খসরুকে আমি হাতে ধরে মসনদে বসাব; পরভেজকে আমি খুন করব না, ভাই শারিয়ারকে আমি বুক দিয়ে রক্ষা করব।

জহরতের প্রবেশ।

জহরত। দাদুসাহেব!

শাজাহান। ভয় নেই জহরৎ। সুজা আরাকানে চলে গেছে, তোর বাবা দারাশিকো এতক্ষণে ঔরংজেবের দৃষ্টির পাল্লার বাইরে চলে গেছে, আর তোর ছোট চাচাকে আমি খবর পাঠিয়েছি, সে যেন ঔরংজেবকে ছেড়ে চলে যায়। কিরে জহরৎ, কাঁদছিস? কেন? তুই দেখিস, সব মেঘ কেটে যাবে। আবার আমি দরবারে বসব, দারা আমার পাশে দাঁড়াবে, সুজা হাসিমুখে কুর্ণিশ করবে, মোরাদ আর মাথা তুলবে না। তবু কাঁদে? দেব মাথা ঠুকে।

জহরৎ। দাদুসাহেব, ছোট চাচা নেই।

শাজাহান। কি? কে নেই বললি? মোরাদ? কেন? কেন? কি হয়েছে তার?

জহরৎ। চাচা ঔরংজেব তাকে খুন করেছে।

শাজহান। খুন করেছে! ছোট ভাইকে! সে যে তাকে পীরের মত ভক্তি করত। সে আমার দুরন্ত ছেলে, মদ্যপায়ী উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু শিশুর মত সরল ছিল। শয়তান ঔরংজেব তাকে সইতে পারলে না? কাছে আয় জহরৎ,—কাঁদিস নি; এ আমারই পাপের ফসল।

জহরৎ। আরও অনেক সুখবর আছে দাদু। দাদা সোলেমান যুদ্ধ করে বীরের মত প্রাণ দিয়েছে।

শাজাহান। সোলেমানও গেল! উঃ—বেঁচে থাকলে আর একটা দারাশিকো হয়ে উঠত। থাকবে না, দুনিয়ায় মানুষ থাকবে না; থাকবে শুধু ঔরংজেবের মত দোজাকের শয়তান। আর কি খবর আছে বল্।

জহরৎ। আফগানিস্থানের পথে মা রোগে শোকে অনাহারে রাজ-পথে কাঙ্গালিনীর মত প্রাণ দিয়েছে দাদু।

শাজাহান। নাদিরাবাণু? মোগলহারেমের কৌস্তুভ রত্ন! হারিয়ে গেল জহরৎ? যাবে, সব যাবে। কেঁদে কোন লাভ নেই দিদি। সংসারে সবচেয়ে যেটি ভাল, তারই কবরের ডাক সবার আগে আসে। আর মৃত্যুর মাথায় পা তুলে দিয়ে বেঁচে থাকে তারা, যারা ঔরংজেবের মত শয়তান, আর আমার মত অনাবশ্যক জঞ্জাল! আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল, আমার আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল! মেহেরবান খোদা, যারা গেছে, তারা যাক; আমার দারাকে তুমি রক্ষা কর।

জহরৎ। বাবা ধরা পড়েছে দাদু।

শাজাহান। [আর্ত্তনাদে] ধরা পড়েছে !! তোর বাবা দারাশিকো! না—না, তুই ভুল শুনেছিস। ধর্ম্ম কি জাহান্নামে গেছে, খোদাতালা কি চোখ বুজে আছেন? তাঁর রাজ্যে এত অবিচার! সিপার, তোর ভাই সিপার কোথায়?

জহরৎ। বাবার সঙ্গে তাকেও কারাগারে রেখেছে।

শাজাহান। জরা এল জহরৎ, জরা এল; কবরের ডাক এল। পৃথিবীটা বসে যাচ্ছে, আকাশটা নেমে আসছে। দিল্লী শহরটা ছুটে পালাচ্ছে। ধর্ ধর্। [নেপথ্যে তোপধ্বনি] ও কিসের তোপধ্বনি জহরৎ?

জহরৎ। নতুন সম্রাটের দরবার বসছে দাদুসাহেব।

শাজাহান। সেই দরবার! দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস! সেই ময়ূর-সিংহাসন! সেই কোহিনূর! ভেবেছিলাম, সব তোর বাবাকে দিয়ে যাব। আজ সে ময়ূর-সিংহাসনে বসবে শাজাহানের কুলাঙ্গার পুত্র ঔরংজেব! আমি তার পিতা আজ কারাগারে বন্দী! আমাকে একটিবার বাইরে নিয়ে যেতে পারিস জহরৎ? আমি একবার ঔরংজেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অভিশাপ দিয়ে আসব।

জহরৎ। তাতে তার কিছুই এসে যাবে না দাদুসাহেব। মোগল-সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রজা মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করেছে, তবু তার জয়ের পথ কেউ রোধ করতে পারে নি। কলিযুগে ধর্ম্ম শয়তানের হাতে বাঁধা। গবাক্ষ পথে চেয়ে দেখ দাদু, দক্ষিণের ওই বন্দিশালায় আর এক ভাগ্যহীন এসে দাঁড়িয়েছে। চিনতে পাচ্ছ ওই বন্দীকে?

শাজাহান। কে? কে-ও বন্দী সম্রাট শাজাহানের এই অতীতের কঙ্কালকে সেলাম কচ্ছে? দারা! তুমি দারা! একদিন যে ছিল তামাম হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের মালেক, তার হাতে পায়ে শৃঙ্খল! এও তুমি সইতে পাচ্ছ দুনিয়ার বিচারক? এ কি! দেখ্ দেখ্ জহরৎ, দুজন হাবসী এসে দারাকে টেনে নিয়ে গেল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দিদি?

জহরৎ। বোধহয় সম্রাটের দরবারে। আজ যে বাবার বিচার হবার কথা।

শাজাহান। বিচার হবে? ঔরংজেব করবে দারার বিচার! মমতাজ, তুমি শুনতে পাচ্ছ না ত? কণ্ঠে সুর আছে জহরৎ? এগিয়ে আয় দিদি। যাঁর করুণাঘন দৃষ্টির তলায় মানুষের ক্রূরদৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে যায়, সেই দীনদুনিয়ার মালেকের কাছে আমাদের আরজ পৌঁছে দে।

জহরৎ। গীত।

তোমারি দুয়ারে, হে করুণাময়, আনিয়াছি আবেদন,
জাগ্রত হও, উদ্যত কর খরশান প্রহরণ।
ক্ষমতার লোভে অকারণে যারা,
বহালো ধরার চোখে অশ্রুধারা,
হে রাজা, তোমার অসির আঘাতে তাদের কর শাসন।
দুর্জ্জনে লয় কর কৃপাময় কর দুঃখ বিমোচন।

স্বর্ণথালে দারার ছিন্নমুণ্ড লইয়া আলি হোসেনের প্রবেশ।

শাজাহান। কে?

আলি। আমি শাহানশা,—জব্বর আলি। নতুন সম্রাট আপনাকে সওগাত পাঠিয়েছেন; গ্রহণ করুন।

[শাজাহানের পদতলে থালা রক্ষা করিল]

শাজাহান। সওগাত পাঠিয়েছে আমার কুলাঙ্গার পুত্র? তার সওগাতে আমি পদাঘাত করি। [স্বর্ণথাল পদাঘাতে সরাইয়া দিলেন; রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড ছিটকাইয়া পড়িল] একি! কার ছিন্নশির!

জহরৎ। বাবা! বাবা! তোমারও এই পরিণাম! মা গেল, দাদা গেল, এই নিকৃষ্ট দানব তোমাকেও বাঁচতে দিলে না?

শাজাহান। কে মারলে? দারার কাঁধের উপর তরবারি তুললে কে?

আলি। সম্রাটের আদেশে আমিই তুলেছি।

শাজাহান। তুমি আলি হোসেন? দারার শিরশ্ছেদ করলে তুমি! একদিন আমি তোমার প্রাণদণ্ড দিয়েছিলাম। দারাই তোমার প্রাণদণ্ড মকুব করিয়েছিল। তুমিই করলে তার শিরশ্ছেদ! ধর্ম্ম কি জাহান্নামে গেল! বেইমান, নেমকহারাম, আমি তোকে গলা টিপে মারব।

[আলি হোসেনের গলা টিপিয়া ধরিলেন, আলি তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।]

শাজাহান। পুত্র, প্রাণাধিক, যাও—কাউকেই রাখতে পারি নি, তুমিই বা থাকবে কেন? আমারও ডাক এসেছে পুত্র। তুমি আগে যাও, আমি পেছনে আসছি। রোজ কেয়ামতের দিন তুমি আমি মোরাদ সবাই মিলে আল্লাতালার কাছে নালিশ করব। বিচার কি পাব না? আগুন কি জ্বলবে না? সেই আগুনে এই পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃদ্রোহীর জীবনটা কি ছাই হয়ে যাবে না?

জহরৎ। দাদুসাহেব, আমি এখন কি করব?

শাজাহান। আমারও ত ওই জিজ্ঞাসা,—আমি কি করব? তুই পিতৃহীনা কন্যা, আমি পুত্রহীন পিতা,—দুজনে দুজনের বুকে হাত বুলিয়ে দিই আয়; আর একসঙ্গে অভিশাপ দিই, আমাদের যে সর্ব্বহারা করেছে, দুনিয়ায় কেউ যেন তার আপন না হয়। না—না, তারই বা কি অপরাধ? এ আমার দোষ, আমারই পাপের ফসল। তুই আমার উপর প্রতিশোধ নে জহরৎ। এমনি করে বত্রিশ বছর আগে আমি নিজের হাতে আর একজনের মাথা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে সওগাত দিয়েছিলাম।

জহরৎ। কি বলছ তুমি? কার মাথা সওগাত দিয়েছিলে?

শাজাহান। শুনবি সে নাটক? আয়,—আমি বলে যাই, তুই লিখে নে। হতভাগ্য খুরমের অশ্রুঝরা জীবন নাট্য শুনিয়ে যদি কোন কবি দুনিয়ার মানুষকে হুঁশিয়ার করতে চায়, তার কাণে এ কাহিনী তুলে দিস। কাউকে দোষ দেব না, এ আমারই পাপের ফসল। আঃ—

[এক হাতে ছিন্নশির, অন্যহাতে জহরৎকে ধরিয়া প্রস্থান।

বত্রিশ বছর আগে

প্রথম পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ—কক্ষ।

শারিয়ার ও বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। আমাকে এখানে আনলেন কেন শাহজাদা?

শারিয়ার। তোমাকে আমি জবাই করব।

বৈষ্ণব। কেন?

শারিয়ার। আমাকে রাস্তায় ঘাটে দেখলে তুমি গান জুড়ে দাও কেন? তুমি আমাকে ভেবেছ কি?

বৈষ্ণব। কিছু ভাবি নি শাহজাদা। আপনাকে দেখলে আমার কেবলি মনে হয়, এই বাদশাহী ঠাট আপনার জন্যে নয়। বিধাতা আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন ফকিরের ঘরের জন্য, আমিরের ঘরের জন্য নয়। জানি না কার ভুলে আপনি এই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে এসে পড়েছেন। পালিয়ে আসুন শাহজাদা, পালিয়ে আসুন।

শারিয়ার। খুব যে বড় বড় কথা বলছ। এইমাত্র কি গাইছিলে, গাও ত শুনি। তুমি গাইতে থাক, আর আমি তোমার গলায় আড়াই পোঁচ দিই।

বৈষ্ণব। গীত :

এ দুনিয়ার খেলাঘরে
দিন কাটালি খেলা করে,
গাঙের ঘাটে আকুল স্বরে ডাকছে সুজন নাইয়া,
আজ মলে কাল দুদিন হবে,
আপন বলে কেউ না রবে,
মাণিক ফেলে কোচর ভরে কাঁচ নিলি কুড়াইয়া।
হীরে মণি মোতির ঘটা,
দুদিন শুধু মেলবে ছটা,
মরিস না ভাই সুধা ফেলে বিষের বড়ি খাইয়া।

শারিয়ার। অর্থাৎ, বাদশার ব্যাটা আমি, এই মুহূর্ত্তে ঐশ্বর্য্য সম্পদ মানমর্য্যাদা শিকেয় তুলে তোমার সঙ্গে লোটা কম্বল নিয়ে চলে যাই, কেমন?

বৈষ্ণব। গেলে ভাল হত। না যান, আমার একটা কথা মনে রাখবেন, ভুলেও বাদশাহীর দিকে হাত বাড়াবেন না।

শারিয়ার। তোমার হাতে ও কি পুঁথি? বৈষ্ণব পদাবলী না কি?

বৈষ্ণব। না, শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গার। আপনি ত পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত শিখেছেন। পড়বেন শাহজাদা? এই নিন। আবার আসব আমি। আদাব।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। কি বলছে আচার্য্যের পো?

"মা কুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বম্,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।"

"ধন-জন-যৌবনের গর্ব্ব করো না।" ক্ষেপেছ? তাই কি করতে আছে? "এক নিমেষে কাল এসে সব হরণ করে নিয়ে যাবে।" আরে সে ত চোখের উপরেই দেখলাম। পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু, রূপে কার্ত্তিক—গুণে বৃহস্পতি—বীরত্বে অপরাজেয়। সবাই জানত, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পর দিল্লীর মসনদে বসবে শাহজাদা খসরু। একটা ঝড় উঠল, সব বানচাল হয়ে গেল। পিতা তাকে কারারুদ্ধ করলেন, আর ভাই শাজাহান তাকে খুন করলে। যা বাবা, কোথায় রাম রাজা হবে, তার হল নির্ব্বাসন! দূর—দূর।

পরভেজের প্রবেশ।

পরভেজ। শারিয়ার,—

শারিয়ার। আরে এস মেজদা, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি এত বড় একটা ডাকসাইটে বীরপুরুষ,—মেবারের যুদ্ধে কিনা গো-হারা হেরে এলে!

পরভেজ। না হেরে করব কি বল? মেবারীরা অতি ইতর, অসভ্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন,—যুদ্ধ কাকে বলে তা তারা জানে না।

শারিয়ার। রাণা প্রতাপ কিন্তু মোগল রাজশক্তিকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল।

পরভেজ। তখন এই পরভেজ তরবারি ধরে নি।

শারিয়ার। এখন ধরেও ত বিশেষ সুবিধে করতে পারলে না।

পরভেজ। পারব কি করে? ওরা পাহাড়ে পর্ব্বতে না লুকিয়ে থেকে অতর্কিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাথরের চাঙ্গড় ফেলে শত্রুদের চাপা দেয়। এমন অভদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়?

শারিয়ার। ক্ষেপেছ? তুমি বলেই ফিরে এসেছ। আমি হলে

মনের দুঃখে বনে চলে যেতাম। ভাই শাজাহান কিন্তু মেবার জয় করে ফিরে আসছে।

পরভেজ। এ ত বড় ভাবনার কথা হল শারিয়ার।

শারিয়ার। ভাবনায় আমার ঘুম আসছে না। মালিক অম্বরকে জয় করে সে শাজাহান উপাধি পেয়েছে। এবার বোধহয় রাজপ্রতিনিধি হয়ে যাবে।

পরভেজ। তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।

শারিয়ার। তুমি যে দেবে না, তাও ঠিক; আর সে যে না হয়ে ছাড়বে না, তাও ঠিক।

পরভেজ। আমি তার বড় ভাই।

শারিয়ার। তোমার চেয়ে বড় আর একজন ছিল। সে আজ কবরের তলায়। মোগল রাজবংশে বড় আর ছোটর থোড়াই কারাক।

পরভেজ। তাই ত ভাই তোমার কাছে এলাম।

শারিয়ার। তা আসবে বই কি? একশোবার আসবে। কিন্তু এখানে ত সরাপ নেই ভাইজান।

পরভেজ। শাহজাদার ঘরে সরাপ নেই! তুমি একদম জাহান্নামে গেছ।

শারিয়ার। যেতে আমি চাই নি ভাইজান। বিবি এসে জোর করে জাহান্নামে টেনে এনেছে। মুখে সরাপের গন্ধ পেলে সাতদিন গোঁসা ঘরে পড়ে থাকবে।

পরভেজ। তুমি বড় স্ত্রৈণ; কেবল বই আর বউ। বইয়ের মধ্যে কি মধু আছে আমি বুঝি না। আর বউ, সে ত বিলাসের সামগ্রী।

শারিয়ার। হিন্দুরা তাকে বলে দেবী। ভাই শাজাহান বলে জীবন সর্ব্বস্ব।

পরভেজ। শাজাহান হিন্দু মায়ের ছেলে। তুমি ত তা নও। তুমি বিবির কথা শুনে সরাপ ছেড়ে দিলে? বিবি যদি বলে দক্ষিণে যেতে, তুমি সোজা উত্তরে যাবে।

শারিয়ার। যদি বিদ্রোহ করে?

পরভেজ। সোজা তালাক দেবে। আমরা হচ্ছি বাদশাজাদা, বিবি আমাদের কোন্ হ্যায়?

শারিয়ার। কোই নেই হ্যায়। তবে কথাটা কি জান? তোমাদের অনেক আছে, একজন গোঁসা করলে আর একজন দাঁত বার করে এসে দাঁড়াবে। আমার যে ওই এক সবেধন নীলমণি।

পরভেজ। কেন? দেশে কি তোমার যোগ্য জেনানা আর নেই?

শারিয়ার। আছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের মেয়েকে সাদি করেছি কি না। আর কারও দিকে চোখ ফেরালে হাতে মাথা নেবে।

পরভেজ। সম্রাজ্ঞী ত তোমাকে খুব ভালবাসেন।

শারিয়ার। না বাসবেন কেন? একে ছেলে, তার উপর জামাই, আমি যদি আকাশের চাঁদ চাই, অমনি তাকে মাটিতে নেমে আসতে হবে।

পরভেজ। তাই ত ভাই তোমার কাছে এসেছি। পিতার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছ। যে কোন মুহূর্ত্তে তার কবরের ডাক আসতে পারে।

শারিয়ার। এসে গেছে ধরে নাও।

পরভেজ। তারপরে মসনদে বসবে কে? তুমি ত ছোট ভাই,

আর বাদশাহীতে তোমার কোন লোভও নেই। সংসারে থেকেও তুমি—

শারিয়ার। পরমহংস। তাহলে হয় তুমি সম্রাট হবে, না হয় শাজাহান সম্রাট হবে।

পরভেজ। সম্রাজ্ঞীকে তুমি বোঝাও যে আমি যখন বড়, তখন মসনদ আমারই প্রাপ্য।

শারিয়ার। শাস্ত্রেও তাই বলে। কিন্তু ভাই শাজাহান পর পর কটা যুদ্ধ জয় করে বিশেষ করে মেবারের বিদ্রোহ দমন করে এত তেলিয়ে উঠেছে, যে সে যদি মসনদ চায় ত মসনদই তার কাছে এগিয়ে যাবে। তাকে সাহায্য করবেন তার শ্বশুর উজির আসফ খাঁ।

পরভেজ। আসফ খাঁ সম্রাজ্ঞীর ভাই, তাঁরই অনুগ্রহে আজ খাঁ সাহেবের এত মর্য্যাদা। সম্রাজ্ঞী বললে আসফ খাঁ নিশ্চয়ই তার কথা অমান্য করবে না। একটা ত কৃতজ্ঞতা আছে।

শারিয়ার। কৃতজ্ঞতার স্থান গরীবের ঘরে, ধনীর প্রাসাদে নয়। জামাইয়ের মুখ চেয়ে আসফ খাঁ যদি ভগ্নীর মাথাটা হঠাৎ নামিয়ে দেয়, তাতেও আমি আশ্চর্য্য হব না। তার চেয়ে তোমরা দুজনে একটা রফা করে নাও। এক বছর তুমি সম্রাট হবে, আর এক বছর শাজাহান সম্রাট হবে। তোমার আছে মেয়ে, তার আছে ছেলে, বিয়ে দিয়ে দাও, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা হয়ে থাকবে।

পরভেজ। তোমার কোন বিষয়বুদ্ধি নেই।

শারিয়ার। এতক্ষণে খাঁটি কথা বলেছ।

পরভেজ। তুমি সম্রাজ্ঞীকে আমার জন্যে অনুরোধ করবে কি না, তাই বল।

শারিয়ার। নিশ্চয়ই অনুরোধ করব। তবে আমার মতে

মসনদের লোভ না করাই ভাল। কারণ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এই দেখ শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, "পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রেষা বিহিতা রীতিঃ।" অর্থাৎ যার অর্থ আছে, ছেলের হাতেও তার প্রাণের ভয় আছে। দেখলে ত, পিতা বলে কথা, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে শাহজাদা খসরু আর শাহজাদা শাজাহান। তুমি বাদশা হলে তোমার মেয়েই হয়ত তোমার সরাপে বিষ মিশিয়ে দেবে। আর আমাদের খানসামা ওই ফাজিল খাঁর ছেলেটাকে দেখ ত। বাপ বলতে অজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেছেন—

পরভেজ। উচ্ছন্ন যাক তোমার শঙ্করাচার্য্য। হিন্দুশাস্ত্র পড়তে তোমার শরম হয় না?

শারিয়ার। না ভাইসাহেব। শরম হয় তোমাদের গোঁড়ামি দেখলে। আচ্ছা, তুমি এখন এস। বিবি বোধহয় উকিঝুঁকি মারছে। কোন চিন্তা নেই। সম্রাজ্ঞীকে আমি একমেটে করে রাখি, তারপর তুমি এসে দোমেটে করলেই হবে।

পরভেজ। খোদা তোমায় দোয়া করুন। আমি যদি বাদশাহী পাই, তুমি হবে পাঞ্জাবের সুবেদার।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। [পুঁথি পাঠ] "নলিনী দলগত জলমতি তরলম্। তদ্‌বজ্জীবনম্ অতিশয় চপলম্।" চমৎকার!

লায়লীর প্রবেশ।

লায়লী। আবার তুমি বই নিয়ে বসেছ? আমি যে সব তালা-বন্ধ করে রেখেছিলাম। কোন্ হতভাগা এর মধ্যে কেতাব দিয়ে গেল? আমি এই সতীনগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করব। দাও বলছি।

শারিয়ার। হাঁ—হাঁ—হাঁ, পড়তে দাও। কি সুন্দর লিখেছে দেখ,—

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্,
করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডম্
তদপি ন মুঞ্চতি আশা ভাণ্ডম্।

অঙ্গ গলে যায়, চুল পাকে, দাঁত পড়ে ফোকলা হয়, হাতের লাঠি ঠক ঠক করে কাঁপে, তবু মানুষ আশা ত্যাগ করে না।

লায়লী। খানা জুড়িয়ে যায়, বউ রেগে কাঁই হয়, বেলা দুপুর গড়িয়ে চলে, তবু বই পড়ার বিরাম হয় না। দুত্তোর সতীনের মুখে আগুন। [পুঁথি কাড়িয়া নিল]

শারিয়ার। দাও দাও লক্ষ্মীটি, ও মহার্ঘ বস্তু। [লায়লীর পেছনে ছুটাছুটি]

লায়লী। এই নাও, ভাল করে পড়, আমি চললুম।

শারিয়ার। না—না, রাগ করো না। [সুরে]

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্ত রুচি কৌমুদী,
হরতিদর তিমির মতি ঘোরম্,—

লায়লী। আবার তুমি অনুস্বার বিসর্গ নিয়ে এলে? আমি কি মাথা খুঁড়ে মরব?

শারিয়ার। তুমি জান না লায়লি, কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে এই সংস্কৃত পুঁথি-পত্রের মধ্যে। কি ছার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, কি তুচ্ছ মান-মর্য্যাদা? কোরাণ-বাইবেল, বেদ-উপনিষদের কাছে এ সবই মূল্যহীন। মানুষের দেহমনের অপরিমেয় খোরাক করুণাময় ঈশ্বর পৃথিবীময় ছড়িয়ে রেখেছেন; তবু মানুষ আরও চায়, একি আশ্চর্য্য! শঙ্করাচার্য্য বলছেন,—

লায়লী। খবরদার, ও মুখপোড়াদের নাম আবার যদি কর, আমি চেঁচিয়ে হাট বসাব। মা তোমাকে তলব দিয়েছে, যাও নি কেন?

শারিয়ার। তলব দিয়েছেন! তাই ত, বাঁদী কি যেন বলে গেল, আমি তাকে কোরাণ থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলুম। বড় কসুর হয়ে গেছে। চল দেখা করে আসি।

লায়লী। আর যেতে হবে না। মা আসছে।

শারিয়ার। বারণ করে দাও। বল আমি ঘরে নেই।

লায়লী। কেন, মাকে তুমি অত ভয় কর কেন?

শারিয়ার। কিছু মনে করো না প্রিয়ে। তোমার মা, আমারও পৌনে মা, গুরুজন ব্যক্তি; তাঁর নিন্দে করা মহাপাপ। কিন্তু এই সাংঘাতিক ভদ্রমহিলাকে দেখলে আমার বুকের রক্ত—যা বাবা।

নূরজাহানের প্রবেশ।

নূরজাহান। শারিয়ার,—আমি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম, বাঁদী তোমায় খবর দেয় নি?

শারিয়ার। দিয়েছে বই কি আম্মা। লায়লী বললে,—"পরে গেলেও চলবে।"

লায়লী। আমি—

শারিয়ার। তুমি আর ওই ভাই পরভেজ।

নূরজাহান। পরভেজ এসেছিল? আজকাল সে বড় ঘন ঘন তোমার কাছে আসছে। সরাপ উপহার দিয়ে যায় নি ত? তোমাকে অনুরোধ করে গেল না, যেন দিল্লীর মসনদের দিকে তুমি না হাত বাড়াও?

লায়লী। উনি কেন মসনদ—

নুরজাহান। তুমি চুপ কর লায়লি।

শারিয়ার। ভাই পরভেজ আমাকে বললে—

নুরজাহান। যেন আমি তাকে সিংহাসন লাভ করতে সাহায্য করি।

শারিয়ার। তার উপর—

নুরজাহান। তার উপর আসফ খাঁকে যেন আমি অনুরোধ করি শাজাহানের পক্ষ সমর্থন না করতে।

শারিয়ার। ভাই শাজাহান—

নুরজাহান। শাজাহান যেবার জয় করে ফিরে আসছে শুনে পরভেজের বুকের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

শারিয়ার। [স্বগত] কি সাংঘাতিক স্ত্রীলোক দেখেছ? হ্যাঁ না করতেই পেটের কথা টেনে বার করে নেয়।

নুরজাহান। শোন শারিয়ার, তুমি নির্ব্বোধ নির্জীব মেরুদণ্ডহীন—

শারিয়ার। আমি আপনার সঙ্গে একমত।

লায়লী। তুমি কি ওকে এই সব বিশেষণ দিতেই এসেছ?

নুরজাহান। তুমি চুপ কর বেয়াদপ মেয়ে। শোন শারিয়ার, বয়স তোমার যাই হোক; তুমি এখনও নাবালক। মোগল রাজবংশ দ্বেষ হিংসা শয়তানীর তপ্ত বারুদখানা! এই রাজপ্রাসাদের প্রতি ইট পাথরকে আমি ভাল করে চিনি। তোমার হাতে আমি আমার একমাত্র কন্যাকে তুলে দিয়েছি। তোমার ভালমন্দের কথা শুধু আমাকেই ভাবতে দাও। নিজের বুদ্ধিতে এক পাও এগিয়ে গিয়ে বিপদ ঘটিও না। এদের এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মধ্যে খবরদার তুমি মাথা গলাতে যেও না, তাহলে খসরু যেখানে গেছে, তোমাকেও সেইখানে যেতে হবে।

লায়লী। এ তুমি কি বলছ মা?

নূরজাহান। ঠিকই বলছি। এরা যে যা বলে বলুক, শুনতে বাধা নেই, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দেখাবে না। বেঁচে যাবে, সুখে থাকবে, নইলে মরবে। বুঝেছ?

শারিয়ার। কেন বুঝব না? লায়লীকে ত আমি এতক্ষণ এই কথাই বলছিলাম—

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে
তোঁহে তেয়াগি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে।

লায়লী। থামো না।

শারিয়ার। বিদ্যাপতিও বলেছেন—

কত চতুরানন মরি মরি যাও ত
ন তুয়া আদি অবমানা,
তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে সমায়ত
সাগর-লহরী-সমানা।

লায়লী। আঃ—

শারিয়ার। লায়লী বললে,—সংসার যখন এমনি অসার, তখন চাই না ঐশ্বর্য্য, চল আমরা লোটাকম্বল নিয়ে বনে চলে যাই, আর দিনরাত শুধু তাঁকেই ডাকি। কারণ—

[সুরে] একবার নাম নিলে যত পাপ হরে,
মানুষের সাধ্য নাই তত পাপ করে।

[লায়লীর দিকে একচোখে চাহিয়া প্রস্থান।

লায়লী। তোমার মৎলবখানা কি মা?

নূরজাহান। প্রশ্ন করো না।

লায়লী। নিশ্চয়ই করব। আমার স্বার্থ আমি দেখব না ত

দেখবে কে? লোকটা দিনরাত কেতাব মুখে দিয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে, মশায় কামড়ালে হাত তোলে না, তার উপর তুমি তাকে আরও অকর্ম্মণ্য করে দিতে চাও? কেন?

নূরজাহান। আমার খুশী।

লায়লী। তোমার খুশীর দায় থেকে এই নিরীহ মানুষটাকে মুক্তি দাও মা। মোগল সাম্রাজ্যটাকে নিয়ে দীর্ঘকাল পুতুলখেলা করেছ তুমি। কি যে তুমি চাও—কাউকে কখনও বুঝতে দাও নি। আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি; শাহজাদা খসরু তোমারই ইঙ্গিতে নিহত। এবার এ খেলার অবসান কর মা।

নূরজাহান। অবসান করব?

লায়লী। অন্ততঃ এইটুকু কর মা, যেন তোমার এ নিষ্ঠুর খেলা আমাকে আর চোখে দেখতে না হয়। তোমার ইচ্ছায় ফকির হয়েছে আমীর, আমীর হয়েছে ভিক্ষুক। আমার একটা আরজ কি তুমি রাখতে পার না? তোমার জামাইকে একটা সুবেদারী—অন্ততঃ একটুখানি জায়গীর দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দাও। তোমাদের দিল্লী, আগ্রা, লাহোরের হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না।

নূরজাহান। সহ্য না হয়, বিষ খেয়ে মর। বর্দ্ধমানের ঠাণ্ডা মাটির তলায় তোমার পিতা শের আফগান যেখানে ঘুমিয়ে আছে, তোমাকেও আমি সেইখানে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। জায়গীরদারের বেগম হবার জন্য তোমাকে আমি বাদশাজাদার হাতে তুলে দিই নি। মারি ত গণ্ডার, লুঠি ত ভাণ্ডার।

লায়লী। আমি তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

নূরজাহান। পারবে না। সম্রাট জাহাঙ্গীর পারেন নি, শাহজাদারা পারে নি, তুমি কোন্ ছার? কাণ দুটো খুলে রাখ, চোখ দুটো

মেলে রাখ। পাকা ফল হাতে পেলে খাবে ফেলবে ছড়াবে; প্রশ্ন করো না, নুরজাহান কৈফিয়ৎ দেয় না। এস পরভেজ। মেজাজ-শরীফ?

পরভেজের প্রবেশ।

পরভেজ। জী—হ্যাঁ।

লায়লী। [স্বগত] একজনের স্নেহে বান ডেকে এল, আর একজনের ভক্তির সাগর উথলে উঠল। ছোটলোকের দল।

[প্রস্থান।

পরভেজ। শারিয়ার কিছু বলেছে সম্রাজ্ঞি?

নুরজাহান। শুধু শারিয়ার? লায়লী পর্য্যন্ত তোমাকে শাহী তক্তে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

পরভেজ। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি।

নুরজাহান। আমাকে অনুরোধ করতে হবে কেন পরভেজ? তুমি ত জান, কন্যাজামাতার চেয়েও তুমি আমার বেশী প্রিয়। তার উপর তুমিই বর্ত্তমানে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সম্রাটের অবর্ত্তমানে মসনদ অবশ্যই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু—

পরভেজ। আবার কিন্তু কি?

নুরজাহান। সম্রাট বলেন, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।

পরভেজ। শাজাহান কিসে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ?

নুরজাহান। তিনি বলেন, শাজাহান কোন যুদ্ধেই হারে নি, আর তুমি যেখানে গেছ, সেখানেই পরাজিত হয়েছ।

পরভেজ। সে শয়তানী করে বাজীমাৎ করেছে, আর আমি ধর্ম্মযুদ্ধ করে হেরে এসেছি। মেবারে খাদ্যভাণ্ডার জ্বালিয়ে দিয়ে

জলাশয়ে বিষ ঢেলে দিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ আর জলাভাব সৃষ্টি করে শাজাহান রাণাকে সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। এর নাম বীরত্ব?

নূরজাহান। না,—কাপুরুষতা।

পরভেজ। একথা তুমি সম্রাটকে বোঝাতে পার না?

নূরজাহান। আমি বোঝালে কি হবে শাহজাদা? হাজার হোক আমি নারী, তার উপর তোমাদের বিমাতা। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেই মহাব্বৎ খাঁ গিয়ে সব বানচাল করে দেয়। আসফ খাঁর কন্যার সঙ্গে তোমারই সাদি হওয়ার কথা; এই মহাব্বৎ খাঁই তা হতে দেয় নি। জানি না কেন তুমি তার চক্ষুশূল।

পরভেজ। আমি এই মহাব্বৎ খাঁকে কবরের পথ দেখিয়ে দেব।

নূরজাহান। চুপ চুপ। কি বলছ তুমি উন্মাদ? মোগল রাজ-প্রাসাদে দেওয়ালেরও কাণ আছে। সিপাহশালার মহাব্বৎ খাঁ জন্মে রাজপুত, কর্ম্মে মুসলমান; মোগল সাম্রাজ্যের সে লৌহস্তম্ভ। সে যদি ঘুর্ণাক্ষরে জানতে পায় যে তুমি তার দুশমন, তাহলে তার হাতে তোমার নিস্তার নেই।

পরভেজ। তাই বলে এই ধর্ম্মত্যাগী রাজপুত কুত্তা পিতার কাণ বিষাক্ত করে শাজাহানের পথ পরিষ্কার করবে, আর আমি নীরবে তা সহ্য করব?

নূরজাহান। কোন বাদশাজাদা এত বড় অন্যায় সহ্য করতে পারে না। আমি সম্রাটকে আবার বুঝিয়ে বলছি। বাংলার সুবেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। বোধহয় শাজাহান আর মহাব্বৎ খাঁকে নিয়ে তোমাকেই বাংলায় যেতে হবে। আমার জন্য ভেবো না পরভেজ। আমি চিরদিনই তোমার সহায়। তবে আমি নারী, কতটুকুই বা আমার শক্তি? মহাব্বৎ খাঁর মুখের কথায় আমার

সহস্র কাকুতি ভেসে যায়। যাক্—যাক্, তুমি যাই কর শাহজাদা, ভুলেও প্রকাশ করো না যে আমি তোমার সহায়। তাহলে তুমিও যাবে, তোমার বাদশাহীর খোয়াবও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। খবরদার!

[প্রস্থান।

পরভেজ। মহাব্বৎ খাঁ মরবে। বাদশাহী আমার চাই।

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির।

শাজাহান ও মমতাজের প্রবেশ।

মমতাজ। এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি শাহজাদা?

শাজাহান। বাংলায় যাচ্ছি মমতাজ।

মমতাজ। তবে যে তুমি বললে দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছি।

শাজাহান। আগে তাই জানতুম। অকস্মাৎ দিল্লী থেকে পিতার ফরমান এল, কান্দাহারের সুবেদার বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহ দমন করতে আমাকেই যেতে হবে।

মমতাজ। সারাজীবন ধরে কেবলই কি বিদ্রোহ দমন করে বেড়াবে? আমেদনগরের দুর্গ জয় করার ফলে সম্রাট তোমাকে আদর করে শাজাহান খেতাব দিলেন; ভাবলুম, এতদিনে বুঝি তিনি তাঁর বিদ্রোহী পুত্রকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম

হল,—মেবারকে শায়েস্তা করে এস। মেবারের রাণা বশ্যতা স্বীকার করলে, তবু তোমার ঘরের ডাক এল না? দিল্লীর এত কাছে এসেও আমরা দিল্লীর প্রাসাদে দুদিন বিশ্রাম করতে পাব না?

শাজাহান। দিল্লীর রুক্ষ বায়ুর জন্য তোমার মনটা দেখছি বড় হাহাকার কচ্ছে মমতাজ।

মমতাজ। দিল্লীর জন্য নয় শাহজাদা। মনটা কাঁদছে দারার জন্যে। তাকে তুমি কেন সম্রাটের জিম্মায় রেখে এলে?

শাজাহান। পিতা যে বললেন, কবে কবরের ডাক আসবে, ঠিক নেই, মরার সময় পুত্রদের মুখ না দেখতে পাই, দুটো নাতী যেন আমার কাছে থাকে। তুমি দারা আর ঔরংজীবকে আমার কাছে রেখে যাও স্কুরম।

মমতাজ। পিতা বললেন, আর তুমিও তাই করলে, এই বাঁদীকে একবার জিজ্ঞাসা করার ফুরসৎ পেলে না? মনে করো না, সম্রাট স্নেহের বশে তোমার ছেলে দুটোকে কাছে কাছে রেখেছেন। পাছে তুমি আবার বিদ্রোহ কর, তাই তোমার ছেলেদের তিনি জামীন রেখে দিয়েছেন।

শাজাহান। জামীন! এ তুমি বলছ কি মমতাজ? অপরাধী আমি হতে পারি, তাই বলে পিতা আমার পুত্রদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন, এও কি সম্ভব?

মমতাজ। না। পিতা প্রতারণা করেন নি। তাঁর পেছন থেকে আর একজন কলকাঠি নেড়েছেন। তুমি যত বড় যোদ্ধাই হও, বুদ্ধিতে তাঁর কাছে শিশু।

শাজাহান। সত্য মমতাজ। এ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের চক্রান্ত। এই নারী পিতার বিবেকবুদ্ধি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু আমার

উপর তার রাগের কারণ কি, তা ত বুঝতে পাচ্ছি না। আমি ত তার কোন অনিষ্ট করি নি।

মমতাজ। অনিষ্ট করেছ বই কি? সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা ছিল তাঁর কন্যা লায়লীকে তোমার হাতে তুলে দেন। তুমি স্পষ্ট বলে দিলে, শের আফগান আর মেহের উন্নিসার কন্যাকে আমি বাঁদী করতে পারি, সাদি করতে পারি না। আবার তারই চোখের উপর সাদি করলে সম্রাজ্ঞীরই ভাতিজা মমতাজকে। এতে কার রাগ হয় না বল।

শাজাহান। তুমি যে অনেক রাজনীতি শিখেছ দেখছি।

মমতাজ। মোগল বাদশার হারেমের জেনানা আমি, রাজনীতি শিখব না? হারেমের দেওয়ালগুলো পর্য্যন্ত রাজনীতির বারুদখানা, আমি ত একটা মানুষ।

শাজাহান। আর সময় নেই মমতাজ; আজই আমাদের ছাউনি তুলতে হবে। যাবার আয়োজন কর।

মমতাজ। দিল্লীতে আমরা দুটো দিনের জন্যও যেতে পাব না?

শাজাহান। এক লহমার জন্যও নয়।

মমতাজ। তাহলে সম্রাটের কাছে তুমি আরজ করে পাঠাও দারাকে যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন।

শাজাহান। ঘুরে ফিরে কেবল দারার কথাই যে বলছ মমতাজ। ঔরংজেব কি তোমার কেউ নয়?

মমতাজ। কেউ না হলেই ভাল হত। সে আমার গর্ভের কলঙ্ক, তোমার পরিচয়ের লজ্জা।

শাজাহান। কেন বল দেখি, এই ছেলেটিকে তুমি দুই চক্ষে দেখতে পার না।

মমতাজ। দেখতে তুমিও পারবে না, দুদিন আগে আর পরে। তিনজন জ্যোতিষী ওর হাত দেখে বলেছে, হতভাগা পিতৃদ্রোহী হবে। কবে আমি ওকে গলা টিপে শেষ করে দিতাম, তুমিই আমার হাত চেপে ধরলে। হতভাগা এই বয়সেই হিন্দুবিদ্বেষী, সাপের চেয়ে খল, আর শৃগালের চেয়ে ধূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। দারাকে সে দুই চক্ষে দেখতে পারে না।

শাজাহান। কেন? দারার অপরাধ?

মমতাজ। অপরাধ সে হিন্দুদের ভালবাসে, হিন্দু কবির কবিতা আওড়ায়, হিন্দুয়ানির গান গায়। তুমি দেখো শাহজাদা, এই শয়তান পিতৃদ্রোহী ত হবেই, তার উপর আমার দারাকে সুখে থাকতে দেবে না। সম্রাট তাকে জামীন রাখুন কি জ্যান্ত কবর দিন, আমার তাতে নিঃশ্বাসও পড়বে না। আমার দারাকে তুমি আমার কাছে এনে দাও।

শাজাহান। তাতে ঔরংজেবের যা হয় হক,—কেমন? নাম ত তোমার মমতাজ, মমতা বলে কি তোমার কিছু নেই?

মমতাজ। মমতার কথা তুমি বলছ শাহজাদা? তোমার বড় ভাই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে কারাগারে বন্দি জীবন যাপন কচ্ছিল, তুমি তার প্রাণের স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত থামিয়ে দিয়েছ।

শাজাহান। কেন দিয়েছি জান? আমি দয়াপরবশ হয়ে কারাগারে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সে কি বললে জান? পিতা নাকি আমারই প্ররোচনায় তাকে অন্ধ করে দিয়েছেন, আমারই পরামর্শে তাকে কারারুদ্ধ করেছেন। আমাকে সে রাজ্যলোভী হিংস্র দস্যু হিন্দুনারীর গর্ভজাত কুকুরছানা বলে গালাগাল দিলে।

মমতাজ। আর অমনি তুমি তার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিলে!

কি করে পারলে শাহজাদা? তিনি না তোমার বড় ভাই? তোমারই কাছে শুনেছি, তাঁর কাছেই তুমি শস্ত্র শাস্ত্রে প্রথম পাঠ নিয়েছিলে। তুমিই বলেছ, একদিন তোমার চেয়ে প্রিয় তার কেউ ছিল না। এত স্নেহ যার কাছে পেয়েছ, তার একটা দুর্ব্বাক্য সহ্য করতে পারলে না? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তুমি যখন তার গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছিলে, তখন তোমার চোখ দুটো মসনদের দিকে ছিল না?

শাজাহান। কে বললে? দিল্লীর মসনদের কোন মোহ আমার নেই।

মমতাজ। তবে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে কেন?

শাজাহান। পিতার বিরুদ্ধে ঠিক নয়। তুমিই ত বললে পিতা জাহাঙ্গীর নামে মাত্র সম্রাট। সাম্রাজ্যের আসল মালিক ছোটী বেগম নূরজাহান। পিতার পয়জার আমি হাজারবার পিঠ পেতে নিতে পারি, তাই বলে নূরজাহানের প্রভুত্ব আমি সহ্য করব না। তাই আমি চেয়েছিলাম নারীর কুহকে মুগ্ধ বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করে এই কুহকিনী নারীকে মোগলসাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করতে।

মমতাজ। শাহজাদা!

শাজাহান। এ কি লজ্জা! এ কি ঘৃণা! মোগল রাজবংশের এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য একটা নারীর ইঙ্গিতে পরিচালিত! রাজ্যের মুদ্রায় পর্য্যন্ত সম্রাটের পাশে এই দুশ্চরিত্রা নারীর মূর্ত্তি!

মমতাজ। কি বলছ তুমি উন্মাদ? তিনি যে তোমার মা।

শাজাহান। লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে মমতাজ যে এই পাপীয়সী রমণী আমাদের বিমাতা।

আসফ খাঁর প্রবেশ।

আসফ। শাজাহান!

মমতাজ। বাবা!

শাজাহান। উজির সাহেব, আপনি এখানে!

মমতাজ। তুমি অকস্মাৎ এলে কেন বাবা? আবার কি কাউকে খুন করতে জামাইকে লেলিয়ে দিতে এসেছ?

আসফ। এসব কি কথা? আমি আবার কবে কাকে খুন করতে বললাম?

মমতাজ। কেন? বড় শাহজাদাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে তুমিই ত উঠে পড়ে লেগেছিলে। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে তুমিই ত শাহজাদাকে উস্কে দিয়েছ। অস্বীকার করতে পার?

আসফ। মেয়েটার কথা শুনছ শাহজাদা?

শাজাহান। যেতে দিন। অকস্মাৎ কি মনে করে এসেছেন?

আসফ। তুমি এখানে ছাউনি ফেলে এতদিন অপেক্ষা কচ্ছ কেন? বসন্তের পুষ্পসম্ভার দেখে মুগ্ধ হয়েছ বুঝি? এদিকে জীবনের বসন্ত যে অলক্ষ্যে পালিয়ে যাচ্ছে, সে খেয়াল তোমাদের নেই। শুনেছ সম্রাট অসুস্থ?

শাজাহান। }
মমতাজ। } অসুস্থ!

আসফ। হ্যাঁ। হৃদরোগে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন; কখনও কখনও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। হেকিমেরা তাকে শয্যা ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু তিনি কারও কথাই শুনছেন না। তারা বলেছে, পূর্ণ বিশ্রাম না নিলে যে কোন মুহূর্তে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পরভেজ তার আশে পাশে ঘুরছে, শারিয়ারকে নূরজাহান প্রাসাদের বাইরে আসতে দিচ্ছে না। যে যার নিজের

কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তুমিই কি শুধু নিজের ভাল বুঝতে পাচ্ছ না? ছাউনি ভেঙ্গে দাও; এই মুহূর্ত্তে জোর কদমে দিল্লীতে চলে যাও। নইলে সব আশা হয়ত নির্ম্মূল হয়ে যাবে।

শাজাহান। কিসের আশা জনাব?

আসফ। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না? একে তুমি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে, তার উপর মৃত্যুর সময় যদি তুমি কাছে না থাক, তাহলে তুমি কিছুই পাবে না।

মমতাজ। পিতা যদি তাঁর বিদ্রোহী সন্তানকে মৃত্যুর সময় কিছুই না দিয়ে যান, তাতে দুঃখ কিসের, নালিশই বা কি?

শাজাহান। মমতাজ!

মমতাজ। কিছু না পেলেই বা তোমার কি যায় আসে? এত বড় যোদ্ধা তুমি, সৈনিকবৃত্তি করতে পারবে না? আমার এক লাখ টাকার গহনা আছে, এও ত সব তোমারই। একটা খানসামা দশ রূপেয়া তনখা পেয়ে যদি ছাপোনা নিয়ে সংসার চালাতে পারে, তুমি পারবে না সৈনিকবৃত্তি করে আমাদের ভরণ পোষণ করতে?

শাজাহান। পারব মমতাজ। মানুষের কতটুকু প্রয়োজন? সবাই ত সুবেদার হয়ে জন্মায় নি, সবাই ত বাদশাজাদা হয়ে আসে নি। বাবুর্চি খানসামা মুন্সী মৌলবীরা যদি নামমাত্র উপার্জ্জনে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করতে পারে, আমরা কেন পারব না?

মমতাজ। একা না পার, আমি ত আছি। আমি জামা সেলাই করতে জানি, ছেলেমেয়ে পড়াতে জানি; আমি তোমাকে সাহায্য করব। জমিতে ফসল ফলাব, দরকার হয় ধান ভানব। শাড়ী গহনা বাবুর্চি খানসামা কখনও চাইব না। চাই না আমি সুবেদারের

বিবি হতে। শুধু চাই, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ করো না। যা করেছ করেছ, অমন অধর্ম্ম আর যেন করো না। মনে রেখো, ঘাটে পথে শ্বশুর পাওয়া যায়, কিন্তু ভাই পাওয়া যায় না।

[প্রস্থান।

আসফ। এই অসভ্য মেয়েটাকে আমি—

শাজাহান। হুঁশিয়ার উজির সাহেব, এ বাদশার কুলবধূ।

আসফ। তা ত বটেই, তা ত বটেই। কিন্তু তুমি আর বিলম্ব করলে দিল্লীর মসনদ হয় ত—

শাজাহান। দিল্লীর মসনদ!

আসফ। হ্যাঁ শাজাহান। দিল্লীর মসনদ তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

শাজাহান। কই না। আমাকে ডাকবে কেন? আমার উপরে ভাই পরভেজ আছে।

আসফ। পরভেজ মসনদের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শাজাহান। সে বিচার সম্রাটই করবেন, আপনার মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই।

আসফ। তুমি কি বলছ শাজাহান? মাথাব্যথা আমার হবে না ত হবে কার? তোমাকে আমি কন্যাদান করেছি।

শাজাহান। এই আশা করে নিশ্চয়ই দান করেন নি যে সে দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হবে।

আসফ। তা আশা করেছি বই কি? না করব কেন? শাহজাদাদের মধ্যে জ্ঞানে গুণে শক্তি সামর্থ্যে তুমিই ত শ্রেষ্ঠ।

শাজাহান। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ত নই।

আসফ। তুমি যে আমায় অবাক করলে শাজাহান।

শাজাহান। আপনার কথা শুনে আমিও অবাক হয়ে যাচ্ছি উজির সাহেব। সম্রাট হবার কল্পনা আমি ত কখনও করি নি।

আসফ। তোমার যে এমন মতিগতি হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

শাজাহান। এখন ভাবুন। মসনদের দিকে আমি হাত বাড়াতে চাইলেও আপনার কন্যা আমার হাত চেপে ধরবে।

আসফ। সে নির্ব্বোধ বলে তুমি ত নির্ব্বোধ হতে পার না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, খোদাতালা তোমায় হাত ধরে দিল্লীর মসনদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যে ছিল, সে তোমার পথ থেকে সরে গেছে। বাকি আছে নির্ব্বোধ পরভেজ, আর মেরুদণ্ডহীন জড়পিণ্ড শারিয়ার।

শাজাহান। আপনি আছেন, মহাব্বৎ খাঁ আছেন, আমি আছি। সম্রাট যেই হোক, তার ভয় কি?

আসফ। জীবনটা কাব্য নয় শাজাহান, কঠিন বাস্তব। যে সুযোগ তোমার নসীব তোমায় এনে দিয়েছে; তুমি যদি তা দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ না কর, তাহলে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে তোমায় গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাতেও রেহাই পাবে কি না জানি না। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি—পরভেজ শারিয়ারকে সহ্য করতে পারে, কিন্তু তোমাকে সহ্য করবে না।

শাজাহান। যান উজির সাহেব। আমাকে বৃথা উত্তেজিত করবেন না। আমি বুঝতে পাচ্ছি, আমার অন্তরের মধ্যে একটা হিংস্র শ্বাপদ ঘুমিয়ে রয়েছে; একবার সে জেগে উঠে হতভাগ্য খসরুর কলিজার রক্ত পান করেছে; সেদিনও আপনিই তাকে ঢাক ঢোল বাজিয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন। আজ মনে হচ্ছে, লঘু পাপে

আমি তার গুরুদণ্ড দিয়েছি। এতটুকু সহিষ্ণুতা যার নেই, তার সম্রাট হওয়া চলে না।

আসফ। তুমি তাহলে দিল্লী যাবে না?

শাজাহান। পিতার হুকুম নেই। এখান থেকেই আমায় কান্দাহারের বিদ্রোহ দমন করতে রওনা হতে হবে।

আসফ। বল কি শাজাহান? সম্রাট অসুস্থ, আর তুমি তাকে ফেলে এতদূরে চলে যাবে?

শাজাহান। উপায় নেই। পিতার আদেশ অমান্য করে একবার আমি ঠকেছি, আর ঠকতে পারব না উজির সাহেব।

আসফ। পিতা! কে তোমার পিতা? তোমার মা প্রাতঃস্মরণীয় মানবাঈয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পিতা কবরে গেছেন। আজ সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের মালেক আমার ভগ্নী নূরজাহান। তার কথায় তুমি কান্দাহারে চলে যাবে?

শাজাহান। নির্দ্দেশ যারই হোক, স্বাক্ষর আমার পিতার। এতবড় গুরুতর অপরাধেও যাঁর কাছে আমি পেয়েছি ক্ষমা, তাঁর ফরমান আমি খোদাতালার নির্দ্দেশ বলেই গ্রহণ করব।

আসফ। ক্ষমা কি সত্যিই তিনি করেছেন শাজাহান? তা যদি হত, তাহলে তোমার দুটো ছেলে রাজদরবারে তোমার "জামীন" হয়ে থাকত না।

শাজাহান। আপনিও বলছেন জামীন? পুত্রের বিদ্রোহের জন্য পিতা তার পৌত্রদের জামীন রাখবেন, এও কি সম্ভব?

আসফ। নারীর রাজত্বে আর শিশুর রাজত্বে সবই সম্ভব শাজাহান। কেন তুমি অবুঝ হচ্ছ? এ স্বার্থের কথা নয়। পরভেজ

যদি দিল্লীর মসনদ অধিকার করে, তাহলে মোগল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ছড়িয়ে পড়বে। সে বিলাসী, মদ্যপায়ী, বুদ্ধিহীন।

শাজাহান। আমার যেটুকু বুদ্ধি আছে, তাই দিয়ে তাকে রক্ষা করব।

আসফ। তোমাকে রক্ষা করবে কে?

শাজাহান। আমার ভাই। আমি যদি তার জন্য গলা জলে নামি, সে কি আমার জন্য হাঁটু জলে নামবে না?

আসফ। না।

শাজাহান। না নামে, আমি স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।

আসফ। তোমার নসীবে তাই আছে। আমি কি করব? আমি চেয়েছিলাম তোমাকে বেহেস্তে তুলে দিতে। আমার নির্ব্বোধ মেয়েটা তোমাকে দুহাত ধরে টেনে দোজাকে নামিয়ে দিতে চায়। তোমার কর্ম্মফল যদি তোমাকে দুঃখের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, তখন যেন আমাকে দোষারোপ করো না।

[প্রস্থান।

শাজাহান। দীর্ঘজীবী হোক পরভেজ, চিরজীবী হোক শারিয়ার, তাদের পথের কাঁটা আমি দুহাত দিয়ে সরিয়ে নেব। ছাউনী তোল, ছাউনী তোল সৈন্যগণ। আমেদনগরের পর মেবার, মেবারের পর কান্দাহার, তারপর বাংলা না বিজাপুর, বিহার না মূলতান কে জানে? ছেলে দুটো বোধহয় দিল্লীর হারেমে বসে পিতামাতাকে দেখবে বলে দিন গুণছে। হয়ত ভাবছে, পিতা কি নিষ্ঠুর! ওরে, না রে, এ নিষ্ঠুরতা নয়। এ আমার অদৃষ্টের পরিহাস।

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। সেলাম ভাইসাহেব।

শাজাহান। কে? ভাই শারিয়ার? তুমিও আমার সঙ্গে যাবে না কি?

শারিয়ার। কোথায়?

শাজাহান। কান্দাহারে।

শারিয়ার। কেন? দিল্লীতে ত যথেষ্ট কবরের জায়গা আছে। তবে কান্দাহারে মরতে যাব কেন?

শাজাহান। মরবে কেন শারিয়ার? তুমি দীর্ঘজীবী হও। মরবার জন্যে আমিই ত আছি।

শারিয়ার। তোমারই বা এত মরবার শখ হয় কেন? যেখানে বিদ্রোহ হবে, সেখানেই তোমাকে ছুটে যেতে হবে? কেন?

শাজাহান। পিতার আদেশ অমান্য করব?

শারিয়ার। আলবাৎ করবে। পিতা তাঁর পিতার আদেশ হাজার-বার অমান্য করেছেন, তোমার কাছেই বা তিনি পিতৃভক্তি আশা করবেন কেন? বিদ্রোহ দমনের ফর্ম্মান এলে তুমি মাথায় ছুঁইয়ে বলবে,—আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি যাব না।

শাজাহান। একবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে কসুর করেছি, আর আমি তা করব না শারিয়ার।

শারিয়ার। কিচ্ছু কসুর কর নি তুমি ভাইসাহেব। বিদ্রোহ না করে তুমি যাবে কোথায়? পিতা তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁর বুক ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তুমি তাঁর বিরুদ্ধে ছুরি শানাবে, এ যে বিধাতার নিজের হাতে ছককাটা। কোন কাজ বৃথা যায় না

ভাইসাহেব। তোমার ছেলে ওই ঔরংজেব বাবাজীবন হয়ত তোমাকে একদিন হাত-পা বেঁধে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখবে।

শাজাহান। শারিয়ার!

শারিয়ার। মৎ ঘাবড়াও ভাইজান। এইসাই দুনিয়ার হাল। বিদ্রোহ যখন একবার করেই ফেলেছ, তখন ত তোমার হয়েই গেছে। যাঁহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন। তুমি কান্দাহার যেও না। সোজা দিল্লী চলে যাও।

শাজাহান। তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ।

শারিয়ার। তুমি নিতান্ত মেয়েমানুষ। পিতা কবরের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন, কখন যে তাঁর ঘড়ির কাঁটা থেমে যাবে, তার ঠিক নেই। তুমি তখন থাকবে কান্দাহারে, আর মহাব্বৎ খাঁ পরভেজকে আর নূরজাহান তার জামাইকে একসঙ্গে মসনদে বসিয়ে দেবে। ঠেলাঠেলি মারামারি রক্তারক্তিতে মোগল সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। তখন কি হবে?

শাজাহান। কি আর হবে? তুমি বড় ভাইকে মসনদ ছেড়ে দিয়ে নেমে যেতে পারবে না?

শারিয়ার। আমি নামতে চাইলেও পাতশা বেগম আমায় কাণ ধরে বসিয়ে রাখবেন।

শাজাহান। ভালই ত। বাদশা হতে তোমার সাধ হয় না?

শারিয়ার। না।

শাজাহান। কেন?

শারিয়ার। কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ কি ভাল? পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙবে। বোঝ না কেন?

শাজাহান। বেশ ত, যার প্রাপ্য, সিংহাসনে সেই বসবে।

শারিয়ার। ওইখানেই ত যত গোলমাল। মহাব্বৎ খাঁ যত চেষ্টাই করুন, ভাই পরভেজকে মসনদে বসাতে তিনি কিছুতেই পারবেন না। মাঝখান থেকে বেচারীর প্রাণান্ত হবে। তারপর সম্রাজ্ঞী নূর-জাহান আমাকে চ্যাংদোলা করে মসনদে বসিয়ে দেবেন।

শাজাহান। বসিয়ে দেন বসবে।

শারিয়ার। আমার তাতে বিশেষ আপত্তি আছে। আমাকে মসনদে বসিয়ে এই ভয়ঙ্করী ভদ্রমহিলা রাজ্যটাকে নিয়ে আরও ত্রিশ বছর পুতুলের মত নাচাবে, আর আমি ঠুঁঠো জগন্নাথের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকব, সে আমার সইবে না। এই মহিলাটি কখনও বুড়ীও হবে না, কবরেও যাবে না। কাউকে বলো না ভাই-সাহেব, পিতার অবস্থা দেখে বাদশাহীর কথা ভাবলেই আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসে।

শাজাহান। সে কথা সম্রাজ্ঞীকে জানিয়ে দিলেই ত পার।

শারিয়ার। ওরে বাপরে, তাহলে হয়ত আমাকে জ্যান্ত কবর দেবে। তাই গোপনে তোমার কাছে এসেছি ভাইজান। তুমি যদি আমার উপকার না কর, তাহলে আমার হয়ে গেল।

শাজাহান। কি উপকার করব?

শারিয়ার। আমার মুখ চেয়ে পিতার পরে মেহেরবানি করে তুমিই সম্রাট হও।

শাজাহান। সে চেষ্টা করলে আমারও ত প্রাণান্ত হতে পারে।

শারিয়ার। পারে, কিন্তু হবে না। তুমি জান না, কিন্তু আমরা জানি, সে যেমন বুনো ওল, তুমি তেমনি বাঘা তেঁতুল। চল ভাই-সাহেব, দিল্লী চল।

শাজাহান। যাব শারিয়ার, কান্দাহার থেকে এসেই দিল্লীতে যাব।

শারিয়ার। আরে দূর কান্দাহার। কেন যাবে তুমি সেখানে?

শাজাহান। কান্দাহারের সুবেদার বিদ্রোহ করেছে।

শারিয়ার। কিছুই করে নি। সব বাজে কথা। কান্দাহারে গিয়েই তুমি দেখবে বিদ্রোহের চিহ্নও নেই। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর হুকুম পাবে—যাও বাংলায়, বাংলায় যেতে না যেতেই খবর পাবে—ছোট আফগানিস্থানে।

শাজাহান। তুমি বল কি শারিয়ার? কান্দাহারের সুবেদার বিদ্রোহ করে নি?

শারিয়ার। করতে পারে। তবে আমি আসবার আগে দেখে এলাম, সুবেদার সাহেব সম্রাজ্ঞীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেতে হয় যাও। তবে মনে রেখো, কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

শাজাহান। দাঁড়াও শারিয়ার। কাছে এস, মুখখানা একবার ভাল করে দেখি। অকর্ম্মণ্য অপদার্থ বলে চিরদিন যাকে অবহেলা করেছি, তার মধ্যে যে এমন একটা মানুষ লুকিয়ে আছে, তা ত কখনও বুঝতে পারি নি। তোমার কথাই আমি শুনব শারিয়ার। যাব না আমি কান্দাহার; দেখি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আমাকে ফাঁসী দেন, না জ্যান্ত কবর দেন।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। খোদা, গরীবের উপর মুখ তুলে চাও; এই ভয়ঙ্করী নারীকে তুমি ডেকে নাও খোদা, দেশটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

দারার প্রবেশ।

দারা। নিরিবিলিতে বসে দুটো কথা যে বলব, সে উপায় নেই। অমনি ওর নমাজের সময় হয়ে যায়। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়তে ভালও ত লাগে। আমার ত একবার নমাজ আদায় করতে পিঠ ব্যথা হয়ে যায়। তার চেয়ে ছোট চাচার কাছে বসে উপনিষদের কথা শুনতে বেশ ভাল লাগে।

মৈনাকের প্রবেশ।

মৈনাক। এই যে শাহজাদা। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

দারা। তুমি ত যাকে দেখ, তার কথাই ভাব। কি খবর এনেছ বল।

মৈনাক। না, খবর আব কি? তোমার শরীরটা ত বড় খারাপ দেখাচ্ছে। অসুখ-টসুখ করে নি ত?

দারা। কই না ত।

মৈনাক। করেছে; তুমি বুঝতে পাচ্ছ না। আহা, অসুখ করবে না? এতদিন বাপ-মাকে ছেড়ে থাকা, একি ছেলেমানুষের সহ্য হয়?

দারা। আমার ত হয়।

মৈনাক। তুমি বললেই হবে? আমাদের চোখ নেই? আর সম্রাটেরই বা এ কি জুলুম? বিদ্রোহ করেছে তার ছেলে, তাই বলে নাতীদের জামীন রাখতে হবে?

দারা। জামীন কে বললে? দাহুসাহেব স্নেহের বশে আমাদের কাছে রেখেছেন।

মৈনাক। তা ত বটেই। নাতী বলে কথা। এমন স্নেহের বস্তু কি আর আছে? থেকে যাও দাদা, দাহুর কাছেই থেকে যাও। বাপ-মার সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা না হয়, নাই বা হল।

দারা। দেখা হবে না কেন? পিতা মেবার জয় করে ফিরে আসছেন; হু একদিনের মধ্যেই দিল্লীতে পৌঁছে যাবেন।

মৈনাক। তবে যে শুনছি, তাঁকে ধুলো পায়ে কান্দাহারে চলে যেতে হচ্ছে।

দারা। কে বলেছে?

মৈনাক। হুষ্টু লোকে বলে। সম্রাট না কি তার এই বিদ্রোহী ছেলেটিকে দিল্লীর প্রাসাদে আর ঢুকতেই দেবেন না।

দারা। তুমি মিথ্যাবাদী।

মৈনাক। এইজন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি ভায়া। কিছুতেই তোমার রক্ত গরম হয় না। আর কেউ হলে কবে দাহুর শরবতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিত।

দারা। খবরদার শয়তান।

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। কি হল দাদা? বিনা মেঘে ঝড় উঠল কেন?

মৈনাক। এস ভাই, এস। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

ঔরংজেব। কি ভাবছিলে?

মৈনাক। এ কি অন্যায় কথা? পিতা করবে বিদ্রোহ, আর পুত্ররা হবে তার জামীন?

দারা। আবার জামীন?

ঔরংজেব। তুমি চটছ কেন দাদা? একথা সবাই জানে, পিতা আমাদের বাদশার দরবারে জামীন রেখে গেছেন। আবার যদি তিনি বিদ্রোহ করেন, তাহলে বুড়ো বাদশার হাতে আমাদেরই মাথা যাবে। বিদ্রোহও তিনি করবেনই, আমাদের মাথাও যাবেই যাবে।

মৈনাক। সবাই তাই বলছে।

দারা। তারা মিথ্যাবাদী।

মৈনাক। আমিও ত তাই বলছি। একবার যখন তিনি পিতার বশ্যতা স্বীকার করেছেন, তখন আর বিদ্রোহ করবেন না।

ঔরংজেব। করে বসে আছেন।

মৈনাক। তা করতেও পারেন। এই যে দিল্লীর কাছে এসে তাঁকে ধুলোপায়ে কান্দাহারে চলে যেতে হচ্ছে, এ কি তিনি বরদাস্ত্ করবেন?

দারা। আলবাৎ করবেন। সুবেদার বিদ্রোহ করলে শাহজাদা তাকে দমন করতে যাবেন না?

মৈনাক। একশোবার যাবেন।

ঔরংজেব। আমি বলছি, পিতা আজই দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হবেন।

মৈনাক। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

ঔরংজেব। তুমি একটি জানোয়ার।

মৈনাক। জানোয়ার হলেও তোমার দুঃখ আমি বুঝি ভাই। আহা-হা, এতটুকু ছেলে—কতদিন বাপমার সঙ্গে দেখা নেই। এ দুঃখ কি রাখবার জায়গা আছে?

ঔরংজেব। কিসের দুঃখ? যে পিতা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য শিশু সন্তানদের জল্লাদের কাছে জামীন রেখে নিজের মাথা বাঁচিয়ে চলে

যেতে পারে, যে মা বন্দী সন্তানদের ফেলে স্বামীর পিছে পিছে ছুটে যায়, তারা বাঁচুক কি মরুক, আমার তাতে কিছুই যায় আসে না।

মৈনাক। তা একথা তুমি বলতে পার। তবে পিতা বলে কথা—

ঔরংজেব। পিতা কবরে যাবেন কবে, সেই কথাটা বল।

দারা। ছি ঔরংজেব। অমন স্নেহময় পিতার মৃত্যু কামনা কচ্ছ তুমি? তোমার মুখ দেখাও মহাপাপ।

ঔরংজেব। দেখো না তুমি মুখ। একবার নমাজ পড়তে তোমার শিরদাঁড়া টনটন করে, অথচ ছোট চাচার কাছে অষ্টপ্রহর উপনিষদ শুনতে তোমার ক্লান্তি নেই। তোমার মত কাফেরের ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়।

দারা। এত বাড় ভাল নয় ঔরংজেব। মনে রেখো, কত বড় মহান্ পিতার সন্তান তুমি।

ঔরংজেব। মহান্ পিতার গুণগান যত পার তুমি করো ভাইজান। শিশু সন্তানদের মাথার বিনিময়ে যে নিজের প্রাণ রক্ষা করে পালিয়ে যায়, তাকে পিতা না বলে জল্লাদ বললেও অন্যায় হয় না।

মৈনাক। তা তুমি একথা—

ঔরংজেব। থামো। রাজারাজড়ার কথায় একটা পথের কুকুরের মাথা গলাবার দরকার নেই। [প্রস্থান।

মৈনাক। তোমার ভাইয়ের কথা শুনলে শাহজাদা?

দারা। শুনেছি মিঞা।

মৈনাক। তোমার রাগ হচ্ছে না? ছোট ভাই হয়ে তোমাকে বলে কি না ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়।

দারা' ছোট ভাইয়েরা অমন বলে।

মৈনাক। তা বলে বই কি? তবে পিতাকে যে জল্লাদ বলে আর কেউ হলে তাকে—

দারা। খুন করত! আর একটু বড় হতে দাও; খুন আমিও করব, তবে ভাইকে নয়; যে তার গায়ে কাঁটার আঁচড় দেবে—তাকে।

[প্রস্থান।

মৈনাক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির! আচ্ছা, দেখা যাবে কত তোমাদের ভ্রাতৃপ্রেম। খসরুর কবরে আমি মাটি দিয়েছি, তোমার কবরে—

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। কবরে কি?

মৈনাক। আজ্ঞে শাহজাদাকে বলছিলাম কবরে গিয়েও আমি জঁাহাপনার দোয়ার কথা ভুলব না। বাপ-মাকে হারিয়ে অনাহারে, অনিদ্রায় পথে পথে যখন হা-অন্ন হা-অন্ন করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আপনিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নইলে কোথায় থাকত আজ এই মীর মুন্সী!

জাহাঙ্গীর। যেতে দাও মিঞা, ও কথা যেতে দাও। কার আশ্রয়, কে দিতে পারে? খোদাতালার সরাইখানায় তুমি আমি সবাই মুসাফির। যাক যাক, কি খবর এনেছ বল।

মৈনাক। আজ্ঞে, সিপাহশালার মহাব্বৎ খাঁ দিল্লীতে এসেছেন।

জাহাঙ্গীর। কেন? তার ত এখন আসবার কথা নয়।

মৈনাক। আজ্ঞে, আপনি না কি তাঁকে তলব দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর। আমি তলব দিয়েছি? কে বললে?

মৈনাক। তিনিই বললেন।

জাহাঙ্গীর। ক্ষেপেছ? তিনি একথা বলতে পারেন?

মৈনাক। তাহলে বলেন নি। তবে তাঁর মুখ দেখলুম অত্যন্ত গম্ভীর, আর চোখ দুটো দেখলুম জবাফুলের মত লাল। আমার মনে হয়, আপনি তাকে ভয়ানক অপমান করেছেন।

জাহাঙ্গীর। কখন অপমান করেছি উল্লুক? আমি অপমান করেছি, আর আমি জানি না?

মৈনাক। হেঃ-হেঃ—

জাহাঙ্গীর। হেঃ-হেঃ কি রকম?

মৈনাক। কথা হচ্ছে, আজকাল আপনি অনেক কাজ করেন, যা জানেন না।

জাহাঙ্গীর। আমি তোকে কোতল করব।

মৈনাক। পাতশা বেগমের যদি মর্জি হয়—

জাহাঙ্গীর। পাতশা বেগম কি করবে বেয়াদব? সম্রাট আমি, পাতশা বেগমের আমি কি ধার ধারি? আমি হুকুম করব, আর সম্রাজ্ঞী সে হুকুম তামিল করবে।

মৈনাক। কথাটা তাঁকে বলব জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। না—না, বলতে হবে না। তুই এখনি মহাব্বৎ খাঁকে সেলাম দে।

মৈনাক। একটু সাবধানে থাকবেন জাঁহাপনা। খাঁ সাহেব আসলে রাজপুত কি না, আবার যদি আপনি তাকে অপমান করেন—হয়ত আপনার কাঁধের উপর তরবারি বসিয়ে দেবে। আপনার যদি কিছু হয়, সোনার ভারত অন্ধকার হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

দারার প্রবেশ।

দারা। দাদু সাহেব,—

জাহাঙ্গীর। কি হে বড় মিঞা, দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এস, ছুটো রসালাপ করি। এই দেখ, চোখ ছুটো ছলছল কচ্ছে। কেন গো? তোমার ত বেগম নেই, কার জন্তে মন খারাপ হবে?

দারা। দাছ সাহেব, আমার একটা কথা আছে।

জাহাঙ্গীর। একটা কথা কি? লাখ কথা বলব; আর একটু বড় হও। বাজনা বাজবে, বাজী পুড়বে, লাখো লাখো সৈন্তসামন্ত পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ কুর্নিশ করবে। তারই মধ্য দিয়ে শাহজাদা দারা পরীর মত বউ নিয়ে চতুর্দ্দোলায় প্রাসাদে প্রবেশ করবে। দেখে যেতে পারব না? পারতেই হবে। তোদের সাদি না দেখে আমি মরব না। কি হল? মুখে তবু হাসি ফুটল না?

দারা। দাছ সাহেব, আমরা কি বন্দী?

জাহাঙ্গীর। বন্দী বই কি ভাই? আমার স্নেহের ছুর্গে বন্দী।

দারা। এরা কি বলছে জান? পিতা যাতে আবার বিদ্রোহ করতে না পারেন, সে জন্য তুমি না কি আমাদের ছু ভাইকে জামীন রেখেছ?

জাহাঙ্গীর। ওবে না রে; ওরে, না। তোদের না দেখে আমার যে দিন কাটে না; তাই তোদেব আমি কাছে কাছে রেখেছি। বাপ-মার জন্যে মনটা কাঁদছে বুঝি? কোন ভয় নেই। শাজাহান মেবার জয় করে ফিরে আসছে, হয়ত আজই প্রাসাদে পৌঁছে যাবে।

দারা। তবে না কি তুমি তাকে পথ থেকেই কান্দাহার যেতে হুকুম দিয়েছ?

জাহাঙ্গীর। কান্দাহার যেতে হুকুম দিয়েছি! সে কি কথা?

এত বড় একটা জয় করে এল, আর দিল্লী নগরী তাকে নিয়ে উৎসব করবে না? ছেলে দুটোকে একবার চোখের দেখা দেখবে না? আমি কি পাগল যে তাকে বিশ্রাম না করেই কান্দাহার যেতে হুকুম করব?

দারা। সম্রাজ্ঞী হয়ত তোমায় বলেছে—

জাহাঙ্গীর। আরে দূর সম্রাজ্ঞী। আমি সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের মালেক। সম্রাজ্ঞী ফম্রাজ্ঞী আমি মানি না।

দারা। এত বড় কথা বলছ তুমি? আমি তাঁকে গিয়ে বলছি—

জাহাঙ্গীর। বলবে আবার কি? একথা সবাই জানে যে সম্রাট হচ্ছে জাহাঙ্গীর; সে যদি বলে সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, তাহলে তার সাধ্য নেই যে পূব দিকে ওঠে।

দারা। লোকে কিন্তু বলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্রাটকে উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

জাহাঙ্গীর। তুমি মিঞা ভয়ঙ্কর খারাপ লোক। তোমাদের সম্রাজ্ঞীকে আমি—

নূরজাহানের প্রবেশ।

নূরজাহান। সম্রাজ্ঞীকে কি জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। বলছি সম্রাজ্ঞীকে আমি কলিজার চেয়েও ভালবাসি।

নূরজাহান। যাও দারা, শাহরিয়ার তোমার অপেক্ষায় বসে আছে।

দারা। বহুৎ আচ্ছা। সেলাম, সেলাম।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। এরা কি বলছে নূরজাহান? দারা আর ঔরংজেবকে আমরা শাজাহানের জামীন হিসেবে হারেমে আবদ্ধ করে রেখেছি?

নূরজাহান। ছিঃ-ছিঃ, নাতীরা দাদু সাহেবের কাছে আছে, তাতে জামীনের প্রশ্ন আসছে কি করে? কিসেরই বা জামীন? ভুল মানুষেই করে, শাজাহানও করেছিল। তুমিও ত তোমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে। তিনি যখন তোমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন, তখন তুমিই বা তোমার পুত্রকে গ্রহণ করবে না কেন?

জাহাঙ্গীর। কিন্তু এতবড় একটা বিদ্রোহ দমন করে সে আসছে, তবু নগরে আলোকসজ্জা হয় নি কেন? উৎসবানন্দের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না যে?

নূরজাহান। আমিই তা হতে দিই নি জাঁহাপনা। যেবার জয় করে বিজয়ী পুত্র যশের মুকুট পরে দিল্লীর পথে ফিরে এসেছে, দশ দিন দিল্লীর চোখে ঘুম থাকবে না, দীপালোকে সমগ্র নগরী উদ্ভাসিত হবে, এ যে আমার বহুদিনের সাধ। কি করব বল? হেকিমরা বলেছে, এমন কিছুই যেন আমরা না করি, যাতে আনন্দের আতিশয্যে তোমার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। অন্যায় করেছি জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। না—না, তুমি কি অন্যায় করতে পার? আমার জন্যে তোমার যখন এতই ভাবনা, থাক তবে উৎসব। কিন্তু শাজাহান কেন এখনও আসছে না? আমি যে তার পথ চেয়ে বসে আছি। কবে আসবে আমার খুরম?

নূরজাহান। কি করে আসবে জাঁহাপনা? সে যে কান্দাহারের পথে যাত্রা করেছে।

জাহাঙ্গীর। কেন? কেন?

নূরজাহান। শোন নি কান্দাহার বিদ্রোহ করেছে?

জাহাঙ্গীর। কবে বিদ্রোহ করলে? করেই যদি থাকে; যত

বিদ্রোহ দমন করতে কি শাজাহানকেই যেতে হবে? পরভেজ যেতে পারলে না?

নূরজাহান। বিদ্রোহ দমন করা পরভেজের কাজ নয়। শরাবের পাত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ চলে না জঁাহাপনা।

জাহাঙ্গীর। শারিয়ারকে পাঠালে না কেন? সে ত আর শরাব ছোঁয় না।

নূরজাহান। শারিয়ার উপনিষদ্ বোঝে, যুদ্ধ বোঝে না। তাই শাজাহানকেই যেতে হল।

জাহাঙ্গীর। চলে গেছে?

নূরজাহান। গেছে বই কি?

জাহাঙ্গীর। কে তাকে কান্দাহার যেতে হুকুম দিলে?

নূরজাহান। তুমিই দিয়েছ।

জাহাঙ্গীর। আমি! তুমি বুঝি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছ? ছেলে দুটো পথের দিকে চেয়ে বসে আছে, আমার চোখে ঘুম নেই, আর তুমি—

নূরজাহান। বেশ ত জঁাহাপনা। আমি বুদ্ধিহীনা নারী, বাঁদীর যদি কসুর হয়ে থাকে, তুমি ইচ্ছে করলেই সংশোধন করতে পার। ছেলের চেয়ে বেগম ত আর বড় হতে পারে না। ভয় নেই, আমি তাকে ফেরাবার ব্যবস্থা কচ্ছি। মৈনাক—

জাহাঙ্গীর। থাক থাক। হাকিম নড়ে নড়ুক, তবু হুকুম যেন নড়ে না। কিছু মনে করো না মেহের। কবরের দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছি, মনটা ততই স্নেহাতুর হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে পুত্র পৌত্রেরা আমার চারদিকে এসে ভীড় করে দাঁড়াক। খসরু অকালে কবরে গেছে, আর যেন কেউ হারিয়ে না যায়। সবার প্রসন্ন হাসি দেখতে

দেখতে আমি যেন বিদায় নিতে পারি। দুর্বল মুহূর্তে আমার সেই দুরন্ত ছেলের জন্যে যদি আমার নিঃশ্বাস পড়ে, তুমি গোঁসা করো না বেগম।

মহাব্বৎ খাঁর প্রবেশ।

মহাব্বৎ। বান্দার সেলাম পৌঁছে জাঁহাপনা। অকস্মাৎ আমায় তলব দিয়েছেন কেন?

জাহাঙ্গীর। তলব! কে তলব দিয়েছে?

নূরজাহান। সম্রাট নিজেই দিয়েছেন।

মহাব্বৎ। হুকুমনামাটা অবশ্য সম্রাজ্ঞীর লেখা। ও আমি আগেই জানি। বলুন সম্রাট, রাজ্যের কোথায় কি অঘটন ঘটেছে, যে বাংলা থেকে জোর কদমে মহাব্বৎ খাঁকে ফিরে আসতে হল।

জাহাঙ্গীর। না, অঘটন ত তেমন কিছু—তবে অনেকদিন তোমাকে দেখিনি—যদি তলব দিয়েই থাকি, সে জন্যে তুমি অত গোঁসা কচ্ছ কেন?

মহাব্বৎ। আপনি ত জানেন সম্রাট, প্রভুর চেয়ে প্রভুর কাজ আমি বেশী ভালবাসি। যদি শুধু চোখের দেখা দেখবার জন্যেই আমায় আহ্বান করে থাকেন, তাহলে অনুমতি করুন; আমি এখনি ফিরে যাব।

জাহাঙ্গীর। আরে, তুমি বিশ্রাম কর না।

মহাব্বৎ। মহাব্বৎ খাঁ বিশ্রাম জানে না জাঁহাপনা। সেলাম।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

নূরজাহান। মহাব্বৎ খাঁ, বাংলা আর বিহারে বিদ্রোহ দমন করে অসংখ্য হাতীঘোড়া আর রাজ-ভাণ্ডারের প্রচুর অর্থ আপনি হস্তগত করেছিলেন। এ কথা সত্য?

মহাব্বৎ। সত্য। সে সবই আমি দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

নূরজাহান। কিন্তু তার হিসেব ত পাঠান নি।

মহাব্বৎ। মহাব্বৎ খাঁ সরকারী অর্থ স্পর্শ করে না, হিসেবও দেয় না।

নূরজাহান। এবার হিসেব দিতে হবে মহাব্বৎ খাঁ।

মহাব্বৎ। কার কাছে?

নূরজাহান। আমার কাছে।

মহাব্বৎ। আপনার কাছে হিসেব দেবে খানসামা বাবুর্চি আর তহশিলদারের দল, মহাব্বৎ খাঁ যার তার কাছে হিসেব দেয় না।

নূরজাহান। মহাব্বৎ খাঁ!

মহাব্বৎ। চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ সেই বেগম সাহেবা। সম্রাট যদি চান, হিসেব অবশ্যই দেব, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নকরি ছেড়ে চলে যাব। তাই বলে আপনার কাছে আমি কোন কৈফিয়ৎ দেব না।

জাহাঙ্গীর। এ তোমার অন্যায় কথা মহাব্বৎ। আদায় ওয়াশিলের ব্যাপার, হিসেব দিতে হবে বই কি?

মহাব্বৎ। দেব জাঁহাপনা। কখন দেখতে চান বলুন।

জাহাঙ্গীর। আমি নাই বা দেখলাম। বেগম সাহেবার কাছে—

মহাব্বৎ। না। আমার মনিব আপনি, বেগম সাহেবা নন।

জাহাঙ্গীর। কি বলছ তুমি মহাব্বৎ খাঁ? তুমি কি উন্মাদ হয়েছ?

মহাব্বৎ। চিরদিনই আমি উন্মাদ জাঁহাপনা। অনধিকারীর প্রভুত্ব আমি কোনদিন সহ্য করি নি, আজও করব না। এইজন্যই একদিন এই উন্মাদ রাজপুত স্বধর্ম্ম স্বজাতি ত্যাগ করে ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল, গ্রহণ করেছিল মোগলশাহীর দাসত্ব।

এখানেও দেখছি সেই একই দৃশ্য! সেই নারীর প্রভুত্ব! ভাবতে বুক ফেটে যায়, কলিজার পাঁজর দিয়ে যে সাম্রাজ্য আমরা গড়ে তুলেছিলাম, সে আজ এক নারীর খেলাঘর! সম্রাট কি আপনি না পাতশা বেগম নূরজাহান?

নূরজাহান। হুঁশিয়ার মহাব্বৎ খাঁ।

জাহাঙ্গীর। আমি তোমাকে সৈন্যচালনার অধিকার দিয়েছি, তাই বলে বেগম সাহেবার সমালোচনার অধিকার দিই নি।

মহাব্বৎ। সমালোচনা করতে আমারই কি ভাল লাগে জঁাহাপনা? আপনার এই নিষ্ক্রিয় শক্তিহীন অবস্থা আমায় পাগল করে তুলেছে। উঠুন জঁাহাপনা। আপনি ত পুত্তলিকা নন, জলজ্যান্ত মানুষ। আপনি মহামতি আকবর শা'র যোগ্য সন্তান সেলিম জাহাঙ্গীর। হলদিঘাটে আপনার যে মূর্ত্তি দেখেছিলাম, কোথায় হারিয়ে ফেললেন সে তেজস্বী মূর্ত্তি? রূপের মোহ আপনাকে ষোল বছর আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আজ জীবনের সায়াহ্নে যাবার আগে একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত দীপ্ত তেজে জ্বলে উঠুন। আমরা দেখে নিশ্চিন্ত হই যে সিংহ শাবক সিংহ ছাড়া আর কিছু নয়।

নূরজাহান। আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব রাজদ্রোহি।

মহাব্বৎ। রাজদ্রোহী যদি আমি হই, সে আপনারই জন্য বেগম সাহেবা। আর শুনে রাখুন, মহাব্বৎ খাঁকে কারারুদ্ধ করতে পারে, এমন আদমী আজও জন্মায় নি। আপনি ত একটা তুচ্ছ নারী।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। স্থাণুর মত বসে আমার অসম্মান দেখলে সম্রাট? এই মুহূর্ত্তে যদি এই ধর্ম্মত্যাগী রাজপুতের মাথাটা নামিয়ে দিতে না পার, তাহলে নূরজাহান তোমার সাম্রাজ্যের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আগুন

ধরিয়ে দেবে। মনে রেখো, মাথা উঁচু করে সে তোমার প্রাসাদে এসেছে, মাথা উঁচু করেই একদিন কবরে যাবে।

জাহাঙ্গীর। গোঁসা করো না বেগম। চল আমি আদেশ দিচ্ছি, তোমাকে যে চোখ রাঙিয়েছে, তার মাথাটা আজই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। দুনিয়া একদিকে আর নূরজাহান একদিকে।

মৈনাকের প্রবেশ।

মৈনাক। জঁাহাপনা, শাহজাদা শাজাহান প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন।

নূরজাহান। প্রাসাদে প্রবেশ করেছে! সে কি কথা! সম্রাটের আদেশ তুমি কি তাকে জানাও নি?

মৈনাক। জানিয়েছি বই কি? তবু তিনি কান্দাহার না গিয়ে দিল্লীতে ফিরে এসেছেন। কই, শাহজাদারা কই? আমি তাদের সুখবর দিয়ে আসছি।

নূরজাহান। না। শাজাহান কোথায়? তাকে আমদরবারে তলব দাও। সম্রাট তাকে বুঝিয়ে দেবেন যে তাঁর হুকুম ছেলেখেলা নয়।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। সত্যি তুমি দেখলে শাহজাহান এসেছে? মুখখানা খুব গম্ভীর দেখলে বুঝি?

মৈনাক। ভয়ানক গম্ভীর।

জাহাঙ্গীর। তুমি ভুল দেখেছ। বিজয়ী পুত্র পিতার কাছে আসছে, তার মুখে আনন্দের ঢেউ খেলবে না?

মৈনাক। ভয়ানক ঢেউ খেলছে।

জাহাঙ্গীর। আমার কথা কিছু বললে?

মৈনাক। বললে,—পিতা কোথায়? তাঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।

জাহাঙ্গীর। কথা পরে হবে, তুমি তাকে ফিরে যেতে বল। নইলে হয়ত আজই তার মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। কার মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে পিতা?

জাহাঙ্গীর। একি ক্ষুরম! তুমি দিল্লীর রাজপ্রাসাদে!

নুরজাহানের প্রবেশ।

নুরজাহান। সম্রাটের ফরমান কি তুমি পাও নি?

শাজাহান। পেয়েছি।

নুরজাহান। তবে?

শাজাহান। তবে আবার কি?

নুরজাহান। তুমি কান্দাহার যাবে না?

শাজাহান। না।

জাহাঙ্গীর। তোমার শরীরটা ভাল নেই বুঝি? তবে না হয়—

শাজাহান। শরীর আমার ভালই আছে পিতা।

জাহাঙ্গীর। তুমি বললেই হবে? আমাদের কি চোখ নেই? তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে। এত বড় বিদ্রোহ দমন করে নিশ্চয়ই তোমার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। বিশ্রাম কর গে যাও।

শাজাহান। না পিতা, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নেই।

নুরজাহান। তবে আর বিলম্ব না করে এখনি কান্দাহার যাত্রা কর।

শাজাহান। কার হুকুমে?

নুরজাহান। সম্রাটের হুকুমে।

শাজাহান। এ হুকুম সম্রাটের নয়, আপনার।

নূরজাহান। তাই যদি হয়,—

শাজাহান। সে হুকুম আমার জন্য নয়।

জাহাঙ্গীর। যেতে দাও, যেতে দাও। তোমার মেজাজ ঠিক নেই খুরম্; কাকে কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছ না।

শাজাহান। বুঝতে আমি সবই পাচ্ছি পিতা। এর অর্থ কি? আমার পুত্রদের জামীন রেখেও কি আপনি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছেন না?

জাহাঙ্গীর। কে বলেছে তারা জামীন?

শাজাহান। আমি বলছি।

নূরজাহান। তুমি উন্মাদ।

শাজাহান। উন্মাদেরও কিছু মনুষ্যত্ব থাকে, আপনার তাও নেই। খোদাতালা আপনাকে বাঘিনী সৃষ্টি করতে গিয়ে মানুষ গড়ে ফেলেছেন। পিতা বুঝেও বুঝতে পাচ্ছেন না; কিন্তু আমি জানি, এ সাম্রাজ্য যদি ধ্বংস হয়ে যায়, আপনার জন্যই হবে।

নূরজাহান। আমার জন্য নয়, তোমার জন্য।

জাহাঙ্গীর। যাক যাক, তুমি কিছু মনে করো না বেগম। এ আমার মা-মরা ছেলে। ওর কথায় তুমি গোঁসা করো না। মনে কর, মেবারের দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহীদের দমন করে শাজাহান মোগল সম্রাজ্যের বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করে এসেছে। মেজাজটা ওর চিরদিনই কড়া, তা বলে অন্তরে কোন বিষ নেই। যাও শাজাহান, বিশ্রাম কর গে। কান্দাহারে না হয়—

শাজাহান। আমি জানতে চাই, এর কারণ কি পিতা? যেখানে যে কেউ বিদ্রোহ করবে, তা দমন করতে কি আমাকেই যেতে হবে?

নূরজাহান। তুমি নির্ব্বোধ না হলে বুঝতে পারতে যে এ তোমার গৌরব।

শাজাহান। নির্বোধ হয়েও আমি বুঝতে পাচ্ছি যে এ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের চক্রান্ত।

জাহাঙ্গীর। }
নূরজাহান। } চক্রান্ত!

শাজাহান। হ্যাঁ। বেগম সাহেবার ইচ্ছা নয় যে আমি দিল্লীতে প্রবেশ করি।

নূরজাহান। তুমি মিথ্যাবাদী।

শাজাহান। কথাটা আপনাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনার উদ্দেশ্য পিতা না বুঝলেও আমি বুঝি। যে বিদ্রোহের কোন অস্তিত্ব নেই, তাই দমন করতে আপনি আমাকে কান্দাহারে পাঠাতে চেয়েছিলেন, হয়ত সেখানে আমার গুপ্ত হত্যারও আয়োজন করে রেখেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। এত বড় কথা সম্রাজ্ঞীকে বলতে তোমার সাহস হল বেয়াদব? তুমি বহুদিন আমায় জ্বালিয়েছ। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে তুমিই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। তবু তোমাকে আমি মনে-প্রাণে ক্ষমা করেছিলাম। তোমার তা সহ্য হল না। আজ তুমি মহামান্যা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে অসম্মান করতে মাথা তুলেছ? আমি তোমাকে আবার শৃঙ্খলিত করব।

শাজাহান। সে সুযোগ আর আপনাকে আমি দেব না। যাবার সময় আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি শুনুন। যে কান্দাহারের শাসনকর্তা বিদ্রোহ করেছে বলে আপনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, সে তিনদিন আগে সম্রাজ্ঞীর কক্ষে খানাপিনা করে গেছে। কান্দাহারে যাবার আর প্রয়োজন নেই। দিল্লীতেও আমি থাকব না! আমার পুত্রেরা যখন জামীন নয়, তখন আমি তাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

নূরজাহান। পাবে না তাদের। তোমার মত জানোয়ারের সঙ্গে বাদশার বংশধরদের আমি যেতে দেব না।

শাজাহান। আপনার মত দুশ্চরিত্রা নারীর সঙ্গে আমি আমার পুত্রদের এক হারেমে বাস করতে দেব না।

জাহাঙ্গীর। মৃত্যু তোমায় স্মরণ করেছে। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাষণ]

নূরজাহান। জাঁহাপনা! [বাধাদান]

শাজাহান। সেলাম দিল্লীশ্বর। সেলাম মরুকন্যা।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। ক্ষমা কর জাঁহাপনা। হাজার হোক, সে তোমার পুত্র, আর আমি স্ত্রী মাত্র।

জাহাঙ্গীর। স্ত্রী মাত্র! তাই বটে নূরজাহান। যে তোমার অপমান করেছে, সে আমার পুত্র নয়, শত্রু—পরম শত্রু।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:●:—

দ্বিতীয় পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য।

আসফ খাঁর গৃহ।

গঙ্গাবাঈয়ের প্রবেশ।

গঙ্গাবাঈ। উজির সাহেব, ও উজির সাহেব—

আসফ খাঁর প্রবেশ।

আসফ। কে তুমি নারি?

গঙ্গাবাঈ। আমি গঙ্গাবাঈ—আপনাদের মীর মুন্সীর স্ত্রী।

আসফ। মীর মুন্সী মৈনাকের স্ত্রী তুমি? নূরজাহানের কাছে যাও। তোমার স্বামী সম্রাটের মোসাহেবি কচ্ছে, তুমি গিয়ে সম্রাজ্ঞীর তোষামোদ কর। আমাদের কোন মোসাহেবের প্রয়োজন নেই।

গঙ্গাবাঈ। মোসাহেবি করতে আমি আসি নি উজির সাহেব। ও বিদ্যেটা আপনাদেরই ভাল জানা আছে।

আসফ। কি? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে তুমি আমায় অসম্মান করতে সাহস কর?

গঙ্গাবাঈ। ইট মারলেই পাটকেল খেতে হয়। এ কথা কি আপনি জানেন না? মোসাহেবি না করেছে কে?

আসফ। আমি তোমায় হত্যা করব নারি।

গঙ্গাবাঈ। তাহলেও সত্য কখনও চাপা থাকবে না।

আসফ। কিসের সত্য?

গঙ্গাবাঈ। যে ভগ্নীকে আপনি দুই চক্ষে দেখতে পারেন না, তার মোসাহেবি করে উজিরি উপহার পান নি আপনি?

আসফ। কে বলেছে আমি ভগ্নীকে দেখতে পারি না?

গঙ্গাবাঈ। আমি বলছি। অস্বীকার করতে পারেন? উজিরি নেবার সময় আপনারা দু' ভাই সম্রাটের কাছে তরবারি স্পর্শ করে শপথ করেন নি যে প্রাণ থাকতে রাজবংশের অমঙ্গল কামনা করবেন না?

আসফ। কে করেছে অমঙ্গল কামনা?

গঙ্গাবাঈ। আপনি।

আসফ। আমি!

গঙ্গাবাঈ। মিছে কথা বলছি? শাহজাদা শাজাহান কান্দাহার যান কি কাশ্মীর যান, সে কথা তিনি বুঝবেন আর সম্রাট বুঝবেন। আপনি তার মধ্যে মাথা গলাতে যান কোন্ অধিকারে?

আসফ। তুমি প্রগলভা নারী একথা আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছ কোন্ অধিকারে?

গঙ্গাবাঈ। রাজভক্তির অধিকারে। আমার বাবা মীর মুন্সী অর্জ্জুন রাও হাতে ধরে আপনাকে উজিরের আসনে বসিয়েছিলেন। সগুষ্ঠি মিলে রাজঅনুগ্রহ আপনারা কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করেছেন। তার কি এই প্রতিদান? পিতার সঙ্গে পুত্রের কলহ কবে মিটে গিয়েছিল। আপনি আবার সে ছাইচাপা আগুন উসকে দিতে চান?

আসফ। নারি!

গঙ্গাবাঈ। কেন উজির সাহেব, কি স্বার্থ আপনার? পারলে

আপনাদের রুটি মেলে নি, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসেছিলেন এই দেশের মাটিতে। আপনার পিতা ঘুমিয়ে আছেন ওই বিশাল হর্ম্মরাজির তলায়। আপনারা কেউ উজির, কেউ মনসবদার, কেউ সম্রাজ্ঞী। এতেও আপনাদের সাধ মিটল না? মনিবের বংশটাকে ধ্বংস না করলে আপনার ঘুম হচ্ছে না, কেমন?

আসফ। বেরিয়ে যাও নারি। মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী!

গঙ্গাবাঈ। উদ্দেশ্য কি আপনার? এরা পরস্পর কাটাকাটি করে মরবে, আর আপনি হবেন দিল্লীর শাহানশা?

আসফ। কে আছ এখানে?

গঙ্গাবাঈ। আছে আপনার জামাই শাহজাদা শাজাহান। তাঁকে এই মুহূর্ত্তে বের করে দিন। তাঁর সমূহ বিপদ।

আসফ। কিসের বিপদ?

গঙ্গাবাঈ। আমি এইমাত্র লাইলী বেগমের কাছে শুনে এলাম, সম্রাট হুকুম দিয়েছেন তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে। যদি গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হয়, তার মাথাটাই নিয়ে যাবে।

আসফ। কে নিয়ে যাবে?

গঙ্গাবাঈ। আপনার ভাই আব্বাস খাঁ। সাবধান উজির, পরের সর্ব্বনাশ করতে গিয়ে নিজের মেয়েটাকে পথে বসাবেন না। আর শুনুন, আমার বাপ-পিতামহ এই মোগল রাজবংশের অন্নদাস। এ বংশের সর্ব্বনাশ করাব কল্পনা করবেন না। তাহলে যেই আপনাকে ক্ষমা করুক, এই মারাঠার মেয়ে ক্ষমা করবে না।

[প্রস্থান।

আসফ। অপদার্থ মৈনাকের এই স্ত্রী! এ যে আগুনের গোলা দেখছি।

মহাব্বৎ খাঁর প্রবেশ

মহাব্বৎ। আসফ খাঁ!

আসফ। একি, মহাব্বৎ! এই গরীবখানায় কি মনে করে সিপাহশালার?

মহাব্বৎ। আসফ খাঁ, সম্রাজ্ঞীর মনোভাব বুঝতে পাচ্ছ?

আসফ। কি মনোভাব বল দেখি।

মহাব্বৎ। সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা, তাঁর জামাতা ওই মেরুদণ্ডহীন শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসান।

আসফ। বেশ ত ভাই। সম্রাটের জীবন ত প্রায় শেষ হয়েই এসেছে। এখন থেকে তাঁর উত্তরাধিকারী অবশ্যই স্থির করে রাখতে হবে। সম্রাটের মৃত্যুর পর কে সম্রাট হবেন, সম্রাজ্ঞীই তা স্থির করবেন। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কি দরকার?

মহাব্বৎ। এই কি উজিরের কথা হল?

আসফ। উজিরের কথাটা কিরূপ হলে ভাল হত?

মহাব্বৎ। তুমি উজির, আমি সিপাহশালার। সাম্রাজ্যের শুভা-শুভের কথায় আমরা থাকব না ত থাকবে কে?

আসফ। কি জানি, কি তুমি বলছ।

মহাব্বৎ। শাহরিয়ার যদি সম্রাট হয়, সাম্রাজ্যটা দুদিনে ছারখার হয়ে যাবে। বাংলা বারবার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, কাবুল শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, লাহোরের শাসনযন্ত্র শুধু একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা কচ্ছে। এ সময় শাহরিয়ারের মত জড়পিণ্ডকে আমরা মসনদে বসতে দিতে পারি?

আসফ। পারি না তা সত্য, কিন্তু না পারলে যে চলবে না—তাও সত্য।

মহাব্বৎ। কেন? শাহজাদা পরভেজ জীবিত থাকতে শারিয়ারের সিংহাসনে কি অধিকার?

আসফ। কিছু না,—কিছু না। কিন্তু পরভেজের ত সব সময় পা টলে।

মহাব্বৎ। এ বংশের সবারই পা টলে।

আসফ। শাজাহানের বোধহয় সে দোষ নেই।

শাজাহান। তুমি কি তোমার জামাতাকে মসনদে বসাতে চাও?

আসফ। আরে দূর দূর। আমার কন্যা-জামাতাকে আমি বারুদের স্তূপের উপর বসিয়ে দিতে চাই না।

মহাব্বৎ। তুমি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর, আমি পরভেজকে নিশ্চয়ই সিংহাসনে বসাতে পারব। ক্ষুব্ধ হয়ো না আসফ খাঁ। নারীর শাসনে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। জামাতাকে মসনদে বসিয়ে তোমার ভগ্নী আরও বিশ বছর রাজ্যশাসন করবেন, সে আমার সহ্য হবে না।

আসফ। আমারও নয়। তুমি অগ্রসর হও, আমি তোমায় সাহায্য করব।

মহাব্বৎ। তাহলে জেনে রাখ, দিল্লীর ভাবী সম্রাট শাহজাদা পরভেজ।

আসফ। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তোমার উদারতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি মহাব্বৎ খাঁ। পরভেজ কিন্তু তোমার নিন্দে না করে জলগ্রহণ করে না।

মহাব্বৎ। কে বলেছে?

আসফ। কত লোকেই ত বলেছে। কটা নাম করব?

মহাব্বৎ। একথা তুমি বিশ্বাস কর?

আসফ। ক্ষেপেছ? আমি তাদের সঙ্গে কলহ করেছি। যদি সে নিন্দে করেই থাকে—

মহাব্বৎ। আমি নিজের কাণে না শুনলে বিশ্বাস করব না। তুমি প্রস্তুত থাক আসফ খাঁ। যে যত বাধাই দিন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের পর দিল্লীর মসনদে শাবিয়ার বসবে না, বসবে শাহজাদা পরভেজ।

[প্রস্থান।

আসফ। কথাটা নিজের কাণেই তুমি শুনতে পাবে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব।

দারার প্রবেশ।

দারা। দাদু,—

আসফ। এই যে বড়মিঞা! কি করে এলে বল ত?

দারা। মৈনাক আমাকে অলি গলি ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আসফ। মৈনাক! ওই আমাদের মীর মুন্সী! বল কি হে? এই লোকটাকে আমি কিছুতেই বুঝতে পাচ্ছি না। যাক—যাক, তোমরা আর দেরী করো না। তোমার বাবা-মাকে নিয়ে এখনি পালিয়ে যাও।

দারা। পালিয়ে যাব কেন?

আসফ। অত কথার সময় নেই। তোমার বাবাকে ডাক।

দারা। কেন?

আসফ। আরে দূর মিঞা, তুমি খালি কেন কিন্তু সুতরাং নিয়ে কাণ ঝালাপালা কচ্ছ। আর একটি কোথায়? ঔরংজেব?

দারা। সে ত এখনও আসে নি।

আসফ। তবে আর দেখতে হবে না। এ নিশ্চয় তোমার মা'র চক্রান্ত। তোমাকে পেলেই তার হয়ে গেল। ঔরংজেবকে সে দুই চক্ষে দেখতে পারে না।

দারা। আমি তাহলে ফিরে যাচ্ছি দাদু।

আসফ। কোথায়? হারেমে? ক্ষেপেছ? সম্রাজ্ঞী তোমাদের তামাককাটা করবে।

দারা। কি পাগলের মত বকছ? সম্রাজ্ঞী আমাদের অত্যন্ত ভালবাসেন।

আসফ। চাষী যেমন মুর্গীকে ভালবাসে। তোমাদের ওরা জামীন রেখেছিল জান ত? তোমার পিতা যখন আবার বিদ্রোহ করেছে, তখন সম্রাজ্ঞী এবার তোমাদের মাথা নেবে।

দারা। তাহলে ত ভাই ঔরংজেবের সমূহ বিপদ দাদু। আমাকে না পেয়ে তাকেই হয়ত—না—না, মরতে হয় আমি আগে মরব। আমি চললুম দাদু।

আসফ। তাতে কোন ফল হবে না ভায়া। লাভের মধ্যে দুজনেরই মাথা যাবে। হিন্দুরা বলে শোন নি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্দ্ধেক ত্যাগ করে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম—বোঝ না কেন? ভাই ভাই করেই তুমি গেলে। তোমার ভাইয়েরা ত তোমার কথা একবারও বলে না। তুমি তাদের জন্যে এত হাঁপিয়ে মর কেন?

দারা। বুঝবে কি করে? তোমার দাড়িটা যত বড়, প্রাণটা ততখানি ছোট।

[প্রস্থান।

আসফ। গেল গেল, ও ক্ষুরম, ও মমতাজ,—

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। কি হয়েছে উজির সাহেব?

আসফ। অত কথা বলার সময় নেই। শীগগির পালাও।

শাজাহান। পালাব কেন? কার কি চুরি করেছি?

আসফ। চুরি ত ছোট কথা হে। তুমি না কি সম্রাজ্ঞীকে অসম্মান করেছ?

শাজাহান। তিনিও আমাকে সম্মান করেন নি।

আসফ। আরে দূর মিঞা, সে হল সম্রাজ্ঞী।

শাজাহান। আমিও বাদশাজাদা। আমাকে এ ভাবে অকারণ ঘোড়দৌড় করানোর তাঁর অধিকার ছিল না। আপনি ঠিকই বলেছেন, পিতার জীবন যতই শেষ হয়ে আসছে, ততই সম্রাজ্ঞী আমাদের দিল্লী থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য শারিয়ারের জন্য মসনদের পথ পরিষ্কার করে রাখা।

আসফ। পথে এস। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগে।

শাজাহান। শুধু আমাদেরই নয়। পাতশা বেগম ছলছুতো করে মহাব্বৎ খাঁকেও নাকি বন্দী করতে হাত বাড়িয়েছেন। অথচ এই রাজভক্ত সিপাহশালার রাজবংশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

আসফ। তা করেছে বইকি।

শাজাহান। সম্রাজ্ঞী তাকে প্রকারান্তরে চোর অপবাদ দিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। মহাব্বৎ খাঁর দেহে রাজপুতের রক্ত। তাঁর এ অপমান বরদাস্ত হয় নি। তিনি নাকি সম্রাজ্ঞীকে বলেছেন, —কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সম্রাটকেই দেব, তার বেগমকে নয়। আপনি সম্রাটের চোখে পীর হতে পারেন, আমার চোখে একটা তুচ্ছ নারী মাত্র।

আসফ। তবে ত তার হয়েই গেল।

শাজাহান। শুনলুম, সম্রাজ্ঞী তাঁকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছেন।

আসফ। শুধু তাকে নয়, তোমাকেও।

শাজাহান। আমাকেও!

আসফ। তবে আর বলছি কি? আর তুমি দেরী করো না। এখনি ওদের নিয়ে অন্দরের দরোজা দিয়ে পালিয়ে যাও। আব্বাস তোমাকে বন্দী করতে আসছে।

শাজাহান। আসুক। আমি মরব, তবু বন্দী হব না।

আসফ। মরায় কোন বাহাদুরি নেই মিঞা। যে বাঁচতে জানে, সেই বাহাদুর। দারাকে সঙ্গে নিয়ে যাও শাজাহান।

শাজাহান। কোথায় দারা?

আসফ। আমি তাকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছি। শুধু তোমার মুখ চেয়ে।

শাজাহান। ঔরংজেব আসে নি? আমার প্রিয় পুত্র ঔরংজেবকে নিয়ে এলেন না কেন?

আসফ। সব হচ্ছে, সবুর কর না। তুমি যদি এখানে এখনও অপেক্ষা কর, তাহলে দারাকে আবার ওরা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। হয়ত তাকে এবার খুন করবে।

শাজাহান। না—না—না, আমি যাব; দারার জন্যেই আমায় যেতে হবে। শুনুন উজির সাহেব, আমি এ শাঠ্যের চরম প্রতিশোধ নেব, নইলে মোগল রাজবংশে আমার জন্ম হয় নি। [প্রস্থান।

আসফ। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরে।

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আসফ খাঁর গৃহ প্রাঙ্গণ।

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। ভাই সাহেব, ভাই সাহেব,—

আসফ খাঁর প্রবেশ।

আসফ। কে? আব্বাস? আরে, এস এস, অনেকদিন তোমায় দেখি নি। মেজাজ শরীফ?

আব্বাস। হাঁ। এসব কি শুনছি ভাই সাহেব? শাজাহান না কি আবার বিদ্রোহ করেছে?

আসফ। কে বলেছে? নূরজাহান বুঝি? সে অনেক কথাই বলে, যা সত্য নয়।

আব্বাস। কিন্তু একথা ত মিথ্যে নয় যে সম্রাটের আদেশ অমান্য করে সে দিল্লীতে এসেছিল।

আসফ। তাতে হয়েছে কি? তার ছেলেদের সে চোখের দেখাও দেখে যাবে না।

আব্বাস। তা দেখুক না। তবে সম্রাজ্ঞীকে অপমান না করলেই ভাল হত।

আসফ। সম্রাজ্ঞী বললে বুঝি? আর কিছু বললে না? সপত্নী পুত্রের জন্যে দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেললে না? বলে নি যে তার নিজের কন্যার চেয়েও সে শাজাহানকে বেশী ভালবাসে?

আব্বাস। কথাটা ত মিথ্যে নয়। তোমার মেয়ের সঙ্গে যখন শাজাহানের সাদি হল, তখন মনের আনন্দে সাত রাত্রি তার চোখে ঘুম ছিল না।

আসফ। এবার গিয়ে দেখ, তার মুখের আহারও ঘুচে গেছে।

আব্বাস। কেন?

আসফ। শাজাহানকে নির্ব্বাসনে পাঠাতে পারে নি বলে।

আব্বাস। তুমি তার ভাল কোনদিনই দেখতে পেলে না। নূরজাহান যদি ভাল কাজও করে, তুমি তার মধ্যে একটা কু-মৎলব দেখতে পাও। কেন বল দেখি? আমাদেরই সহোদরা ভগ্নী এত-বড় একটা সাম্রাজ্য শাসন কচ্ছে, ভাবতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

আসফ। হচ্ছে আব্বাস, আনন্দে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

আব্বাস। মোগলশাহীকে এমন গৌরবের উচ্চ শিখরে তুলে দিয়েছে কে? তুমি, আমি, মহাব্বৎ খাঁ, না ওই শাজাহান? সব আমাদের ভগ্নীরই কৃতিত্ব।

আসফ। কৃতিত্বের গৌরব নিয়ে তুমি দুহাত তুলে নাচো, আমি নাচব সে কবরে গেলে।

আব্বাস। তুমি নূরজাহানকে দুই চক্ষে দেখতে পার না। অথচ তারই চেষ্টায় তোমার মেয়ের সঙ্গে শাজাহানের সাদি হয়েছে।

আসফ। বটে!

আব্বাস। আমাদের পিতামাতার কবরের উপর সেই ত বিরাট সমাধি গড়ে তুলেছে।

আসফ। ধন্যবাদ দিয়ে এস।

আব্বাস। তোমাকে আজ উজীরের আসনে নূরজাহানই ত বসিয়েছে।

আসফ। তার অনুগ্রহে উজীবের আসনে বসে যত অর্থ আমি উপার্জ্জন করেছি, সে যেদিন মরবে,—সব তার কবরে ঢেলে দিয়ে আসব।

আব্বাস। ভাই হয়ে তুমি এমন কথা বলছ?

আসফ। কতটুকু বলতে পাচ্ছি আব্বাস? ইচ্ছা হয়, আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করি। বছরের পর বছর ধরে অপরিসীম বেদনা মাংস চর্ম্মে ঢেকে রেখেছি, বলবার লোক পাই নি। শমীবৃক্ষের মত নিজের আগুনে নিজেই আমি দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। সবাই জানে, বিদ্রোহী শের আফগানকে হত্যা করে জাহাঙ্গীর তার বিধবা পত্নী আমাদের ভগ্নী এই মেহেরউন্নিসাকে নিকে করেছে; আর সেই আজ ভারত বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। কিন্তু একটা কথা তোমরা জান না।

আব্বাস। কি কথা ভাই সাহেব?

আসফ। স্বামীর খুনের জন্য সব চেয়ে বেশী দায়ী এই নূরজাহান। দিল্লীশ্বরের বেগম হবার লোভে এই শয়তানী অমন রূপবান, গুণবান, প্রেমময় স্বামীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আব্বাস। এ তুমি কি প্রলাপ বকছ?

আসফ। প্রলাপ নয় আব্বাস। আমি সেদিন বর্দ্ধমানে শের আফগানের প্রাসাদে ছিলাম। নিজের চোখে আমি দেখেছি তাকে পলায়নপর দুশমনদের দোর খুলে দিতে, নিজের কাণেই আবার শুনেছি মৃত স্বামীর বুকের উপর পড়ে তার করুণ আর্ত্তনাদ। সেই মহান্ উদার বীর যুবকের কথা স্মরণ করে আজও আমার চোখে অশ্রুর বান ডেকে আসে। আমি সাপকে বিশ্বাস করব, তবু এই নূরজাহান নয়।

আব্বাস। করো না তাকে বিশ্বাস। কিন্তু সম্রাটের কাছে

নতজানু হয়ে আমরা তরবারি গ্রহণ করেছি, এ কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাও নি।

আসফ। ভুলি নি আব্বাস।

আব্বাস। তবে তোমার মধ্যে রাজভক্তির চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আসফ। চোখ থাকলে দেখতে পেতে। তোমার মত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অন্ধ স্তাবক আমি নই। তাই বলে মোগলরাজবংশের অমঙ্গল কামনাও আমি কখনও করি নি। কোনদিন করবও না।

আব্বাস। তাই যদি হয়, এই মুহূর্ত্তে রাজদ্রোহীকে তোমার প্রাসাদ থেকে বের করে দাও।

আসফ। রাজদ্রোহী! কোথায় রাজদ্রোহী?

আব্বাস। তোমার ঘরে। অবাক হলে চলবে কেন ভাইজান? তুমি ঘোর ডালে ডালে, আমি ঘুরি পাতায় পাতায়।

আসফ। কার কথা বলছ তুমি নির্ব্বোধ?

আব্বাস। তোমার জামাতা শাজাহানের কথা বলছি ভাইজান। এইমাত্র সে তোমার প্রাসাদে প্রবেশ করেছে।

আসফ। কই, আমি ত জানি না।

আব্বাস। না জান, চুপ করে ওই আসনে বসে থাক, আমি ভাল করে জানিয়ে দিচ্ছি।

আসফ। হুঁশিয়ার নূরজাহানের পাচাটা গোলাম,—আমার হারেমে প্রবেশের অধিকার কে দিয়েছে তোমায়?

আব্বাস। তোমার ভাই আমি, তোমার হারেমে প্রবেশ করতে পাব না?

আসফ। ভাই হয়ে ত তুমি আসনি, এসেছ নূরজাহানের পেয়াদা

হয়ে। বেরিয়ে যাও তুমি আমার ঘর থেকে; নইলে আমি তোমায় কুকুরের মত গুলি করে মারব।

আব্বাস। যদি ইচ্ছা হয়, তাই করো। তার আগে শাহানশার পয়গম্বারের গোলাম আমি,—আমাকে তাঁর আদেশ পালন করতে দাও।

আসফ। কি আদেশ শাহানশার?

আব্বাস। মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই ভাইজান। তুমি নিজেও জান তাঁর আদেশ রাজদ্রোহী শাজাহানকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে। কোরাণ স্পর্শ করে আমরা রাজভক্তির শপথ নিয়েছি। সে কথা তুমি ভুলে যেতে পার, কিন্তু আমি ভুলি নি। যদি ভাল চাও রাজদ্রোহীকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর।

আসফ। এই যে কচ্ছি। যদি সাহস থাকে অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

আব্বাস। অনেক দূর উঠেছ ভাইজান।

মমতাজের প্রবেশ।

মমতাজ। এসব কি চাচাজান? সৈন্যসামন্তরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। এরা কার সৈন্য?

আব্বাস। শাহানশার সৈন্য মা।

মমতাজ। তুমি এদের নিয়ে এসেছ কেন?

আব্বাস। রাজদ্রোহীকে বন্দী করব বলে।

মমতাজ। কে রাজদ্রোহী?

আব্বাস। শাহাজাদা—শাজাহান।

মমতাজ। কোথায় তিনি?

আব্বাস। এই প্রাসাদের মধ্যে। তোমার পিতা একথা অস্বীকার করেছেন। আশা করি তুমি অস্বীকার করবে না।

মমতাজ। চাচা!

আব্বাস। আমি চাচা হয়ে আসি নি মা। এসেছি সম্রাটের হুকুমের গোলাম হয়ে। তোমার শঙ্কিত মুখ আমার বুকে হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে মা। তবু উপায় নেই' নেমকহারামি আমি কখনও করি নি, আজও করতে পারব না।

মমতাজ। কিন্তু কিসে তিনি রাজদ্রোহী? কি তাঁর অপরাধ? দু-দুটো ছেলেকে সম্রাট সোনার শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছেন। এতই কি আমরা অবাঞ্ছিত যে আমাদের তিনি ছেলেদের মুখ দেখতেও দেবেন না? বিদ্রোহের নাম-গন্ধ নেই, তবু এই মানুষটাকেই বিদ্রোহ দমন করতে যেতে হবে? এর অর্থ কি?

আব্বাস। অর্থ জানি না মমতাজ, ন্যায় অন্যায় বুঝি না। শুধু জানি, যাঁর ভৃত্য আমি, তাঁর হুকুম আমার কাছে খোদাতালার ফরমান।

মমতাজ। ভৃত্যের কর্ত্তব্যটা ত খুব চিনেছ। আর যে ভাই প্রাণের চেয়ে তোমায় ভালবেসেছে, যে ভাতিজা একদিন সেবা শুশ্রূষা করে তোমায় মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনেছিল, তাদের উপর তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই?

আব্বাস। এইবার তুমি আমায় হারিয়ে দিয়েছ মমতাজ। আমি বুঝতে পাচ্ছি, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এবার যদি শাজাহানকে মুঠোর মধ্যে পায়, তাকে হয়ত খসরুর মত চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখবে, তোমার মুখের হাসি চিরদিনের

জন্য নিভিয়ে দেবে। সেও আমার সইবে না। আমি তোমায় বিয়ের সময় আশীর্ব্বাদ করেছিলাম,—রাজরাজেশ্বরী হও।

মমতাজ। রাজরাজেশ্বরী যে হয় হোক, আমি তা চাই না। আমি শুধু চাই স্বামিপুত্রদের রেখে হাসিমুখে মরতে যেতে। তুমি আমার সে সাধে বাদী হয়ো না। গ্রাম ফিরে যাও চাচা।

আব্বাস। ফিরে যাব? মনিবের কাছে মিথ্যাবাদী হব? রাজ-দ্রোহীকে বন্দী করতে এসে নিজে রাজদ্রোহী হব? তার চেয়ে এক কাজ কর মা। এখানে আর কেউ নেই। এই অস্ত্র নে, আমার বুকে গুলি বিঁধিয়ে দে। তারপর আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে তোরা নির্ব্বিঘ্নে দিল্লী ছেড়ে দূরে চলে যা। [অস্ত্র দিলেন]

মমতাজ। না চাচা, আমার যা হয় হোক, তোমার পায়ে আমি কুশাঙ্কুর বিদ্ধ করতে পারব না [অস্ত্র ফেলিয়া দিলেন] তোমার যা ইচ্ছা হয় কর, আমার যা হবার সম্রাটকেই বল, তোমাকেও নয়, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকেও নয়।

[প্রস্থান।

আব্বাস। তবে আর আমার উপায় নেই। সৈন্যগণ, প্রাসাদে প্রবেশ কর, গ্রেপ্তার কর শাহজাদা শাজাহানকে।

লায়লীর প্রবেশ।

লায়লী। পালিয়ে গেল মামু। শাহজাদা পালিয়ে গেল।

আব্বাস। পালিয়ে গেল? কোন্ দিকে?

লায়লী। উত্তর দিকে।

আব্বাস। উত্তর দিকে ত আমার বহু সৈন্য ছিল।

লায়লী। তাহলে দক্ষিণ দিকে।

আব্বাস। দক্ষিণ দিকে শাহজাদা পরভেজ আছেন যে,—

লায়লী। তাহলে বোধহয় পশ্চিমেই হবে। আমি রাগে খেয়াল করি নি। আমি গিয়ে সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাকে এক চড় মেরে সোজা সপরিবারে বেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সেই দারা হতভাগাকেও নিয়ে গেছে।

আব্বাস। দারাকেও নিয়ে গেছে? সর, লায়লি সর, পথ আগলে দাঁড়ালে কেন? আমি তাদের বন্দী করব।

লায়লী। তা ত করবেই। ও মামু, আমার এখন কি হবে? আমাকে যে চড় মেরে গেল, তার কি করবে কর। আমার একটা দাঁত নড়বড় কচ্ছে। এ অপমান আমি সইব না। আমি গলায় দড়ি দেব। মামু গো, ও মামু,—[ক্রন্দন]

আব্বাস। চুপ চুপ—পা ছাড়।

লায়লী। কিছুতেই ছাড়ব না। আগে বল, আমি তোমার ভাগ্নী কি না।

আব্বাস। ভাগ্নী নয় ত কি? তার উপর তোমার পিতা শের আফগান ছিলেন আমার কলিজার দোস্ত্।

লায়লী। তা যদি হয়, তাহলে আমার অপমানে তোমার অপমান কি না?

আব্বাস। একশোবার।

লায়লী। তবে এর ভীষণ প্রতিশোধ নাও। হায় রে আমার মুক্তোর মত দাঁত। দাঁত গেলে আর রইল কি? ওরে, আমার এ কি সর্ব্ব—

আব্বাস। আঃ—কি কচ্ছ লায়লি? আমাকে যেতে দাও। আমি কড়ায় গণ্ডায় তোমার অপমানের প্রতিশোধ নেব।

লায়লী। সে কি আর তুমি পারবে? জামাইয়ের চেয়ে ভাগ্নী কি আর বেশী হবে? তুমি হয়ত তাকে ছেড়েই দেবে।

আব্বাস। না—না, কারও মুখ চেয়ে আমি সম্রাটের সঙ্গে বেইমানি করব না। কত দেরী করিয়ে দিলে বল দেখি। কোন দিকে যাব, কোন্ দিকে?

লায়লী। সত্যি কথা বলব মামু? তারা গেছে পূবদিকে। দিদি আমাকে বললে,—খবরদার শয়তানি, আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি, যদি বলে দিস, তোকে আমি তেলের কড়ায় ভাজব। সত্যি সত্যি ভাজবে নাকি মামু? সে যে বড় বিশ্রী দেখাবে।

আব্বাস। না—না, তার আগেই আমি তাদের গ্রেপ্তার করব। সৈন্যগণ, পূবদিকে অগ্রসর হও। গ্রেপ্তার কর, শাহজাদাকে গ্রেপ্তার কর।   [প্রস্থান।

লায়লী। যা—যা, ছোটলোকের বাচ্ছা। শাহজাদাকে গ্রেপ্তার করবে! মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে। কে?

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। আমি মুসাফির।

লায়লী। এখানে কি চাও?

মেহেদী। তোমার কাছেই এসেছি। তুমি ত লায়লী। ঠিক ঠিক। ওই ত সেই পদ্মপলাশের মত চোখ, সেই মুক্তোর মত দাঁত, সেই শের আফগানের মুখখানা বসানো। একটু কাছে আসবি বেটি? আয় আয়, একবার ভাল করে দেখি।

লায়লী। সরে যাও বেয়াদব। মনে রেখো, আমি শাহানশার পুত্রবধূ।

মেহেদী। ঠিক—ঠিক; ও আমার বলাই ভুল। অদৃষ্টের কি পরিহাস! শের আফগানকে যে খুন করে তার জরুকে নিকে করলে, তারই পুত্রবধূ আজ শের আফগানের মেয়ে! ওঃ—বুকটা বুঝি ফেটে গেল। তোর হারেমে কি বিষ নেই? শাহজাদার পানীয় জলে মিশিয়ে দিতে পারিস না?

লায়লী। বেরিয়ে যাও শয়তান।

মেহেদী। শয়তান আমি! তাই ভাল, তাই ভাল। তোর চাচাকে মনে আছে?

লায়লী। কে চাচা? আমার কোন চাচা নেই।

মেহেদী। তোর মা বলেছে বুঝি? বলবেই ত। আমি যে সব জানি। আর একজনও জানে, সে আজ বাদশার গোলাম। আমাকে গোলাম করতে পারে নি। জানিস মা, জানিস? জাহাঙ্গীর তার ভাইকে পাঠিয়ে তোর বাপকে খুন করেছিল। কে তাকে সাহায্য করেছিল জানিস? সে তোর কাছে কাছেই আছে।

লায়লী। কে?

মেহেদী। তোর মা, এই কলঙ্কিনী নূরজাহান। সে স্বামীকে খুন করেছে। কেমন স্বামী জানিস? এই দেখ। [ছবি দিল] এই তোর বাবা। প্রতিশোধ নে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নে। দেখে আমার বুকটা শীতল হোক।

লায়লী। চাচা!

মেহেদী। গীত ;

ওরে, জ্বালার অন্ত নাই।
যেদিকে চাই আগুনতাপে উড়ছে শুধু ছাই।

কত আশায় বেঁধেছিলাম দু'ভাই সুখের ঘর,
উড়িয়ে নিলে সোনার বাসা মানুষগড়া ঝড়,
পারিস যদি অসির ঘায়ে,
মাথাটা তার দে উড়ায়ে,
তৃপ্ত হবে কবর গাহে তোমার পিতা, আমার ভাই।

[প্রস্থান।

লায়লী। না—না, এ হতে পারে না। এ আমি বিশ্বাস করি না। [ছবি দেখিয়া] এই তোমার তসবীর বাপজান? এত সুন্দর তুমি! আমি পাগল হয়ে যাব, আমি পাগল হয়ে যাব।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

মহাব্বতের বাসভবন।

অজয় সিংহ ও সগর সিংহের প্রবেশ।

সগর। ওহে ছোকরা,—

অজয়। তুমি ত ভারী পেছু নিয়েছ। কি বলছ কি তুমি?

সগর। বলছি তুমি যাচ্ছ কোথায়?

অজয়। চুলোয় যাচ্ছি।

সগর। চুলো ত ঘরেও ছিল। তবে দিল্লীর পথে ছুটে এলে কেন? আমাকেই বা এই বুড়ো বয়সে ঘোড়দৌড় করালে কিসের জন্যে?

অজয়। তোমাকে কি আমি ঘোড়দৌড় করতে বলেছি? কেন তুমি ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আমার পেছনে পেছনে ছুটে এলে?

সগর। আসব না? তুমি যে আমার তৃতীয় পক্ষের পরিবার, তোমার চোপা না দেখলে আমার প্রাণটা যে হ্যাঁকোচ-প্যাঁকোচ করে, সেটা তুমি বোঝ না? কি রকম অবুঝ লোক তুমি? এ কার বাড়ী?

অজয়। মনে কর আমার বাড়ী।

সগর। তোমার বাবাকেলে বাড়ী। কোন্ আমীর ওমরাহ ঘর দোর সাজিয়ে বাইরে গেছে, আর তুই শূয়ার অমনি ঢুকে পড়লি?

অজয়। পড়ব না? ক্ষিধেয় আমার নাড়ীভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে, বাড়ীর ভেতরে খাবার দেখতে পেলুম, তাই ত ঢুকে পড়তে হল।

সগর। মালিক এসে যখন মেরে তক্তা বানাবে, তখন কি করবি?

অজয়। তখনকার কথা তখন। এখন ক্ষিধে পেয়েছে, খাবার জুটে গেল, খেয়ে নিলুম। ভবিষ্যতে মরতে হবে বলে এখনই মরাটা ত বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তুমিও বসে যাও দাদু।

সগর। আমার ত আর তোর মত মাথা খারাপ হয় নি রে পরের মুখের গ্রাস খেয়ে উদ্গার তুলব?

অজয়। কেন তুলবে না? শাস্ত্রে বলেছে, আত্মানং সততং রক্ষেৎ। বুঝলে কিছু?

সগর। খুব বুঝেছি। তুই এখন ঘরে চল।

অজয়। কার ঘর? কিসের ঘর? যে ঘরে বাপ্পা রাও থেকে আরম্ভ করে প্রতাপ সিংহ পর্য্যন্ত স্বাধীন রাজত্ব করে গেছেন, সেই ঘরে আজ মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকা উড়ছে, আর কি

সেখানে রাজপুত বাস করতে পারে দাদু? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের আভূমি নত হয়ে মোগলকে কুর্ণিশ করতে দেখে পূর্ব্বপুরুষেরা চোখের জল ফেলছেন।

সগর। চোখের জল ফেলছে না হাতী। ভাল করে দেখ্, তারা পুষ্পবৃষ্টি কচ্ছে। করবে না কেন? পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করা যায় কখনও?

অজয়। প্রতাপ সিংহের ক'হাজার সৈন্য ছিল দাদু? তুমি না কি তার ভাই? দেখ নি কাঠবিড়ালী দিয়ে তাঁকে সাগর বন্ধন করতে?

সগর। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

অজয়। রাম না থাক, তুমি হনুমান ত ছিলে। কত শুনেছি তোমার গন্ধমাদন পর্ব্বত বয়ে আনার কাহিনী। কোথায় ছিলে তুমি সেদিন? শত্রু এসে রাজ্যে হানা দিলে, আর তুমি রাণা অমর সিংহকে জড়িয়ে ধরে আর্ত্তনাদ সুরু করে দিলে? আর কিছু না পেরেছিলে, গোটা রাজস্থানকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে নিজেরা মরতে পার নি?

সগর। তুমি কাছে ছিলে না বলে বুদ্ধিতে এঁটে উঠতে পারি নি। বেরিয়ে আয় বলছি।

অজয়। তুমি ফিরে যাও না; বুড়ো বয়সে মোগলের শানকী চেটে মর গে। আমি একবার শাহজাদা খুরমকে মুখোমুখী দেখব।

সগর। ওঃ—শাহজাদাকে দেখবে। ঘ্যাচাং করে মাথাটা নামিয়ে দেবে শূয়ার।

অজয়। মাথা নামাতে আমিও জানি।

সগর। আরে হতভাগা, সে হচ্ছে প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাজাদা, আর তুই—

অজয়। আমিও রাণা প্রতাপের বংশধর। আমি দেখব শাজাহানের দেহটা কোন উপাদানে গড়া।

সগর। বাপের তেজ যাবে কোথায়? সে ব্যাটাও ছিল এমনি গোঁয়ার গোবিন্দ। কি এমন আমি বলেছিলাম? হিন্দুর ছেলে হয়ে তুই অখাদ্য কুখাদ্য খাবি, আর আমি তোকে গোবর খেতে বললেই আমার দোষ হয়ে গেল? তার জন্যে তুই ফস করে বাপপিতামহের ধর্ম্মটাকে ডালি দিয়ে ফেলবি?

অজয়। কে ধর্ম্ম ডালি দিয়েছে? কার কথা বলছ?

সগর। বলছি একটা লোকের কথা।

অজয়। কোন লোক?

সগর। সে একটা বাজে লোক।

অজয়। তবে যে তুমি আমার বাপের কথা বললে?

সগর। কখন বললুম? তোর বাপ ত তোর জন্মাবার আগেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। আছে কি না, তাই বা কে জানে? যাক, সে কথা যাক। তুই ঘরে চল দাদু।

অজয়। আমি শাজাহানকে না দেখে যাব না?

সগর। কি দেখবি ঘোড়ার ডিম? তোর মতই তার একটা মাথা, দুটো হাত, আর দুটো পা। তফাতের মধ্যে তোর দাড়ি নেই, তার আছে। চল্ না একবার, দেখবি তোর জন্যে রাঙা টুকটুকে বউ ঠিক করে রেখেছি। দেখলেই তোর চাটতে ইচ্ছে করবে।

অজয়। তুমি গিয়ে তাকে বিয়ে কর।

সগর। চেষ্টা ত করেছিলাম, আমাকে দিচ্ছে না যে।

অজয়। দাছ, সত্যি আমার পিতার কথা তোমরা কেউ জান না? যাকে জিজ্ঞাসা করেছি, সেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। তুমি বলছ পিতা নিরুদ্দেশ। মার তবে বিধবার বেশ ছিল কেন?

সগর। ওই ত তোর মার দোষ, আর কিচ্ছু দোষ ছিল না। বলে আমাকে ফেলে এতদিন যে লুকিয়ে রইল, সে আমার স্বামী নয়। বামুনরাও বললে,—ধর্ম্মত্যাগীর স্ত্রী—

অজয়। ধর্ম্মত্যাগী কি?

সগর। বলছি, ধর্ম্মত্যাগীই বল, আর নিরুদ্দেশই বল,—শাস্ত্রে তাকে মৃতই বলে।

অজয়। দাছ,—

সগর। আবার 'দাছ'। কতবার ত দাছ বললে; এবার যাবার কথাটা বল।

অজয়। বলব আবার কি? আমি মেবারে যাব না।

সগর। তোর বাবা যাবে।

অজয়। কেন তুমি আমার নিরুদ্দেশ বাবাকে টেনে আনছ? আমি চললুম, তুমি বুক চাপড়ে মর।

[প্রস্থান।

সগর। টেনে আনব না? একবার দেখতে পেলে তোর বাবাকে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। তবে আমার নাম সগর সিংহ।

মহাব্বৎ খাঁর প্রবেশ।

মহাব্বৎ। কে এখানে? কে? এ কি! তুমি!!

সগর। খাঁ সাহেব আমায় চেন না কি?

মহাব্বৎ। চিনি।

সগর। তা তোমার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে আমাকে সবাই চেনে। রাণা প্রতাপের ভাই কি না। আরে, তুমি যে কাঁপছ দেখছি। রাগ করো না খাঁয়ের পো। শালাকে আমি বারবার বারণ করলুম, তবু বাড়ীর ভেতর ঢুকলই ঢুকল। শুধু কি তাই? তোমার খাবার টাবার যা ছিল, সব খেয়ে নিয়েছে।

মহাব্বৎ। আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছ না?

সগর। কই না ত?

মহাব্বৎ। আমার নামও কখনও শোন নি?

সগর। শোনবার কি আছে? দাড়ি দেখে মনে হচ্ছে জাহাবাজ খাঁ কি জবরদস্ত খাঁ হবে। বলে ফেল নামটা।

মহাব্বৎ। আমার নাম মহাব্বৎ খাঁ।

সগর। ম—হা—ব্ব—ৎ খাঁ? অর্থাৎ সগর সিংহের ধর্ম্মত্যাগী পুত্র? ওঃ—ওরে, এ আমি কোথায় এলাম?

মহাব্বৎ। পিতা! [পদতলে পতন]

সগর। কোথায় গেল সেই সুন্দর মুখখানা? কে চুরি করে নিলে সেই পটলচেরা চোখদুটো? আমার অদৃষ্ট এই ছবি দেখতে কি আমায় দিল্লীর পথে নিয়ে এল?

মহাব্বৎ। আমায় ক্ষমা করুন পিতা। ক্রোধের বশে আমি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলাম। নমাজ পড়েছি, মুসলমানের আচার পালন করেছি, কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারি নি। উপাসনায় বসলে আজও হিন্দুর দেবতারা আমার চোখের সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়ায়।

সগর। তাতে আর কি? উচ্চ রাজপদ ত পেয়েছ।

মহাব্বৎ। রাজপদের কি মূল্য পিতা? প্রাণের অভাব ক্ষমতায়

পূরণ করতে পারে না। আর এই বাদশা-বেগম আমার বাহুবলকে ভালবাসেন সত্য, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করেন না।

সগর। আরে, ও ত জানা কথা।

মহাব্বৎ। আমি পদত্যাগ কচ্ছি পিতা।

সগর। এত বড় পদটা ত্যাগ করবে কি হে?

মহাব্বৎ। শুধু পদত্যাগ নয়। হিন্দুসমাজ যদি আমাকে আবার গ্রহণ করে, আমি ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করব।

সগর। করবি বাবা? সত্যি বলছিস ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করবি? ওরে, এই দিনটার জন্যেই কি ভগবান আমায় বাঁচিয়ে রেখেছেন? আর দুটো বছর আগে কেন তোর এ মতি হল না বাবা? বউটা বুকভরা ব্যথা নিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, তবু একটিবার তোর দেখা পেলে না? যাক্—যাক্, যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। বউ গেছে, ছেলেটা ত আছে।

মহাব্বৎ। ছেলে! বেঁচে আছে সে? কোথায়?

সগর। হুঁ হুঁ, কেমন ভগবানের বিচার! ঠিক এখানে টেনে এনেছে। ওরে, ও অজয়, দেখবি আয়, দেখবি আয়।

অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কি দাদু?

সগর। হুঁ হুঁ; বাপের জন্যে বড্ড মন কেমন কচ্ছিল। দেখবি তোর বাবাকে?

অজয়। কোথায় বাবা? কোথায়?

সগর। এই যে দেখ।

অজয়। আপনি!

মহাব্বৎ। হ্যাঁ বাবা, আমি—মহাব্বৎ খাঁ।

অজয়। মহাব্বৎ খাঁ! হিন্দুবিদ্বেষী সিপাহশালার মহাব্বৎ খাঁ আমার পিতা!

মহাব্বৎ। ওরে, না রে, হিন্দুবিদ্বেষী আমি নই। আমি যা করেছি, অভিমান বশেই করেছি। আজ আমার কোন বিদ্বেষ নেই। কাছে এস, মুখ ফেরাও অজয়।

অজয়। না—না। জন্মের সঙ্গে তুমি আমার হাতে ভিক্ষাভাণ্ড তুলে দিয়েছ, হলদিঘাটের যুদ্ধে তুমি আমার দেশকে দলে চষে দিয়েছিলে, তোমারই কলঙ্কে ম্রিয়মান হয়ে আমার মা তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে।

সগর। অজয়!

অজয়। চলে এস দাদু, চলে এস। এ ধর্ম্মত্যাগীর ঘর।

মহাব্বৎ। ধর্ম্মত্যাগী আমার দেহটা। মনটা আমার হিন্দুরই আছে বাবা। আমার বুকে এস।

অজয়। না—না, সরে যাও।

সগর। অবুঝ হসনে দাদু। দেখ কি করুণ মূর্ত্তি! তোর দুঃখ হচ্ছে না?

অজয়। দুঃখ হচ্ছে না জেনে ওঁর গৃহে প্রবেশ করেছি বলে। বেরিয়ে এস দাদু।

মহাব্বৎ। শোন পুত্র।

অজয়। না—না, পুত্র নই, আমি তোমার শত্রু। আমার মাকে তুমি হত্যা করেছ; আমি তোমায় কোনদিন ক্ষমা করব না—কোনদিন নয়।

[প্রস্থান।

সগর। অজয়!

মহাব্বৎ। ফেরাও পিতা, ফেরাও; অবোধ বালক হয়ত নদীতে ঝাঁপ দিতে ছুটল।

সগর। যাক্ যাক্, সব যাক্। আমি কি করব? তোমার মত বাপ যার, তার মরাই ভাল।

[প্রস্থান।

মহাব্বৎ। বল হে তেত্রিশ কোটি দেবতা, বুকের রক্ত তোমাদের অঞ্জলি দিলেও আর কি আমায় গ্রহণ করবে না?

মৈনাকের প্রবেশ।

মৈনাক। ও খাঁ সাহেব, ও খাঁ সাহেব,—

মহাব্বৎ। আঃ—তুমি আবার এখানে কেন?

মৈনাক। আমাকে দেখলে তুমি এমন কুকুর তাড়া কর কেন বল দেখি। বলি আমি একটা মানুষ ত?

মহাব্বৎ। আমি তোমায় মানুষ বলে স্বীকার করি না।

মৈনাক। স্বীকার করে দেখ না, ঠকবে না।

মহাব্বৎ। মানুষ হলে তুমি বাদশার মোসাহেবি করতে না। তোমার পিতা দলপৎকে হত্যা করেছিল এই বাদশা নয়?

মৈনাক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহাব্বৎ। তবে?

মৈনাক। তবে আবার কি? বাদশা হুকুম দিলেন, তোমার মুসলমানী স্ত্রীকে ত্যাগ কর। পিতা বাদশার লোককে কুত্তা লেলিয়ে দিলে। তারপর বাদশা যদি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মাথাটা নামিয়ে দেয়, সে কি অন্যায়?

মহাব্বৎ। অন্যায় নয়?

মৈনাক। তুমি কিচ্ছু বোঝ না? তোমার মেয়েকে যদি আমি বিয়ে করে সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দিই, তুমি সইবে?

মহাব্বৎ। মেয়ে আমার নেই, সইতেও হবে না। কি জন্যে এসেছ বলে বিদেয় হও।

মৈনাক। আরে, তুমি এখনও এখানে বসে আছ কেন? পালাও।

মহাব্বৎ। পালাব কেন?

মৈনাক। না পালাও মর গে যাও।

মহাব্বৎ। মরব কেন বেয়াকুব?

মৈনাক। তুমি তাহলে কোন কথাই শোন নি?

মহাব্বৎ। কিসের কথা?

মৈনাক। আরে, তোমাকে যে গ্রেপ্তার করতে আসছে।

মহাব্বৎ। কি, গ্রেপ্তার করতে আসছে মহাব্বৎ খাঁ কে? সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের হুকুমে বুঝি?

মৈনাক। আর গ্রেপ্তার নাই বা করবে কেন? তুমি হিসেব দেবে না?

মহাব্বৎ। না। মহাব্বৎ খাঁ হিসেব দিয়ে চাকরী করে না। দিলে না, আমাকে রাজভক্তি নিয়ে এরা মরতে দেবে না। যাও মৈনাক, কথাটা বলে ভালই করেছ তুমি। আমি এই দুশ্চরিত্রা নারীকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব যে মহাব্বৎ খাঁ সদ্ব্যবহারের বন্ধু, অসদ্ব্যবহারের যম। শাজাহান কোথায় জান?

মৈনাক। আরে, তাঁকেও ত গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিল। তিনি এতক্ষণে লাহোরে পৌঁছে গেছেন।

মহাব্বৎ। আমিও যাচ্ছি। দেখব কত শক্তি ধরে এই সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

[প্রস্থান।

মৈনাক। প্রস্তুত হও সম্রাট জাহাঙ্গীর। তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

[প্রস্থান।

—:o:—

চতুর্থ দৃশ্য :

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। কোথাও ত দেখতে পাচ্ছি না। লোকটা কি হাওয়ায় মিশে গেল? দাদা, দাদা, ভাইজান,—

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। কে এখানে? শাহজাদা ঔরংজেব? জাঁহাপনা কোথায়?

ঔরংজেব। খুঁজে নিন গে যান। আমি আমার দাদাকে খুঁজছি। দেখেছেন তাকে?

আব্বাস। দেখেছি। সে পিতামাতার সঙ্গে চলে গেছে।

ঔরংজেব। চলে গেছে? কখন গেল? কি করে গেল? বুঝেছি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার সময় পিতা তার পেয়ারের ছেলেকে সঙ্গে

করে নিয়ে গেছেন। আমিও যে তাঁর ছেলে, সে কথা বোধহয় তাঁর মনেও নেই।

আব্বাস। সম্রাট কোন্ কক্ষে আছেন?

ঔরংজেব। যে কক্ষে অষ্টপ্রহর থাকেন, সেই কক্ষে।

আব্বাস। তাই ত। আমার যে তাঁর কাছে বিশেষ দরকার। তুমি একবার যাবে ভাই? গিয়ে বল আব্বাস খাঁর জরুরী আরজ আছে। যাও যাও, দেরী করো না।

ঔরংজেব। ক্ষেপেছ? সম্রাট এখন শরাবের মহিমায় খোয়াব দেখছেন, আমি তাঁর খোয়াব ভেঙ্গে মহাপাপ করতে পারব না।

আব্বাস। ছিঃ শাহজাদা, শাহানশাকে তুমি এমনি অবজ্ঞা কর? তিনি তোমার গুরুজন—ভক্তিভাজন।

ঔরংজেব। ভক্তিভাজন বই কি? শরাব আর নারী যাদের নিত্যসাথী, তাদের ভক্তি করব না ত করব কাকে? পুরুষগুলো চেনে শরাব, আর নারীরা চেনে পোশাক। এ বংশে জন্মানোই আমার অন্যায় হয়েছে।

আব্বাস। ছিঃ শাহজাদা, তুমি তোমার বংশের নিন্দা কচ্ছ?

ঔরংজেব। প্রশংসার যে কিছু পাচ্ছি না মিঞা। এরা ছেলে বুড়ো সব সমান। পিতাকে দেখুন; নিজের মাথার জন্যে জামীন রেখে গেলেন আমাদের দু-ভাইকে। যেমন করেই হোক, বড় ছেলেকে তিনি নিয়ে চলে গেলেন, আর আমি পড়ে রইলুম পাতশা বেগমের উন্মুক্ত তরবারির তলায়।

মৈনাকের প্রবেশ।

মৈনাক। এ বড় অন্যায় কথা। বড় ছেলেই তাঁর ছেলে, আর ছোট ছেলে কি বানের জলে ভেসে এসেছে?

আব্বাস। তুমি আবার এখানে কেন মৈনাক?

মৈনাক। কথাটা শুনেই ছুটে আসছি মিঞা। সত্যি সত্যি শাহজাদা শাজাহান তোমাকে মর্ত্তমান কলা দেখিয়ে বীরদর্পে পালিয়ে গেল? যাবার সময় তোমাকে না কি এক ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে গেছে?

আব্বাস। তুমি চিরদিনই সত্যবাদী।

মৈনাক। সে ত সবাই জানে। কটা দাঁত ভেঙ্গেছে হে?

আব্বাস। থামো।

মৈনাক। আরে, আমি থামলে কি হবে? লোকে ত থামবে না। রাস্তাঘাটে সবাই বলাবলি কচ্ছে, তোমাকে নাকি শাহজাদা জুতোপেটা করে পালিয়ে গেছে। যত আমি বলি, জুতো নয়, ঘুঁষি, ততই বেশী করে বলে। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে মিঞা। তুমি যে তার মামু হে। তোমাকে সে ঘুঁষিয়ে দিলে?

আব্বাস। বেশী উত্যক্ত করলে আমি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেব।

মৈনাক। আমার মাথা ত সবাই ওড়ায়। তাই বলে তুমি এত বড় একটা মনসবদার, তোমাকে ঘুঁষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেবে? যাচ্ছি আমি সম্রাটের কাছে। তোমার পবিত্র দাঁত যে ভেঙ্গেছে—

আব্বাস। তুমি একটি দুপেয়ে গর্দ্দভ।

মৈনাক। নইলে তোমার সঙ্গে দোস্তি করব কেন?

আব্বাস। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাহজাদার মাথাটি চর্ব্বণ কর; আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

মৈনাক। তোমার বাপজান এ করলে কি হে? তোমাকে শত্রুর কবলে ফেলে বড় ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গেল? আবার নাকি

বলেছে,—ও বিচ্ছু শয়তান আমার কেউ নয়; ও গোখরো সাপের বাচ্ছা। ও মরে মরুক। আমি হলে এমন বাপের মুখ দেখতুম না।

ঔরংজেব। আমি কি দেখব না কি?

মৈনাক। আর তোমার বড় ভাইটিই বা কি রকম? একা সে গেল কি বলে? ছোট ভাই বলে কথা। তাকে জল্লাদের মুখে ফেলে দিয়ে চলে গেল? আবার না কি বলে,—আমি বড় হলে ওর মাথা নেব।

ঔরংজেব। মাথা নেবে! কার কাছে বলেছে?

মৈনাক। এই আব্বাস মিঞার কাছে। তোমার কাছে শরমে বললে না। তুমি একটু সাবধানে থেকো শাহজাদা। বলা যায় না। দারা যদি সত্যি সত্যি তোমার মাথা নেয়—

ঔরংজেব। কে কার মাথা নেয়, আমি দেখে নেব।

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। আরে, থামো থামো। বীরদর্পে কার মাথা নিতে যাচ্ছ?

ঔরংজেব। তোমার।

জাহাঙ্গীর। তা ত নেবেই। মোগল রাজবংশে জন্মেছ, আত্মীয়ের মাথা নেবে না? কিন্তু দাদুর মাথা নেবার রেওয়াজ ত এ বংশে নেই। আমরা সবাই পিতার মাথার উপর তরবারি তুলেছি। আমি আমার পিতার গর্দ্দান লক্ষ্য করেছিলাম, আমার পুত্র আমার গর্দ্দান নিতে হাত বাড়িয়েছে। তোম্ ভি ওইসা কাম্ করো, বাপকো খুন করকে দরিয়ামে ডাল দেও, ভাই বেয়াদারকো আঁখ উতারকে ফাটকমে কয়েদ করো।

ঔরংজেব। খোয়াব দেখছ না কি?

জাহাঙ্গীর। চলে গেল? মাথা উঁচু করে সদর্পে চলে গেল! বৃদ্ধ পিতার মুখের দিকে একবার চাইলে না? বিমাতা পর বলে পিতাও কি পর? তার স্নেহের দরবারে পুত্রের কি কোন আরজ ছিল না? যানে দেও, লেড়কা উরি বিলকুল দুশমন।

মৈনাক। ঠিকই বলেছেন জাঁহাপনা। নইলে দারা আপনাকে ফেলে বাপের সঙ্গে চলে যেতে পারে!

জাহাঙ্গীর। দারা চলে গেছে? কখন গেল? কেমন করে গেল? সুরক্ষিত প্রাসাদ থেকে একটা রাজবংশধর পালিয়ে গেল, আর কেউ তাকে দেখতে পেলে না? কে তাকে বের করে দিলে?

মৈনাক। আমার মনে হয় মহাব্বৎ খাঁ।

জাহাঙ্গীর। মহাব্বৎ খাঁ এখনও গ্রেপ্তার হয় নি?

মৈনাক। কি করে হবে? শুনছি না কি শাহজাদা পরভেজ তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

জাহাঙ্গীর। বাইরে দুশমন, ঘরেও দুশমন? যাও মিঞা, শাহজাদা পরভেজকে সেলাম দেও।

মৈনাক। আজ্ঞে শাহজাদাকে—

জাহাঙ্গীর। নিকালো উল্লু। হুকুম তামিল করো।

মৈনাক। [স্বগত] আয় বৃষ্টি ঝেপে, ধান দেব মেপে।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। দারাকে নিয়ে গেল, আর তোমাকে নিয়ে গেল না।

ঔরংজেব। আমি ত বাপ-মার ছেলে নই; পথ থেকে বোধহয় আমায় কুড়িয়ে এনেছিল।

জাহাঙ্গীর। যা—যা, চলে যা। সে যখন গেছে, তুই আর

থেকে কি করবি? আমি বরং মৈনাককে দিয়ে এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা কচ্ছি।

ঔরংজেব। আমি যাব না।

জাহাঙ্গীর। তোর বাবা ঠিক আবার বিদ্রোহ করবে। তখন পাতশা বেগমের আদেশে তোরই হয়ত—না—না, তা আমি হতে দেব না। কথা শোন্ ভাই, তুই চলে যা।

ঔরংজেব। না। তোমার পাতশা বেগমকে তুমি ভয় কর, আমি তাকে নারী ছাড়া আর কিছুই মনে করি না।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। তাই তিনদিন ধরে আর কেউ আমার শরাবের পাত্র লুকিয়ে রাখে না। পালিয়ে গেল? যাবিই যদি, আমাকে বললি না কেন? আমি কি তোকে জোর করে ধরে রাখতুম বদমায়েস? যা—যা, দূর হয়ে যা। দাদু তোকে ছাই খাওয়াত, আর বাপ-মা তোকে রাজভোগ খাওয়াবে। তারা বনে জঙ্গলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, আর তুই তাদের পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবি। পায়ে কাঁটা ফুটবে, মাথায় আগুন জ্বলবে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে হয়ত—না—না, এ আমি কি বলছি? খোদা,—এ গরীব আদমীকো আরজ শুনো, বাচ্ছাকো জিন্দা রাখো মেহেরবান্।

নূরজাহানের প্রবেশ।

নূরজাহান। শুনেছ জাঁহাপনা? শাজাহান—

জাহাঙ্গীর। দারাকে নিয়ে চলে গেছে। যেতে দাও, যেতে দাও। কার জন্যে কার দিন অচল হয়ে থাকে বল। বেইমান, সব বেইমান।

নূরজাহান। নাতীর কথা ভুলে যাও জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। ভুলব না ত কি? ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এ ত নাতী।

নূরজাহান। শাজাহান আব্বাস খাঁর সৈন্যদল ভেদ করে লাহোরে চলে গেছে জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। যানে দেও। আমি আর তার মুখ দেখব না।

নূরজাহান। তা ত দেখবে না। কিন্তু লাহোর যদি সে অধিকার করে?

জাহাঙ্গীর। তাহলে সে লাহোর নিয়েই থাকবে। আর আমি তাকে কিছুই দিয়ে যাব না।

নূরজাহান। এত বড় বিদ্রোহীকে তুমি ক্ষমা করবে?

জাহাঙ্গীর। ক্ষমা করব? আমার প্রাসাদ থেকে সে একটা জলজ্যান্ত মানুষকে চুরি করে নিয়ে গেল, আর আমি করব ক্ষমা? খবরদার, ক্ষমার কথা তুমি বলো না বেগম। আমি মহাব্বৎ খাঁকে পাঠিয়ে আবার তাকে শৃঙ্খলিত করিয়ে আনব। ছেলেটাকে ত ছিনিয়ে নেবই। তারপর এই লোলবক্ষ তার সামনে উন্মুক্ত করে বলব,—আমার ছেলে যদি তুমি হও, খোদার কসম, আমার শেষ হুকুম তামিল কর; আমার বুকে তোমার তরবারি বিঁধিয়ে দাও। ডাক মহাব্বৎ খাঁকে।

নূরজাহান। মহাব্বৎ খাঁ বিদ্রোহী।

জাহাঙ্গীর। মহাব্বৎ খাঁও বিদ্রোহী!

নূরজাহান। তোমার মনে নেই, তুমি তাকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছ?

জাহাঙ্গীর। নিশ্চয়ই দেব। জাহাঙ্গীর কারও চোখ রাঙানি সহ্য করে না। আমার হুকুমেও সে কিছুতেই কান্দাহার গেল না?

নূরজাহান। মহাব্বৎ খাঁ কেন কান্দাহার যাবে? কান্দাহারে যাবার কথা ছিল শাজাহানের। এই ধর্ম্মত্যাগী হিন্দু বিহারে আর বাঙ্গলায় বহু লুণ্ঠিত অর্থ আত্মসাৎ করেছে। কিছুতেই সে হিসেব দেবে না। তুমি তাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিয়েছিলে। জানিনা কোন্ গৃহশত্রুর কাছে সংবাদ পেয়ে সে লাহোরে চলে গেছে।

জাহাঙ্গীর। শাজাহানের সঙ্গে যোগ দেবে বুঝি?

নূরজাহান। দিয়ে বসে আছে! মহাব্বৎ খাঁর সাহায্যে শাজাহান এবার দিল্লী অভিযান করবে।

জাহাঙ্গীর। দারাও নিশ্চয় সঙ্গে আসবে।

নূরজাহান। তোমার কি দারা ছাড়া আর কথা নেই? বারবার তারা এমনি রাজদ্রোহ করবে, আর তুমি তাদের শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দেবে? শোন সম্রাট, রাজত্বই যদি তোমায় করতে হয়, বিদ্রোহের শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দাও।

জাহাঙ্গীর। তা ত দিতেই হবে। কবরে যাবার আগে আমি ওদের জানিয়ে দিয়ে যাব যে সম্রাট জাহাঙ্গীর এখনও তরবারি ধরতে জানে।

নূরজাহান। ভয় কি তোমার? তুমি শুধু সৈন্যদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নির্দ্দেশ দেবে। বিশ হাজার সৈন্যের তরবারি যখন সূর্য্য-কিরণে ঝলসে উঠবে, তখন শাজাহান আপনি এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, মহাব্বৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। ওঠ তুমি দৃপ্ত সিংহ, ফেরুপালের অসার আস্ফালন বরদাস্ত করতে তোমার জন্ম হয় নি। তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন তোমার পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আকবর; তোমায় দোয়া করবে কোরাণ, হাদিস, শরিয়ৎ।

পরভেজের প্রবেশ।

পরভেজ। আমায় স্মরণ করেছেন পিতা?

জাহাঙ্গীর। এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হল? আমি তোমায় বেঁধে চাবুক মারব।

পরভেজ। কোন্ অপরাধে পিতা?

জাহাঙ্গীর। এত বড় হিম্মৎ তোমার, তুমি শাজাহানকে পালিয়ে যেতে সাহায্য কর?

পরভেজ। কে বলেছে?

জাহাঙ্গীর। এই যে এইমাত্র কে বলে গেল? কে বললে বেগম?

নুরজাহান। যেতে দাও। ওসব কথায় কি কান দিতে আছে? মহাব্বৎ খাঁ হয়ত মহৎ উদ্দেশ্তে মিথ্যা কথা বলেছে। সে জানে শাহজাদা পরভেজ দিল্লীর মসনদের উত্তরাধিকারী। পরভেজ বেঁচে থাকতে এই ধর্ম্মত্যাগী রাজপুতের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হবে না। তাই তাকে সম্রাটের বিরাগ ভাজন করতে চায়। তুমি দুঃখিত হয়ো না পুত্র। একথা আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি নি।

জাহাঙ্গীর: বিশ্বাস আমিও বোধহয় করি নি।

পরভেজ। তুমি এ কি বললে আম্মা? মহাব্বৎ খাঁ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়? আমি এই শয়তানের গর্দ্দান নেব।

নুরজাহান। পারবে না পুত্র। সে মহাশক্তিধর, আর তুমি দুর্ব্বল।

পরভেজ। কি, আমি দুর্ব্বল? তোমার এইসব কথাই আমার ভাল লাগে না।

নুরজাহান। আমাদেরও ত ভাল লাগে না পুত্র দিল্লীর ভাবী সম্রাটকে শরাব আর বাঈজী নিয়ে যখন মশগুল থাকতে দেখি।

চোখ ফেটে জল আসে বাবা, যখন কান পেতে শুনতে হয় মহাব্বৎ খাঁ বলছে,—"পরভেজ একটা দুপেয়ে জানোয়ার।"

পরভেজ। কোথায় গেছে সে ভেড়ীকা বাচ্ছা?

নূরজাহান। মানী লোকের মানহানি করো না পুত্র। শুনছি সে লাহোরের দিকে গেছে। আমি তাকে বলেছিলাম,—হুঁশিয়ার মহাব্বৎ খাঁ, শাহজাদা পরভেজের নামে কটূক্তি করলে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করব।

পরভেজ। অনুমতি দিন পিতা। আমি এই শয়তানকে বেঁধে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

জাহাঙ্গীর। যাবে? কিন্তু—

নূরজাহান। পুত্রের সদিচ্ছায় বাধা দিও না জাঁহাপনা। তবে সৈন্য সামন্ত সঙ্গে না নিয়ে তোমাকে আমরা তার সম্মুখীন হতে দেব না। সম্রাটের অনুমতি পেলে পাঁচশো ফৌজ শাহজাদার সঙ্গে যেতে পারে।

জাহাঙ্গীর। বেশ, তবে তাই হোক। খোদাতালা তোমার সহায় হন।

পরভেজ। আপনি চিন্তিত হবেন না পিতা।

জাহাঙ্গীর। না—না, চিন্তার কি আছে? দিল্লীর ভাবী সম্রাট তুমি, এখন থেকে—

নূরজাহান। বিদ্রোহ দমন না করলে চলবে কেন?

জাহাঙ্গীর। তবে কি জান? খসরু কবরে গিয়ে আমার মনটাকে বড় দুর্ব্বল করে দিয়ে গেছে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, একে একে সব প্রদীপগুলো দপদপ করে নিভে যাচ্ছে। যাক যাক, দেখ,—সেই ছেলেটার সঙ্গে যদি দেখা হয়—তাকে বলো, তার জন্যে

আমার একটা নিঃশ্বাসও পড়ছে না। আবার যদি আসে, আমি তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব।

নূরজাহান। চল পুত্র, আমি তোমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দিই। মমতায় অবশ্য চোখে জল আসছে। তবু উপায় নেই। দিল্লীর ভাবী সম্রাট তুমি; যেখানে যত বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে, সব তোমায় নিভিয়ে দিতে হবে পুত্র। তুমি সম্রাটকে মহাব্বৎ খাঁর ছিন্নশির সওগাত দেবে, আর সম্রাট দেবেন তোমায় দিল্লীর রাজ-মুকুট।

[পরভেজ সহ প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। না—না, কাজটা ভাল হল না। ফেরাও বেগম, পরভেজকে ফেরাও। পরভেজ,—

গীতকণ্ঠে মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী।   গীত।

কবর খুঁড়ে রাখ!
বিষের তরু করলি রোপন, করবি না ফল পরিপাক?
একে একে নিভবে বাতি, উঠবে কান্না রোল,
পাপের ক্ষেতে ফল ধরেছে, এবার ফসল তোল;
খুন ঝরালি পরের বুকে,
থাকবি কি তুই পরম সুখে,
বলেছে কোন আহাম্মুকে, শোন বাজে ধরমের ঢাক।

জাহাঙ্গীর। কে তুমি ভয়াল? মানুষ না দেও?

মেহেদী। মানুষই ছিলাম, তুমিই আমায় পশুতে পরিণত করেছ। আজ মানুষ দেখলেই আমার মাথায় খুন চাপে। বিশেষতঃ এই বাদশাহী বংশের মানুষ।

জাহাঙ্গীর। কেন? কি করেছে তোমার বাদশাহী বংশ?

মেহেদী। কি করেছে জান না? একদিন আমাদের সোনার সংসারে আনন্দের বান ডেকে এসেছিল। তুমি বিনাদোষে আমাদের সুখের নীড় ভেঙ্গে দিয়েছ। শের আফগানকে মনে নেই শাহানশা?

জাহাঙ্গীর। শের আফগান!

মেহেদী। হ্যাঁ জাঁহাপনা, যাকে অকারণ হত্যা করে তুমি তার বিবিকে সাদি করেছ। সে মরে নি। তার ভাইয়ের মধ্যে সে লুকিয়ে আছে। সর্ব্বহারা আমি তোমার প্রাসাদময় নিঃশ্বাস ছড়িয়ে যাচ্ছি। এই নিঃশ্বাসের অগ্নিতাপে তোমার সুখ-শান্তি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। ওরে, কে আছিস? পরভেজকে ফিরিয়ে আন। শান্ত্রি, প্রহরি, সৈন্যগণ প্রাসাদে দুশমন প্রবেশ করেছে। পাকড়ো, পাকড়ো।

[প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম দৃশ্য ।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

মৈনাক ও গঙ্গাবাঈয়ের প্রবেশ।

গঙ্গাবাঈ। আচ্ছা, তোমার ব্যাপারখানা কি? ক'দিন ঘরে যাও নি শুনি।

মৈনাক। রোজই ত যাই।

গঙ্গাবাঈ। কখন যাও?

মৈনাক। যখন তুমি ঘুমিয়ে পড়। জানালা দিয়ে দেখি তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছ, দেখে আমি নিঃশ্বাস ফেলে চলে আসি।

গঙ্গাবাঈ। মিছে কথা বলো না।

মৈনাক। তেড়ে আসছ কেন প্রিয়ে? পতিকে কি এভাবে তেড়ে আসতে আছে?

গঙ্গাবাঈ। পতির বালাই নিয়ে মরি।

মৈনাক। তা না হয় মরলে। কিন্তু তুমি সোজা এখানে চলে এলে কেন? জান ত বাদশা জাহাঙ্গীর পরের সুন্দরী বউ দেখলেই উপসে ওঠে। তোমাকে দেখে যদি বেগম করে নিয়ে নেয়?

গঙ্গাবাঈ। নেয় নেবে।

মৈনাক। নেবে? আমার কথা না হয় নাই বললুম, তোমার বোনকে না হয় সাতপাক ঘুরিয়ে নেব। কিন্তু তোমার উপায় কি হবে গঙ্গামণি? ষাঁড়ের ডালনা খেতে পারবে?

গঙ্গাবাঈ। বাজে কথা বলো না বলছি। ধুলো পায়ে ঘরে চলে এস, নইলে আজ তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

মৈনাক। আমার বিরহে তুমি কি বড়ই কাতর হয়েছ প্রিয়ে?

গঙ্গাবাঈ। থামো। কেন এতদিন ঘরে যাও নি, তার হিসেব দাও।

মৈনাক। যাবার কি অবসর আছে গঙ্গামণি? কাজের উপর কাজ, তার উপর কাজ। যখনি কোন কিছু লেখাপড়ার কাজ পড়ে, ডাক মৈনাককে। মীর বক্সীর কাজ ত চাট্টিখানি কথা নয়।

গঙ্গাবাঈ। ওঃ—কত বড় বক্সী সে আমার জানতে বাকী নেই। লেখা দেখলে চক্ষু চড়কগাছ। একটা মাছি যেন পায়ে কালি মেখে কাগজের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে। আসল কথা আমি বুঝি না মনে করেছ?

মৈনাক। কি বুঝেছ প্রিয়ে?

গঙ্গাবাঈ। তুমি সাপের গালেও চুমো খাচ্ছ, আবার ব্যাঙের গালেও চুমো খাচ্ছ। এরা একেই নিজেরা কামড়া কামড়ি করে মচ্ছে, তার উপর তুমি আবার একজনের পেছনে আব একজনকে লেলিয়ে দিচ্ছ।

মৈনাক। এ তুমি বলছ কি গঙ্গাবাঈ?

গঙ্গাবাঈ। বলছি তুমি মরবে কবে?

মৈনাক। তুমি যেদিন বিধবা হবে।

গঙ্গাবাঈ। চালাকি পেয়েছ? তুমি এমনি করে মনিবের সংসারে আগুন ধরিয়ে দেবে, আর আমি তাই সইব মনে করেছ?

মৈনাক। তোমার যে দরদ উথলে উঠল দেখছি।

গঙ্গাবাঈ। উঠবে না? আমার বাবা জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত

এই বাদশাহী বংশের নুন খেয়েছে। আমাদের পেটে এদের ভাত এখনও গজগজ কচ্ছে।

মৈনাক। সেই জন্যেই এত চোঁয়া ঢেকুর ওঠে।

গঙ্গাবাঈ। মশকরা করো না। এদের গায়ে কাঁটা ফোটালে আমি তোমায় আস্ত গিলে খাব।

মৈনাক। তুমি কি পাগল হয়েছ? আমার মত রাজভক্ত—

গঙ্গাবাঈ। থামো! রাজভক্তের বালাই নিয়ে মরি।

মৈনাক। মরবে কেন? ছ্যাঃ। তুমি বেগম হয়ে বসে আছ।

গঙ্গাবাঈ। ফের বেগম?

মৈনাক। আরে, তুমি চটছ কেন? নূরজাহান বুড়ী হয়েছে, ওকে নিয়ে বাদশার আর চলছে না। তোমাকে পেলে বুড়ো লুফে নেবে। চল আমি নিজে তোমায় সম্প্রদান করে আসি। আমি না হয় ওই বুড়ীটাকে নিয়েই ঘর করব। হাজার হোক, চুল ত আর পাকে নি; মরা হাতী লাখ টাকা।

গঙ্গাবাঈ। যাচ্ছি আমি বেগমসাহেবার কাছে। আজই তোমার চাকরি ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাব।

মৈনাক। তার চেয়ে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।

গঙ্গাবাঈ। আমার চোখের উপর তুমি এদের ক্ষেতি করবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

মৈনাক। বলছি ত আর ক্ষেতি করব না। তুমি এখন যাও। বুড়ো বাদশার নজরে পড়লে এখনি চেটে মেরে দেবে। যাও যাও।

গঙ্গাবাঈ। কখ্খনো যাব না। আমি বেগমের কাছে তোমার জারিজুরি ফাঁস করে দিয়ে যাব।

মৈনাক। তারপর যখন আমার আড়াই পোঁচ দেবে।

গঙ্গাবাঈ। তখন মরবে।

মৈনাক। আর তুমি বেগম হয়ে উড়বে।

গঙ্গাবাঈ। আবার বেগম? যত বারণ করি, ততই তুমি উপসে ওঠ। দাঁড়াও তোমার ছেরাদ্দের ব্যবস্থা কচ্ছি। ও বেগম সাহেবা, ও বেগম সাহেবা,—

মৈনাক। এই রে, বাদশা আসছে।

গঙ্গাবাঈ। কই? কোথায়? পথ ছাড়, আমি যাই।

মৈনাক। যাবে কেন? বেগম হয়ে যাও।

গঙ্গাবাঈ। দূর বেগমের নিকুচি করেছে।

[মৈনাককে ঠেলিয়া প্রস্থান।

মৈনাক। রাজভক্তির বালাই নিয়ে মরি। আমার বাপ-মাকে যে খুন করেছে, তাকে আমি—

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। কি হে মুরুব্বি, কাজ কারবার চলছে কেমন? আজ ক'জনের পেছনে ক'জনকে লেলিয়ে দিলে?

মৈনাক। হেঃ-হেঃ, শাহজাদা অত্যন্ত রসিক।

শারিয়ার। যা বলেছ। আচ্ছা, মহাব্বৎ খাঁ যে টাকা চুরি করেছে, এ খবরটা সম্রাজ্ঞীর কাণে কে পৌঁছে দিয়েছে বল ত?

মৈনাক। টাকা চুরি করেছে না কি?

শারিয়ার। তুমি জান না? না জানাই ভাল। মহাব্বৎ খাঁর রাজপুতের রক্ত কি না, একবার যদি গরম হয়ে ওঠে, তোমার মাথাটা হাওয়ায় উড়ে যাবে। আচ্ছা মুরুব্বি, সেদিন মহাব্বৎ খাঁর

ঘর থেকে তোমাকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম কেন? তাকে লাহোরে চালান করে এলে বুঝি?

মৈনাক। এসব আপনি কি বলছেন শাহজাদা?

শারিয়ার। চোখ কপালে তুললে যে? শাহজাদা পরভেজকে মহাব্বৎ খাঁর পেছনে লেলিয়ে দিয়ে তুমি কিন্তু ভালই করেছ মৈনাক।

মৈনাক। আমি কেন লেলিয়ে দেব? লেলিয়েছেন ত আপনি।

শারিয়ার। আমি একমেটে করেছি, তুমি দোমেটে করেছ। এইবার ঢাক ঢোল বেজে উঠবে, লক্ষ বলি হবে, আর তুমি দাঁত বার করে হাসবে। হ্যাঁ হে মৈনাক, তুমি ত হিমালয়ের ব্যাটা—ইন্দ্রের ভয়ে সাগরে ডুব মেরেছ। [সুরে] কোন্‌টি তোমার আসল নাম, শুধাই তোমারে।

মৈনাক। হেঃ-হেঃ।

শারিয়ার। দাঁত দেখিও না মুরুব্বি। কার ছেলে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? চাকরি করতে ত তুমি আস নি। আমি দেখেছি, মাইনে পেয়ে তুমি সব ভিখিরীদের বিলিয়ে দাও। আমি দেখেছি, রাত্রির অন্ধকারে মন্দিরে বসে তোমাকে মহাচণ্ডীর আহ্বান করতে, আরও দেখেছি নির্জনে বসে কার ছবি হাতে নিয়ে অঝোর ঝরে কাঁদতে। কে তুমি? কি চাও তুমি? বল, বলতে হবে, নইলে আমি তোমাকে খুন করব।

নূরজাহানের প্রবেশ।

নূরজাহান। শারিয়ার,—

মৈনাক। [ছাড়া পাইয়া কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।]

শারিয়ার। ফরমাইয়ে আম্মাজান।

নূরজাহান। শাজাহান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে শুনেছ ?

শারিয়ার। আবার বিদ্রোহ ? এসব কি অন্যায় !

নূরজাহান। মহাব্বৎ খাঁ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

শারিয়ার। কি সর্ব্বনাশ ! তারপর ?

নূরজাহান। তারা লাহোর অধিকার করেছে।

শারিয়ার। তবে ত দিল্লী অধিকার করতে আর দেরী নেই।

নূরজাহান। তা আমি হতে দেব না; দিল্লীর ভাবী সম্রাট শাহজাদা শারিয়ার।

শারিয়ার। সে ত তুমি বরাবরই বলছ। কিন্তু আশা ত আমি কিছু দেখছি না। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

নূরজাহান। থামো। দুঃখ ! পুরুষের আবার কিসের দুঃখ ? আমি বলছি, তুমি সম্রাট হয়ে বসে আছ। যত বাধাই আসুক, আমি দু'পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ করে দেব। নূরজাহান কখনও পিছু হটে নি। সে আশমানের তারা হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে চেয়েছে; তারা আপনি এসে তার হাতে ধরা দিয়েছে।

শারিয়ার। তাই ত তোমাকে এত ভক্তি করি আম্মা। [স্বগত] কখন যাবে রে বাবা ? বুকটা টিপ্ টিপ্ কচ্ছে।

নূরজাহান। শোন শারিয়ার। সম্রাট নিজে বিদ্রোহ দমন করতে যাচ্ছেন।

শারিয়ার। সে কি ! পিতা এই বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধ করবেন ?

নূরজাহান। যুদ্ধ হয়ত করতে হবে না। তিনি শুধু সৈন্যদের পুরোভাগে বসে থাকলেই চলবে।

শারিয়ার। সে কাজটা ত আমিও করতে পারি।

নূরজাহান। না। সম্রাটের ইচ্ছা, তিনি নিজেই সৈন্যচালনা

করেন। আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আগ্রায় অপেক্ষা করব। তুমি এই প্রাসাদেই বসে থাকবে। আমার হুকুম ছাড়া প্রাসাদ ছেড়ে এক পাও নড়বে না।

শারিয়ার। সে ত তুমি আগেই বলে রেখেছ।

নুরজাহান। বলা সত্ত্বেও তুমি এক পক্ষ আগে আমাকে না জানিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? শাজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বুঝি?

শারিয়ার। এ তুমি কি বলছ?

নুরজাহান। শাজাহানকে কে বলেছে যে কান্দাহারের সুবেদার আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করে গেছে? কে বলেছে যে কান্দাহারে বিদ্রোহের বাষ্পও নেই?

শারিয়ার। মৈনাক বলে নি ত?

নুরজাহান। মৈনাক তখন আমার সঙ্গে মিরহিন্দে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে শাজাহানেব সাক্ষাৎ হয় নি?

শারিয়ার। কই, না ত।

নুরজাহান। আমি কিন্তু খুশী হতে পাচ্ছি না পুত্র। বয়সে যুবক হলেও তুমি চপলমতি বালক। আমার কথা না শুনে তুমি যদি বিপথে পা বাড়াও তাহলে তোমার সর্ব্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না। আমার হুকুম বইল শারিয়াব, লাইলীর উপদেশ তুমি শুনবে, কিন্তু মানবে না।

শারিয়ার। [স্বগত] স্বামীকে যে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়, তার মুখে একথা মানায় বটে!

নুরজাহান। কথা শুনতে পাচ্ছ?

শারিয়ার। তা পাচ্ছি বই কি? লায়লীর কোন কথাই আমি শুনব না।

নুরজাহান। শুনবে না কেন? আমি বলছি রাজনীতির কথা।

শারিয়ার। রাজনীতির কথা বলতে এলে আমি তার মাথা ঠুকে দেব।

নুরজাহান। কি পাগলের মত বকছ? তোমার কি কোনকালে বুদ্ধি হবে না?

লায়লীর প্রবেশ।

লায়লী। বেশী বুদ্ধিতে কাজ নেই মা; তুমি এখন এস। নিরীহ লোকটা সরতে সরতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, তবু তোমার ধমকানির শেষ নেই? তোমাকে ত হাজারবার বলেছি, বিশ বছর ধরে যাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন কচ্ছ, তাকেই গিয়ে শাসন কর; আমার এ কবিকুঞ্জে তোমার রাজনীতির খিচুড়ি ছড়াতে এস না।

নুরজাহান। লায়লি!

লায়লী। যা বলতে হয়, আমাকে বল, এই শান্তিপ্রিয় মানুষটাকে তুমি রেহাই দাও মা। ওগো, আজ তুমি গীতা পড়বে না? পড় না, আমিও একটু শুনি। তারপর? অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে হাত পা গুটিয়ে বসে রইল, কি বললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ?

শারিয়ার। ভগবান বললেন,—

নুরজাহান। ভগবানের কথা এখন থাক। শারিয়ার, দারাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে কে?

শারিয়ার। দারা নেই! তাই ত বটে; কদিন ত সে আমার কাছে আসে নি। কোথায় গেল, কেমন করে পাললে? এ নিশ্চয়ই মৈনাকের কাজ।

নুরজাহান। সবই মৈনাকের কাজ; আর তোমরা দুজন কিছুই জান না। লায়লি,—

লায়লী। বলে যাও।

নূরজাহান। শাজাহানকে যখন আব্বাস খাঁ গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, তখন তুমি সেখানে গিয়েছিলে কেন?

লায়লী। আমি দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নূরজাহান। আমি যদি বলি, তুমিই কৌশলে তাদের পালাবার পথ করে দিয়েছ?

লায়লী। তাহলে আমি বলব তুমি মিথ্যে কথা বলছ। কি গো, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? গীতা নিয়ে এস।

শারিয়ার। আচ্ছা, তাহলে আমি আসি আম্মা।

নূরজাহান। যা বলেছি, মনে রেখো। সাবধান, এর এক চুল যদি নড়চড হয়, তাহলে দিল্লীর মসনদ তোমাব ভাগ্যে জুটবে না, বুঝেছ?

শারিয়ার। আমি ত বুঝেছি। কিন্তু লায়লী বলে,—

নূরজাহান। লায়লী যা বলে, তার নাম উন্মাদের প্রলাপ।

শারিয়াব। আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে, ভয়ে বলতে পাচ্ছি না। তুমি মা হয়ে শেষকালে আমাকে একটা উন্মাদের হাতে তুলে দিলে? কিছুতেই আমাকে তলোয়ার ধরতে দেবে না? বলে, একটা কম্বলের তলায় পাঁচ জন ফকির শুয়ে থাকতে পারে, আর একটা রাজ্যে তিনজন শাহজাদার স্থান হবে না? না হয় আমরা গাছতলায় থাকব, তবু সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের রাজ্যলোভের ইন্ধন জোগাতে বড় ভাইদের বঞ্চিত করে তুমি মসনদ দখল করতে পাবে না। এমন স্ত্রী যার, তার নসীবে মসনদও নেই, সুখও নেই।

[লায়লীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া প্রস্থান।

নূরজাহান। লায়লি, আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি

যার জন্য এতবড় যজ্ঞ আরম্ভ করেছি, তুমি তাকে এমনি করে দমিয়ে দিও না।

লায়লী। আমিও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ক্ষমতার লড়াই করতে হয়, অন্য শাহজাদাদের নিয়ে কর, আমার স্বামীকে নিয়ে নয়।

নুরজাহান। লায়লি!

লায়লী। গীত :

চাই না হতে বাদশা বেগম, আমরা শুধু শান্তি চাই,
দুনিয়াটার গলা ধরে বলব তোরা ভগ্নী ভাই।
পথের কাঁটা হব না কার,
দেখব না কার মুখে আঁধার,
হাসিমুখে সবায় যেন মেজাজ শরীফ বলতে চাই।
চাই না মাগো মুক্তো মণি,
এ দুনিয়া রূপের খনি,
দুচোখ ভরে এ রূপ দেখে আমরা যেন চলে যাই।

নুরজাহান। কে আছ? আব্বাস খাঁকে সেলাম দাও।

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। আমি তোমার কাছেই আসছিলাম বহিন্।

নুরজাহান। কি করেছিল লায়লী সেদিন?

আব্বাস। আমি যখন শাজাহানকে গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম, তখন লায়লী আমার পা জড়িয়ে ধরলে, কিছুতেই আমায় বেরুতে দিলে না।

নুরজাহান। কেন?

আব্বাস। বললে, শাজাহান ওর একটা দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে, এর প্রতিশোধ চাই।

নূরজাহান। কোন দাঁতটা ভেঙ্গেছে লায়লি?

লায়লী। তোমার তা দেখবার দরকার নেই। তুমি এখন যাও দেখি, আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

আব্বাস: মায়ের সঙ্গে কি তুমি এমনি ব্যবহারই কর লায়লি?

লায়লী। আজ্ঞে হঁ্যা।

আব্বাস। ধিক তোমাকে।

লায়লী। ধিক্কার দিতে হয়, তোমার নিজের মেয়েকে গিয়ে দাও; রাজা বাদশার কথায় মনসবদারের মাথা না গলালেও চলবে।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। আমি এই অবাধ্য মেয়েকে নিয়ে কি করব বলতে পার? কারারুদ্ধ করব, না খুন করে যমুনায় ভাসিয়ে দেব?

আব্বাস। উত্তেজিত হয়ো না বহিন। শাজাহান বিদ্রোহী, মহাব্বৎ খাঁর আহ্বানে বহু সৈন্য তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বাইরে বিদ্রোহীরা গর্জ্জন কচ্ছে, ঘরে আর বিদ্রোহের আগুন জ্বালিও না। আমরা আজই রওনা হব বহিন। জাঁহাপনা তোমায় স্মরণ করেছেন। সেলাম বহিন, সেলাম।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। কে আছ এখানে? আসফ খাঁ মহাফেজখানায় বসে আছেন, তাঁকে সেলাম দাও। একি! একি!

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। মেহের!

নূরজাহান। এখানে কেন শাহানশা? বাঁদী এখনি আপনার দরবারে উপস্থিত হত।

জাহাঙ্গীর। আর সময় নেই বেগম। সৈন্যগণ প্রস্তুত, এখনি আমাদের যাত্রা করতে হবে। যাবার জন্যে যতবার পা বাড়াতে চাই, ততবারই প্রাসাদের ইট কাঠগুলো যেন আমায় পিছু ডাকে; মিনারে মিনারে কারা যেন অট্টহাসি হাসে। মনে হচ্ছে নূরজাহান, আশৈশবের লীলাভূমি এই রাজপ্রাসাদ একবার দোর বন্ধ করলে আর দোর খুলবে না।

নূরজাহান। আশ্চর্য্য সম্রাট; এত সাগর পার হয়ে এসে তুমি শেষে গোষ্পদে ডুবে গেলে? একটা সামান্য বিদ্রোহ দমন করতে তোমার আজ এত ভয়?

জাহাঙ্গীর। সম্রাট জাহাঙ্গীর ভয় কাকে বলে জানে না। আমি ভাবছিলাম কি জান? পিতা-পুত্রে যুদ্ধ; এ যুদ্ধে যারই পরাজয় হক, ক্ষতি হবে আমারই। শাজাহানকে ডেকে এনে সন্ধি করলে হয় না?

নূরজাহান। আবার সন্ধি সম্রাট? পিতার মমতা কি বাদশাহী মর্য্যাদাকে ছাপিয়ে যাবে?

জাহাঙ্গীর। মমতা নূরজাহান? আমার মায়া মমতা স্নেহ-ভালবাসা সব একজনের পায়েই ডালি দিয়েছি। যেদিন হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপকে পরাস্ত করে সগৌরবে ফিরে এলাম, সমগ্র নগরী দীপালোকে উদ্ভাসিত হল, তোরণে তোরণে নহবৎ বেজে উঠল, তামাম মুল্লুকের ঘুম টুটে গেল, প্রজারা লক্ষকণ্ঠে জয়ধ্বনি দিলে,—সেলিম জাহাঙ্গীর কী জয়। সেই জাহাঙ্গীর আজ তার অতীতের কঙ্কাল। আজ

শাহানশা জাহাঙ্গীরের নাম কেউ করে না। সবাই জানে, জাহাঙ্গীর মরে গেছে, দিল্লীর একচ্ছত্র অধীশ্বরী পাতশা বেগম নূরজাহান।

নূরজাহান। বাঁদীর সঙ্গে এ কি রহস্য জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। কারও দোষ নয় বেগম, সব আমারই পাপের ফসল। শের আফগানকে বিনাদোষে হত্যা করেছিলাম। তার বিধবাকে এনে সম্রাজ্ঞীর আসনে যখন বসিয়েছিলাম, তখন কবরের তলা থেকে সহস্র কণ্ঠে শের আফগানের আর্ত্তনাদ তীক্ষ্ণ শায়কের মত ছুটে এসেছিল,—"মেহের হামারা"। কেউ জানে না বেগম; মুসাফিরের ছদ্মবেশে বর্দ্ধমানে গিয়ে আমি শের আফগানের সমাধিতে নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলাম। একটা প্রবল ঝটিকা এসে আমায় নীচে ফেলে দিলে। স্পষ্ট শুনলুম, কবর বলছে,—"মেহের হামারা"।

নূরজাহান। মেহের নিজে বলেছে,—'মেহের জীবনে মরণে তোমার'। তুমি বিশ্বাস কর সম্রাট, আমার মন দিল্লীর হারেমেই বাঁধা ছিল, শের আফগান কোনদিন তার নাগল পায় নি।

জাহাঙ্গীর। তবে কেন এত দীর্ঘ নিঃশ্বাস? কেন এত আর্ত্তনাদ? নিশীথ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে কেন আমি পিতার ক্রুদ্ধকণ্ঠ শুনতে পাই? আর ওই কৃষ্ণকায় মুসাফির সারাদিন কেন আমায় ছায়ার মত অনুসরণ করে? কি সে বলছে জান? মোগল রাজবংশ তাসের ঘরের মত শূন্যে মিলিয়ে যাবে। আমার অবহেলায় শাজাহানের মা মানবাঈ যখন আত্মহত্যা করলে, সে বলেছিল,—"আমার জীবনটা তুমি মরুভূমি করেছ, আমার ছেলেটাকে তুমি অবহেলা করো না।

নূরজাহান। অবহেলা তুমিও কর নি, আমিও করি নি। বিদ্রোহ করেও সে পেয়েছে তোমার ক্ষমা।

জাহাঙ্গীর। একবার যখন ক্ষমা করেছি, আর একবার করা যায় না বেগম ?

নূরজাহান। তাই কর সম্রাট। পিতা পুত্রকে দুবার কেন দশবার ক্ষমা করুন, বাঁদীর তাতে কিছুই বলবার নেই। কিন্তু তোমার চোখের উপর আমাকে সে অপমান করেছে, শাস্ত্রী প্রহরী প্রজা পাইকেরা মুখ টিপে হেসেছে, চিকের আড়ালে পুরনারীরা চাপা গুঞ্জন করেছে। দ্বিতীয়বার এ অপমান বরণ করার জন্য আমি আর এ প্রাসাদে থাকব না। ওরে, কে আছিস ? মীর বক্সীকে খবর দে। সে গিয়ে শাজাহান আর মহাব্বৎ খাঁকে সসম্মানে ডেকে নিয়ে আসুক। আর মরুকন্যা মেহেরউন্নিসা আবার মরুভূমিতে চলে যাক।

জাহাঙ্গীর। না—না, গোঁসা করো না নূরজাহান। দুনিয়া রসাতলে যাক্, তবু তুমি আমার রাজ্য জুড়ে অন্তর জুড়ে অক্ষর অবিনশ্বর হয়ে বিরাজ কর। চুলে যেন পাক ধরে না, বার্দ্ধক্য যেন জরা নিয়ে আসে না, চোখের দীপ্তি যেন নিষ্প্রভ হয় না। জানি না আমি কোথায় চলেছি। জীবনের সূর্য্যালোকে, না মৃত্যুর অন্ধকারে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। পিতা, আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন ? আমাকে আদেশ করুন ; যুদ্ধ করতে আমিও জানি।

জাহাঙ্গীর। ভুলে যাও, যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলে যাও শারিয়ার। অস্ত্র দিয়ে দেহ জয় করা যায়, মন জয় করা যায় না। তোমার গীতা উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল আছে ; তাই নিয়ে তুমি মশগুল হয়ে

থাক। এ আবর্জ্জনা কুণ্ডে তুমি আর নেমো না কবি। মোগল রাজবংশধরেরা চিরদিন পরস্পরের মাংস ছিঁড়ে খেয়েছে। এ বংশে একজন অন্ততঃ থাক, যার অস্ত্র অসি নয়—মসী। খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান।

নূরজাঁহান। যুদ্ধে যাওয়ার কল্পনাও মনে স্থান দিও না পুত্র। এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ। বুঝেছ?

শারিয়ার। বুঝেছি আম্মা। তবে ওই লায়লী—

নূরজাহান। আবার লায়লী? প্রয়োজন হয়, লাইলীকে মরতে হবে।

শারিয়ার। মরতে যখন হবেই, একটু তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ কর। আমি আর ও গুরুমশায়কে সহ্য করতে পাচ্ছি না।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। ভীরু, কাপুরুষ।

আসফ খাঁর প্রবেশ।

আসফ। আমায় ডেকেছ কেন বহিন?

নূরজাহান। ডেকেছি কেন, তুমি জান না?

আসফ। না।

নূরজাহান। এত নির্ব্বোধ ত তুমি নও।

আসফ। যা বলতে চাও, সংক্ষেপে বল। সম্রাট এগিয়ে গেছেন, আমাকে এখনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে হবে।

নূরজাহান। কেন, কন্যা-জামাতাকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছ বুঝি?

আসফ। কন্যা-জামাতাকে দেখবার জন্য নয়, বিদ্রোহীকে দমন করবার জন্য।

নূরজাহান। দমন করবার সুযোগ যখন পেয়েছিলে, তখন মুঠো আলগা করে দিয়েছিলে কেন ভাইজান? রাজভক্তিটা তখন কোথায় লুকিয়েছিল?

আসফ। তুমি কি আমায় এমনি অসম্মান করতেই ডেকেছ?

নূরজাহান। সম্মান ভাইজান? সম্মান পেতে হলে যে সম্মান দিতে হয়, তা জান না?

আসফ। সম্রাজ্ঞীকে কবে আমি অসম্মান করেছি, তা ত জানি না।

নূরজাহান। সম্রাজ্ঞীর কথা নয় আসফ খাঁ। আমি সম্রাটের কথা বলছি। তুমি কি জানতে না যে তিনি বিদ্রোহী শাজাহানকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়েছিলেন? তবে কোন্ সাহসে তুমি তাকে আশ্রয় দাও?

আসফ। আশ্রয় ত দিই নি। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে তারা আমার ঘরে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তাদের দেখতেও পাইনি।

নূরজাহান। তবে তাদের নিরাপদে লাহোরের পথে পার করে দিয়েছে কে?

আসফ। তারা লাহোর গেছে, কি দাক্ষিণাত্যে গেছে, আমি জানি না।

নূরজাহান। জান না? আব্বাস শাজাহানকে বন্দী করতে গিয়ে কার কাছে বাধা পেয়েছিল!

আসফ। সব খবর যখন তুমি জান, এ খবরও নিশ্চয়ই জান। আমি শুধু এই বলতে চাই যে এক মাসের মধ্যে আব্বাসকে আমি চোখেও দেখি নি।

নূরজাহান। উজির আসফ খাঁ মনে রাখবেন যে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের দশটা চোখ।

আসফ। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও যেন মনে রাখেন যে উজির আসফ খাঁর বিশটা চোখ।

নূরজাহান। অস্বীকার করতে পার যে শাজাহানকে তুমিই পলায়নের সুযোগ দিয়েছ?

আসফ। পারি। কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পার যে কান্দাহারের বিদ্রোহ তোমার কল্পনামাত্র।

নূরজাহান। কল্পনামাত্র!

আসফ। অস্বীকার করতে পার যে যার বিদ্রোহ দমন করতে শাজাহানকে তুমি সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে, সেই কান্দাহারের সুবেদার সেদিনও তোমাকে সেলাম জানিয়ে গেছে?

নূরজাহান। কার কাছে শুনেছ?

আসফ। বাতাসের কাছে শুনেছি।

নূরজাহান। হুঁশিয়ার আসফ খাঁ।

আসফ। তুমি হুঁশিয়ার হও নূরজাহান। নিঃস্ব রক্ত দরিদ্রের কন্যা তুমি। পিতামাতা যখন শৈশবে তোমাকে মরুভূমিতে ত্যাগ করে আসছিলেন, তখন তোমার জ্বরতপ্ত দেহ আচ্ছাদন করতে একখণ্ড কাপড়ও তাদের জোটে নি। সেই মরুকন্যা তুমি রূপের জোরে সুবেদার শের আফগানের মত প্রেমময় স্বামী পেয়েছিলে। তবু তোমার তৃপ্তি হয়নি। শের আফগানের হত্যাকারী সম্রাট জাহাঙ্গীর হল তোমার জীবনসঙ্গী।

নূরজাহান। আসফ খাঁ!

আসফ। সম্রাটের গুণের অভাব ছিল না। কিন্তু তুমি নিজের হাতে তাঁকে একটি জড়পিণ্ডে পরিণত করেছ। রাজ্যের সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করেও, দীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেও তোমার

উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ হয়নি। একটা অকর্ম্মণ্য মেরুদণ্ডহীন অমানুষকে মসনদে বসিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করতে চাও। এরই জন্য নিজের কন্যাকে তুমি তার হাতে সঁপে দিয়েছ। শারিয়ার মসনদে বসবে, আর তুমি যে সম্রাজ্ঞী—সেই সম্রাজ্ঞীই থাকবে।

নূরজাহান। কে বলেছে?

আসফ। আমি বলছি।

নূরজাহান। আমি তোমায় এই মুহূর্ত্তে বন্দী করব।

আসফ। আমি তা জানি নূরজাহান; আর সে জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি। আমি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্ত্তে তোমায় কবরের পথ দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা করব না। বহু অপরাধে অপরাধী তুমি, দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করবে, তোমার চোখের জলে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ সিক্ত হবে, এই আমি দেখতে চাই। সমঝো? সেলাম পাতশা বেগম।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। কে আছ এখানে?

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। আমি আছি হুজরাইন।

নূরজাহান। কে তুমি?

মেহেদী। ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, এ মুখ তুমি চেন না? বর্দ্ধমানে দেখ নি এ মুখ?

নূরজাহান। বর্দ্ধমান!

মেহেদী। হ্যাঁ গো, শের আফগানের প্রাসাদে—

নূরজাহান। তুমি—তুমি কি মেহেদি? বেঁচে আছ তুমি?

মেহেদী। আছি। এত তাড়াতাড়ি আমি মরব না। যে শয়তান আমার ভাইকে খুন করেছে, তার বংশের ধ্বংস না দেখে আমি কবরে যাব না। খুনীর হাতে যে অস্ত্র জুগিয়ে দিয়েছে, আমার স্নেহময় ভাইয়ের সঙ্গে যে বেইমানি করেছে, তার স্বপ্নের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হবে, চোখে তার শ্রাবণের ধারা বইবে, আর আমি আনন্দে করতালি দেব।

নূরজাহান। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও শয়তান।

মেহেদী। গীত:

আমার নয়নে অশ্রুনদীর বহিছে তপ্তধার,
তোমার নয়নে বহুক সাগর নামুক অন্ধকার।
যে বেদনা বুকে বাঁধিয়াছে বাসা,
ভাঙ্গিয়াছে ঘর, জীবনের আশা।
তোমারো জীবনে হবে তাই সাথী, দুঃসহ হাহাকার।
জমাট বাঁধা এ দুঃসহ শোক তোরে দিনু উপহার!

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে শোনা গেল শের আফগানের কণ্ঠে—"মেহের হামারা, মেহের হামারা, মেহের হামারা।"]

—:·:—

তৃতীয় পর্ব্ব

প্রথম দৃশ্য।

লাহোর—সুবেদারের প্রাসাদ।

সগর সিংহের প্রবেশ।

সগর। ঘোড়দৌড় করিয়ে ছাড়লে হতভাগা ছোঁড়া। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। দেশের সবাই মোগলের অধীনতা স্বীকার করে নিলে, আর উনি পারবেন না। ছিলি ত আজন্মকাল মামার বাড়ীতে, মেবারের এককণা রুটিও ত খাস নি। তবে তোর মেবারের স্বাধীনতার জন্যে নাড়ি টনটনিয়ে উঠল কেন? রক্তের দোষ! যেমন বাপ, তার তেমনি ব্যাটা হবে ত? কোথায় গেল বল দেখি। সত্যি সত্যি শাজাহানের সামনে হাজির হল না কি? তাহলে ত মাথাটা আজও গেছে, কালও গেছে।

অজয় সিংহের প্রবেশ

অজয়। শাহজাদা শাজাহান,—

সগর। কি বলছ?

অজয়। আঃ—তুমি আবার এখানেও মরতে এসেছ?

সগর। মরব কেন রে ছোঁড়া? আমার এই কাঁচা বয়েস, কত সাধ আহ্লাদ এখন বাকি, মরার কথা বললেই হল?

অজয়। এখনও সাধ আহ্লাদ বাকি আছে? আবার একটা বিয়ে করবে নাকি?

সগর। নিজে বিয়ে না-ই বা করলুম। তোর বউ এলে তাকে শুঁকব না? তার সঙ্গে রসালাপ করব না? তোরা যখন প্রেমালাপ করবি, তখন ঘরে আড়ি পাতব না?

অজয়। বাজে কথা বলো না।

সগর। বাজে কথা আমি বলছি না তুই বলছিস্? কেন তুই এখানে এসেছিস?

অজয়। বেশ করেছি। আমি শাজাহানকে একবার মুখোমুখী দেখব।

সগর। শাজাহান তোমার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার কি না, তার মুখ দেখবার জন্যে তোমার মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে। বলি দেখবার কি আছে? তার এতবড় দাড়ি। তা ছাড়া সে এখন প্রাসাদেও নেই।

অজয়। প্রাসাদে নেই? তুমি জান?

সগর। জানি না? আমার পাশ দিয়েই ত দিল্লীর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

অজয়। কখন?

সগর। এই ত এখন।

অজয়। বেশ, আমিও যাচ্ছি।

সগর। আরে, থাম্ থাম্। "আমিও যাচ্ছি।" কি দরকারটা কি তোমার?

অজয়। বললুম ত আমি তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব।

সগর। সে আমি চেয়ে ফেলেছি।

অজয়। তোমার সঙ্গে শাহজাদার কথা হয়েছে?

সগর। শুধু কথা? আমার সঙ্গে তার এক হাত হয়ে গেছে।

অজয়। কি বলেছ তুমি?

সগর। বললুম, হে সম্রাট পুত্র, এত বাড় বেড়েছে তোমার যে তুমি মেবারের দুর্গচূড়ায় মোগলের নিশান উড়িয়ে দিয়ে এসেছ? আমার নাতী যদি তোমায় দেখতে পায়, তোমার বত্রিশটা দাঁত এক ঘুঁষিতে ভেঙ্গে দেবে। আমরা সবাই অবলা হতে পারি, কিন্তু আমার নাতী অজয় সিংহ তোমাকে সোজা তুলে আছাড় মারবে, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

অজয়। শাহজাদা কি বললেন?

সগর। বলবে আর কি? শুনেই কাঁপতে লাগল।

অজয়। তুমি গুলি খেয়েছ।

সগর। জুতিয়ে সোজা করব পাজি। আমি গুলি খাই?

অজয়। গুলিও খাও, গাঁজাও খাও। শাজাহানকে দেখতে কি রকম বল দেখি।

সগর। দেখতে মোষের মত কালো আর মোটা। তার উপর নাভি পর্য্যন্ত দাড়ি। আমার পাশ দিয়ে দাড়ি উড়িয়ে চলে গেল, আর আমি তাকে—যা বাবা।

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। দিল্লী চল, দিল্লী চল। আফগান, হাবশী, মুলতানী কাশ্মীরি ফৌজ, এক বগল হো যাও, নূরজাহান কী বাদশাহী খতম করো, দিল্লীকা শাহীতক্‌্মে জেনানাকো জবরদস্তি বরদাস্ত মৎ করো।

অজয়। শাহজাদা!

শাজাহান। কে আছ মোগলরাজবংশের নেমকহালাল কলিজার দোস্ত্, এক ক্ষমতালোভী নারী কুহক মন্ত্রে তোমাদের শাহানশাকে জাদু করে তাঁরই নামে রাজ্যশাসন কচ্ছে। তোমরা এই কুহকিনী নারীর শাসনের অষ্টপাশ থেকে দেশটাকে মুক্ত করতে আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমরা দিল্লীর মসনদে নাম সর্ব্বস্ব সম্রাট জাহাঙ্গীরকে চাই না, চাই রাহুমুক্ত বাদশা সেলিম জাহাঙ্গীরকে দেখতে।

[প্রস্থানোদ্যত]

অজয়। দাঁড়ান শাহজাদা।

শাজাহান। কে?

অজয়। আমি মেবারী রাজপুত, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই—

সগর। যে আমাদের কি এরপর নারীর শাসন মেনে চলতে হবে? আপনি নিজে কেন আমাদের শাসনের ভার নিলেন না?

অজয়। দাদু!

শাজাহান। তাই নেব রাজপুত। মোগল সাম্রাজ্যের বুকের উপর থেকে নারীশাসনের শ্বাসরোধী এই জগদ্দল পাহাড় আমি সমূলে উপড়ে ফেলে দেব। আমার মহামান্য পিতাকে এই নারী জীবন্মৃত করে রেখেছে। তারই ইচ্ছায় আজ আমীর হচ্ছে ফকির, ফকির হচ্ছে বাদশা। তোমরা আমাকে সহযোগিতা দাও, আমি দেব তোমাদের সুখ ঐশ্বর্য্য শান্তি।

অজয়। সহযোগিতা দেব শাহজাদা শাজাহান? কি প্রয়োজন ছিল আপনার—

সগর। এতদিন বিমাতার তাঁবেদারি করার? তিনি আপনার কে?

শাজাহান। কেউ নয়। সে আমার পিতার কালরাহু, আমার দুশমন।

অজয়। আর আমাদের দুশমন হচ্ছেন—

সগর। ওই সম্রাট জাহাঙ্গীর। লোক তিনি খুবই ভাল। কিন্তু আমরা দিল্লীর সিংহাসনে ভাল মানুষ চাই না, ভাল শাসক চাই। কি বল ভায়া?

অজয়। কেন তুমি জ্বালাতন কচ্ছ? শাহজাদার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।

সগর। আবার কি বোঝাপড়া করবে? যা বলেছি, এতেই চোখ কপালে উঠেছে দেখছ না? চল চল, এবার ঘরে চল। আচ্ছা, আমরা তাহলে আসি শাহজাদা। এই রে, মহাব্বৎ খাঁ তোমায় খুঁজে খুঁজে এখানেই আসছে। ঠিক তোমায় ধরে নিয়ে যাবে।

অজয়। তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে রণক্ষেত্রে।

সগর। আমিও ত তাই বলছি। চলে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

শাজাহান। এগিয়ে চল রণদুর্ম্মদ সৈন্যগণ। দিল্লীকে আমরা লাহোরে আসতে দেব না, লাহোরই এগিয়ে গিয়ে দিল্লী অধিকার করবে।

পরভেজের প্রবেশ।

পরভেজ। দিল্লী অধিকার করবে?

শাজাহান। কে, ভাইসাহেব? ভালই হয়েছে; আমার মনটা তোমাকেই চাইছিল।

পরভেজ। কেন? খসরুর কাছে আমাকে পাঠাতে সাধ হয়েছে বুঝি?

শাজাহান। এসব কি বলছ তুমি?

পরভেজ। কি বলছি বুঝতে পাচ্ছ না? সৈন্যসামন্ত নিয়ে কোথায় চলেছ তুমি?

শাজাহান। দিল্লীতে।

পরভেজ। কেন?

শাজাহান। দিল্লীর প্রাসাদ অধিকার করে নূরজাহানকে মক্কায় পাঠিয়ে দেব।

পরভেজ। তারপর তুমি নিজে বহাল তবিয়তে দিল্লীর মসনদে বসবে।

শাজাহান। আমায় ভুল বুঝো না ভাইজান। দিল্লীর মসনদ যত মূল্যবানই হোক, আমার তাতে কোন লোভ নেই। নূরজাহানকে আমি আর পর্দার আড়ালে বসে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র চালাতে দেব না। তুমি জান না এই নারী পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার জামাতাকে মসনদে বসাবার ষড়যন্ত্র করেছে।

পরভেজ। তুমি মিথ্যাবাদী। এ শুধু তোমারই চক্রান্ত। পিতার জীবদ্দশাতেই তুমি মসনদ অধিকার করতে চাও। পিতার তৃতীয় পুত্র হয়ে তুমি হবে দিল্লীর সম্রাট, আর আমি তোমার জ্যেষ্ঠ হয়েও তোমার অনুগৃহীত হয়ে থাকব, এতবড় শয়তানি আমি সহ্য করব না।

শাজাহান। আমায় উত্তপ্ত করো না ভাইজান। বিশ্বাস কর, খোদার কসম, আমি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে রাহুমুক্ত করে যোগ্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করব। তিনি যখন থাকবেন না, তখন আমিই তোমায় মসনদে বসিয়ে "শাহানশা" বলে প্রথম অভিবাদন করব। এস ভাই এস, আমি আগুন জালিয়েছি—তুমি ইন্ধন দাও। মৃত্যুর

সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আমিই আগে এগিয়ে যাব, তুমি আমার পেছনে এস।

পরভেজ। ভণ্ডামি রাখ শয়তান।

শাজাহান। কত সয় আর? কত সইব খোদা? শেষ কথা শোন পরভেজ। তুমি আমায় সাহায্য না কর, অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাক। আমি শপথ কচ্ছি, দিল্লীর ভাবী অধীশ্বর তুমি।

পরভেজ। তোমার শপথের যে কত দাম, সবাই তা দেখেছে। পিতার কাছে আর একবার তুমি শপথ করেছিলে, তবু আবার বিদ্রোহ করতে তোমার বাধে নি।

শাজাহান। কাকে বোঝাব, এ বিদ্রোহ পিতার বিরুদ্ধে নয়।

পরভেজ। থাক থাক, আমাকে বোঝাতে হবে না। সম্রাজ্ঞীর কাছে আমি সব কথাই জেনে এসেছি।

মহাব্বৎ খাঁর প্রবেশ।

মহাব্বৎ। সম্রাজ্ঞীর কথায়ই বুঝি আপনি সসৈন্যে দিল্লী ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন? কেন বলুন ত? আমার মাথাটা কেটে নেবার জন্যে, না আপনার ভাইয়ের বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দেবার জন্যে?

পরভেজ। তুমি ত ঠিক এসে জুটেছ দেখছি। পাতশা বেগম তাহলে ত মিছে কথা বলেন নি। শাজাহানের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে হাত বাড়িয়েছ?

শাজাহান। আমি ত বলছি ভাইজান, তোমার এতটুকু অনিষ্ট আমি করব না। আবার আমি শপথ কচ্ছি—

পরভেজ। শপথ যে তুমি করবে, সম্রাজ্ঞী আমায় তা আগেই বলে দিয়েছেন।

মহাব্বৎ। আমি যে বরাবর আপনার সহায়, এ কি আপনি জানেন না?

পরভেজ। সব তোমার অভিনয়। সম্রাজ্ঞী বলেছেন, যারা ধর্ম্মত্যাগী, তাদের কোন কথা বিশ্বাস করো না, তাদের সব কথাই অভিনয়ের নামান্তর।

শাজাহান। তুমি তাহলে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসেছ? কেন?

পরভেজ। তোমার মাথাটা আমি উড়িয়ে দেব শয়তান।

শাজাহান। পরভেজ!

মহাব্বৎ। শুনুন শাহজাদা পরভেজ,—

পরভেজ। তুমি চুপ কর রাজপুত কুত্তা।

মহাব্বৎ। হুঁশিয়ার বেইমান! এই রাজপুত কুত্তা যদি তোমার সহায় না থাকত, এতদিনে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তোমার ওই মাতালের দেহটা খণ্ড খণ্ড করে পথের ধূলোয় ছড়িয়ে দিত। ভেবেছিলাম সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরলোকে; দিল্লীর মসনদ এরপর তোমারই প্রাপ্য। যেমন করে হোক, তোমাকে মসনদে বসিয়ে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের শয়তানি চক্র আমি ভেঙ্গে চুরমার করে দেব, আর নারীর শাসন থেকে ভারতের মাটিকে মুক্ত করে যাব। হবে না, আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে যে পতঙ্গের জন্ম হয়েছে, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

শাজাহান। তুমি ঠিকই বলেছ মহাব্বৎ খাঁ। নিজের ভাল যে চায় না, তার ভাল করবার সাধ্য কারও নেই।

মহাব্বৎ। শাহজাদা শাজাহান, একদিন আমিই আপনাকে বন্দী করে সম্রাটের দরবারে হাজির করেছিলাম। সে রাজভক্তির পুরস্কার আমি পেয়েছি শাহজাদা। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান আমাকে গ্রেপ্তার করার

জন্য ফর্ম্মান পাঠিয়েছেন; আমার মাথার মূল্যও ধার্য্য করেছেন বিশ হাজার মুদ্রা। আপনি যদি আমার সাহায্য চান, আমি সর্ব্বশক্তি দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব। উচ্ছন্ন যাক শাহজাদা পরভেজ, জাহান্নামে যাক সম্রাজ্ঞী নূরজাহান; খোদার কসম,—বৃদ্ধ অথর্ব্ব সম্রাটের জীবদ্দশায়ই দিল্লীর শাহানশা হবেন শাহজাদা শাজাহান।

পরভেজ। আমি তোমাদের দুই শয়তানকেই গুলি করে মারব।

[দুই হাতে দুই আগ্নেয়াস্ত্র বাগাইলেন, মহাব্বৎ খাঁ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার আগ্নেয়াস্ত্র ছিনাইয়া নিলেন।]

শাজাহান। স্নেহ নেই, মায়া নেই। এরা ক্ষমা করলে ভাবে দুর্ব্বলতা, দয়া করলে মনে করে কাপুরুষতা। সিপাহশালার মহাব্বৎ খাঁ, আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করলাম। দিল্লী থেকে বিরাট বাহিনী আসছে আমাদের ধ্বংস করতে। তোমার উপর আমার প্রথম আদেশ, এই নির্ব্বোধ অপদার্থ শাহজাদা পরভেজকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে শা-জাহান শা-জাহান।

[প্রস্থান।

পরভেজ। পথ ছাড় রাজপুত কুত্তা।

মহাব্বৎ। অস্ত্র নাও জানোয়ার। সৈন্যদের কাছে তোমাকে আর ফিরে যেতে দেব না। এই লাহোরের রাজপ্রাসাদই হবে তোমার কবরখানা।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

শাজাহানের পুনঃ প্রবেশ।

শাজাহান। না—না, মহাব্বৎ খাঁ, যেতে দাও, ভাইজানকে ছেড়ে দাও মহাব্বৎ খাঁ। সে আমার সরল প্রাণ ভাই।

মমতাজের প্রবেশ।

মমতাজ। ওগো, এত সৈন্যসামন্ত কিসের? ওরা যে প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। মহাব্বৎ খাঁ কোথা থেকে এল? মতি মহলের ধারে কে তার সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছে?

শাজাহান। শাহজাদা পরভেজ। সে এসেছে আমাকে বন্দী করতে।

মমতাজ। আর তুমি তাকে মহাব্বৎ খাঁর হাতে তুলে দিয়েছ? তুমি কি এই রাজপুতকে জান না? তাকে ধরে আনতে বললে সে যে বেঁধে নিয়ে আসবে। এতক্ষণে বুঝি সব শেষ হয়ে গেল।

শাজাহান। গেলে কি করব বল? যে বাঁচতে চায় না, তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কে?

মমতাজ। ভাই। একই পিতার স্নেহ সিক্ত নয়নের তলে, একই প্রাসাদের শীতল ছায়ায় পরিবর্দ্ধিত ভাই যদি ভাইকে ক্ষমা করতে না পারে, তবে নূরজাহানের কি অপরাধ? সে তোমাদের হিংসে করে বলে তোমাদের কেন এত ক্ষোভ?

শাজাহান। মমতাজ!

মমতাজ। মহাব্বৎ খাঁকে বারণ কর শাহজাদার গায়ে যেন কাঁটার আঁচড় না দেয়। এক ভাই তোমারই হুকুমে কারাগারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। আর এক ভাইকে খুন করে পাপের বোঝা আর বাড়িও না।

শাজাহান। তুমি জান না, সে আমায় অত্যন্ত অপমান করেছে।

মমতাজ। করুক না। সে যে বড় ভাই। তাঁর পদাঘাত তোমার পুষ্পবৃষ্টি। তোমার বড় ভাইকে তুমি যদি সইতে না পার, তোমার ছোটভাই বা তোমাকে সহ্য করবে কেন?

শাজাহান। তুমি ঠিক বলেছ মমতাজ। মহাব্বৎ খাঁ, নিরস্ত হও; মহাব্বৎ খাঁ—

আহত মরণাপন্ন পরভেজের প্রবেশ।

পরভেজ। হল না, খুরম, তোমারই জয়। তুমিই দিল্লীর মসনদের ভাবী অধিশ্বর। আমি তোমার পথ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

শাজাহান। ভাইজান, তুমি বিশ্বাস কর, তোমার মৃত্যু আমি চাই নি। তোমার প্রাপ্য সিংহাসনেও আমার কোন লোভ ছিল না। ঈশ্বর জানেন, আমার বিদ্রোহ শুধু নূরজাহানের বিরুদ্ধে, তোমার বিরুদ্ধে নয়। অসতর্ক মুহূর্ত্তের মুখের ভাষাই সত্য হল, অন্তরের ভাষা কেউ জানবে না খোদা?

পরভেজ। খুরম, পিতা তোমায় দমন করতে সসৈন্যে এগিয়ে এসেছেন। তুমি সাবধান হও।

মমতাজ। সম্রাট নিজেই এসেছেন যুদ্ধ করতে? এ কি আশ্চর্য্য।

শাজাহান। আশ্চর্য্য নয় মমতাজ। এ নূরজাহানের খেলা। দিল্লী থেকে সে সবাইকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এতদিনে সে হয় ত দিল্লীর শূন্য মসনদে তার জামাতা শারিয়ারকে বসিয়েছে। কেন তুমি তার ফাঁদে ধরা দিলে ভাগ্যহীন? মহাব্বৎ খাঁ আর আমি দুজনেই তোমাকে সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলাম। যাবার আগে যদি কোন শেষ সাধ থাকে বল ভাইজান।

পরভেজ। খুরম, আমার নাদিরা রইল। মা মরা মেয়েটাকে তুমি তোমার পুত্র দারার সঙ্গে বিবাহ দিও। আমি তোমায় ক্ষমা করব, ক্ষমা করব। আঃ—খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান।

মমতাজ। কি করলে তুমি শাহজাদা? দু-দুটো ভাইকে তুমি কবরে ঠেলে দিলে? কোন পাপ যে বৃথা যায় না শাহজাদা।

শাজাহান। আমি ওদের কবরে পাঠাই নি বেগম। পাঠিয়েছে আমার নসীব। আমার দুর্ভাগ্য, আমি যা চাই না, তাই করতে নসীব আমার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। চল বেগম, কবরের আয়োজন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

জাহাঙ্গীর ও মৈনাকের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। কি খবর এনেছ, বল। কথা বলছ না যে? পরভেজ কি খুরমকে বন্দী করে এনেছে? আর সে বিচ্ছু শয়তান দারা হতভাগা? তাকেও বেঁধে এনেছে ত? মেরে বগলমে হাজির করো। খবরদার, ক্ষমার কথা যেন কেউ আর না বলে। বিদ্রোহী সন্তানকে আমি কশাঘাত করব। ছেলেটাকে অবশ্য ক্ষমা করতেই হবে; না করলে লোকে নিন্দে করবে। কি বল?

মৈনাক। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। তুমি ত "হ্যাঁ জাঁহাপনা" বলে খালাস। ছেলেটা কি রকম পাজি তা জান?

মৈনাক। ভয়ানক পাজি।

জাহাঙ্গীর। অবশ্য ছেলেবয়সে অমন হয়।

মৈনাক। ছেলে বয়সে কেন? যুবা বয়সেও হয়।

জাহাঙ্গীর। অর্থাৎ তুমি চাও যে শাজাহানকে আমি এবারও ক্ষমা করি। সে কত বড় অপরাধী জান?

মৈনাক। জানি না আবার? আপনাকে এমনি করে অপমান—

জাহাঙ্গীর। অপমান ঠিক করে নি।

মৈনাক। আপনাকে নয়, সম্রাজ্ঞীকে অপমান করেছে।

জাহাঙ্গীর। সম্রাজ্ঞীও বড় ভাল কাজ করে নি।

মৈনাক। খুব খারাপ কাজ করেছেন।

জাহাঙ্গীর। কেন ওই একটা লোককেই বারবার বিদ্রোহ দমন করতে পাঠানো? এসব কি ভাল কাজ?

মৈনাক। বিশ্রী কাজ।

জাহাঙ্গীর। তবে তাও বলি, আদেশ আদেশ। সম্রাট যদি হুকুম করেন, সাহারার মরুভূমি থেকে ফুল আনতে হবে, তখনি ফুল আনতে ছুটতে হবে।

মৈনাক। ফুল না থাকলেও আনা চাই।

জাহাঙ্গীর। আরে, তুমি পরভেজের কথা বল। কি দেখে এলে লাহোরের প্রাসাদে? শাজাহান বন্দী?

মৈনাক। না জঁাহাপনা।

জাহাঙ্গীর। তুমি কোন খবর রাখ না। এগিয়ে দেখ, বন্দীদের পরভেজ বেঁধে নিয়ে এসেছে।

মৈনাক। শাহজাদা পরভেজ আর আসবেন না জঁাহাপনা।

জাহাঙ্গীর। কেন আসবে না? তুমি কি মনে কর ক্ষুরম আমার

আদেশ অমান্য করেছে বলে পরভেজও করবে? সে আমার তেমন অবাধ্য ছেলে নয়। নিঃশ্বাস ফেলছ যে?

মৈনাক। আজ্ঞে জাঁহাপনা, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

জাহাঙ্গীর। খবরদার বেয়াদপ, শাজাহান রাজদ্রোহী; তার জন্যে যার বুক ফেটে যাবে, সে আমার দুশমন। এক হাজার ফৌজ নিয়ে পরভেজ লাহোরের প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে।

মৈনাক। ফৌজ সব পালিয়ে গেছে জনাব।

জাহাঙ্গীর। কেন? তারা সব পরভেজকে ত্যাগ করেছে?

মৈনাক। পরভেজ নেই জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। নেই কি রকম? কোথায় গেছে?

মৈনাক। কবরে গেছে জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। কি বললি শয়তান? জাহাঙ্গীর তোমার ব্যঙ্গের পাত্র? [গলা টিপিয়া ধরিলেন]

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। ব্যঙ্গ নয় জাঁহাপনা। সত্যই শাহজাদা পরভেজ নিহত।

জাহাঙ্গীর। নিহত! পরভেজ নিহত!!

মৈনাক। ওফ্। এমন মার মারে? বুকটা দুফাঁক করে দিয়েছে জাঁহাপনা, ঠিক যেমন করে দলপৎ সিংকে আপনি খুন করেছিলেন।

আব্বাস। বেরিয়ে যাও বদমায়েস।

মৈনাক। ধমক দিও না আব্বাস মিঞা। দুঃখে আমার দাঁত বেরিয়ে আসছে। দু-দুটো ছেলে কবরে গেল। দলপৎ সিংয়ের অভিশাপ কি এমনি করে ফলবে না কি হে? হায় হায় হায় রে, আমার বুক ফেটে যায় রে।   [প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। এ কি তুমি সত্যি বলছ আব্বাস? কে মারলে?

আব্বাস। শাহজাদার হুকুমে মহাব্বৎ খাঁ তাকে বধ করেছে সম্রাট।

জাহাঙ্গীর। মহাব্বৎ খাঁ? সেই ধর্ম্মত্যাগী রাজপুত, যাকে আমি সামান্য সৈনিক থেকে বিশাল সাম্রাজ্যের সিপাহশালার করে দিয়েছি। নেমকহারাম, শয়তান, আমি তাকে পিপীলিকার মত পিশে মারব। ওঃ—খসরু গেল, পরভেজও গেল! কে রইল তবে আর? জড়বুদ্ধি শারিয়ার আর পিতৃদ্রোহী খুরম!

আব্বাস। স্থির হন জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। স্থির হব আব্বাস! পিতা তুমি হও নি, পুত্রশোক কাকে বলে জান না। দশরথের কথা শুনেছ? রাম বনে গিয়েছিল বলে সে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। আমার দু-দুটো ছেলে অপঘাতে মরে গেল। তবু ত বুকটা ফেটে গেল না।

আব্বাস। শোকের সময় এ নয় সম্রাট। সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়ে আছে। আসুন আপনি, তাদের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ান। এ শাঠ্যের প্রতিশোধ যদি আপনি না নিতে পারেন, তাহলে বৃথাই আপনি দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর।

জাহাঙ্গীর। প্রতিশোধ নেব। আর আমি এই রাজদ্রোহীকে ক্ষমা করব না। সেবার তুমি ঠিকই বলেছিলে আব্বাস, সাপকে দুধ খাওয়ালেও সে শুধু বিষই ঢালবে। তখন যদি তোমার কথা শুনতুম, তাহলে আজ আর একটা ছেলে কবরে যেত না। পার তুমি তাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে?

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। আমি এসেছি পিতা।

জাহাঙ্গীর। কে এসেছে? শাজাহান? ওরে, তোরা ভেরী বাজা, জয়ধ্বনি কর। গুণধর পুত্র রক্তমাখা হাত নিয়ে পিতাকে সেলাম জানাতে এসেছে। কি করব আব্বাস?

আব্বাস। কি করবেন? দুটি পুত্র যেখানে গেছেন, তৃতীয় পুত্রকেও সেখানে পাঠিয়ে দিন।

শাজাহান। তাই করুন পিতা। এই আমি আপনার পদতলে তরবারি রক্ষা করলাম। আপনি নিজের হাতে আমায় হত্যা করুন।

জাহাঙ্গীর। শুধু হত্যা! আমি তোমার গায়ের চামড়া উপড়ে নেব। তোমার পাপের সঙ্গী হোসেন বেগ আর আবদুর রহিমের কথা মনে আছে? আমি তাদের গাধার চামড়া পরিয়ে উল্টো গাধার পিঠে নগর প্রদক্ষিণ করিয়েছিলাম। তোমাকেও আমি তাই করব শয়তান।

শাজাহান। আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন পিতা। ভাই পরভেজের মৃত্যু আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে।

জাহাঙ্গীর। এও তোমার পক্ষে সম্ভব হল?

শাজাহান। বিশ্বাস করুন পিতা; আমি তার মৃত্যু চাই নি। সে নিজেই তার মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। আমি তাকে নিবৃত্ত হতে বহু অনুরোধ করেছিলাম, সে গ্রাহ্য করে নি। খসরুর মতই কটু ভাষায় সে আমাকে গাল দিয়েছিল। অসতর্ক মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে তার মৃত্যুর পরোয়ানা বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে যখন সম্বিৎ ফিরে এল, তখন ছুটে গেলাম মহাব্বৎ খাঁকে নিরস্ত করতে। তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

আব্বাস। শাহজাদার চোখে যে জল এল দেখছি।

শাজাহান। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই আমার জীবনযাত্রা পিতা। আমি যা চাই না, তাই আমাকে করতে হয়; যাকে ভালবাসি, সেই

আমার হাতে বেশী আঘাত পায়। এ দুঃসহ জীবনের অবসান করুন পিতা।

আব্বাস। আর কোন কথা আছে শাহজাদা?

শাজাহান। একটা কথা আছে তোমার জন্যে মনসবদার।

আব্বাস। কি কথা?

শাজাহান। কথা এই যে আমার বক্তব্য আমার মহামান্য পিতার কাছে, তার পোষা কুকুর ছাগলের সঙ্গে নয়।

আব্বাস। এর উত্তর অস্ত্রমুখে দেব যদি সম্রাটের হুকুম পাই।

জাহাঙ্গীর। সম্রাটের হুকুম, তার উদ্ধত মনসবদার এই দণ্ডে স্থান ত্যাগ করুক।

আব্বাস। [কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। আমি কেন এসেছি জান পিতৃদ্রোহি?

শাজাহান। আমি জানি, কিন্তু আপনি জানেন না পিতা। সম্রাজ্ঞী আপনাকে যুদ্ধ করতে পাঠান নি, পাঠিয়েছেন মরবার জন্যে। পরভেজকেও এই জন্যই তিনি পাঠিয়েছিলেন। তার একটা উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, আর একটা উদ্দেশ্য সফল হবে আপনি লাহোরের মাটিতে ঘুমিয়ে থাকলে। দিল্লীর দিকে একবার মানসচক্ষে চেয়ে দেখুন। সেখানে তাকে বাধা দিতে আর কেউ নেই। ফিরে যদি আপনি যেতে পারেন, গিয়ে দেখবেন দিল্লীর সম্রাট আর আপনি নন, আপনার কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়ার।

জাহাঙ্গীর। এ তোমার নীচ অন্তঃকরণের পরিচয়।

শাজাহান। পিতা!

জাহাঙ্গীর। চুপ্; ভাইদের খুন করে পিতাকে সম্ভাষণ করতে

এসেছ? আমি তোমার পিতা নই। তুমি জগৎ গোঁসাইনী মানবাঈয়ের জারজ সন্তান।

শাজাহান। [সগর্জ্জনে] পিতা! না—না, হবে না, আমি দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাই, আর সবাই আমার বুকে ছুরিকাঘাত করবে, এই আমার নসীব। এক নিরপরাধ যুবককে গুপ্তঘাতক লেলিয়ে কবরে পাঠিয়ে তার পত্নীকে জোর করে বিবাহ করেছেন আপনি, অবিচারে অত্যাচারে অবহেলায় আমার জননীকে আপনি আত্মঘাতী হতে বাধ্য করেছেন, আপনার মুখেই ত তাঁর নিন্দা শোভা পায় সম্রাট জাহাঙ্গীর। ভক্তি ভালবাসা মিছে কথা। অস্ত্র নাও পত্নীঘাতী জল্লাদ। তোমাকে কবরে পাঠিয়ে আমি মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।

জাহাঙ্গীর। যমালয়ে গিয়ে প্রতিশোধ নিও।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মহাব্বৎ খাঁর প্রবেশ।

মহাব্বৎ। আর কার মৃত্যুর সাধ আছে, এগিয়ে এস।

অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। আদাব সিপাহশালার মহাব্বৎ খাঁ।

মহাব্বৎ। কে, অজয় সিংহ? তোমার হাতে অস্ত্র কেন?

অজয়। সিপাহশালার মহাব্বৎ খাঁর অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করতে এসেছি। এর পর আপনার নয়া মনিব মেবারের কালরাহু শাহজাদা শাজাহানকে ভাল করে দেখব।

মহাব্বৎ। ফিরে যাও অজয়। ওই দেখ আর এক পিতার সঙ্গে পুত্রের প্রাণঘাতী যুদ্ধ; সমগ্র ভারত বিস্ময়ে অবাক হয়ে তা দেখছে। তুমি আর একটা বিস্ময়ের অবতারণা করো না।

অজয়। অস্ত্র নাও ধর্ম্মত্যাগী দস্যু। তোমারই জন্য আমার মা কেঁদে কেঁদে মরেছে। আমিও শাজাহানের মত মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।

মহাব্বৎ। কেন মরবে বালক? জীবনে তোমার অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা। এই অপরিণত বয়সে কেন তোমার এ মরণের সাধ? ফিরে যাও পুত্র, ফিরে যাও। ক্ষণিকের ভুলে জন্মভূমির সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তুমি পূর্ণ কর অজয়। কবরে যাবার আগে আমি যেন দেখে যেতে পাই, আমার পুত্র হয়েছে মেবারের মহারাণা।

অজয়। কে তোমার পুত্র? ধর্ম্মত্যাগী আমার কেউ নয়। অস্ত্র নাও শয়তান।

মহাব্বৎ। খোদা, আমার হাতখানাকে অবশ করে দাও। তোমার সঙ্গে যুদ্ধ আমি করব না বালক। আমার মৃত্যুই যদি তুমি চাও, এগিয়ে এস, আমার বুকে তরবারিটা তুমি আমূল বিঁধিয়ে দিয়ে চলে যাও।

অজয়। ভীরু, কাপুরুষ।

মহাব্বৎ। আঃ—হবে না কর্ম্মবাঙ্গী, তোমাকে যা বলে এসেছিলাম, তা হবে না। [উভয়ের যুদ্ধ]

সগর সিংহের প্রবেশ।

সগর। ওরে থাম্ থাম্। ও অজয়, পিতৃহত্যা মহাপাপ। ও মহাব্বৎ খাঁ, ও স্বরূপ সিং, ওরে আমার দোহাই—যত পারিস আমার বুকে আঘাত কর, ছেলেটাকে তুই মারিস নে। হে তেত্রিশ কোটি দেবতা, একটা প্লাবন নিয়ে এস, একটা ঝড় বইয়ে দাও। আঃ—[অজয় সিংহের পতনোন্মুখ দেহ ধারণ] মেরে ফেললি? ওরে

নিষ্ঠুর, ওরে জল্লাদ, বউটাকে মেরেছিস, ছেলেটাকেও রেহাই দিলি না?

মহাব্বৎ। আ—আমি মারি নি পিতা। তোমার নাতীকে মেরেছে ওরই কর্ম্মফল। বীরপুত্র অজয় সিংহ, মায়ের কাছে যাও। তাকে বলো, তার স্বামী ধর্ম্মটাই ত্যাগ করেছে, পত্নীকে ত্যাগ করতে চায় নি, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহও করে নি। পরম পিতার কোলে তোমরা চিরশান্তি লাভ কর।

[প্রস্থান।

সগর। কেন প্রাণটা দিলি দাদু? ওরে, আমি কি নিয়ে ঘরে ফিরে যাব? আমার যে আর কেউ নেই।

অজয়। গঙ্গা জলে শুদ্ধ করে পিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও দাদু। যা দেখলাম, এ এক বিস্ময়কর শক্তি। এত বড় শক্তিকে পর করে দিও না। মেবারের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে তোমার পুত্রই পারবে দাদু।

সগর। ওরে, বুকটা যে দুখানা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য দেখবার জন্য কেন আমি বেঁচে রইলাম? হা ঈশ্বর, তুমি এত নিষ্ঠুর? আর তোমায় ডাকব না, আর করব না তোমার গুণগান। আর মেবারে যাবি না দাদু? চল্ ভাই, চল্; দুজনে মেবারের মাটিতে পাশাপাশি ঘুমিয়ে থাকব।

[অজয় সহ প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী—রাজপ্রাসাদ।

শারিয়ারের প্রবেশ।

শারিয়ার। ব্যাপারখানা কি বল দেখি? সম্রাজ্ঞী প্রাসাদময় উল্কার মত ছুটছে কেন? পিতা কি পরলোক গমন করলেন না কি? আহা হা, বড় ভাল পিতা ছিলেন। ষোল বছর ধরে পেত্নী প্রেমে এমন মগ্ন তিনি যে আমরা তার কটা ছেলে, তাও বোধহয় মনে নেই। তাই ত, ভোর হতে না হতে সৈন্য চলাচলও শুরু হয়ে গেছে দেখছি। কোন্ দেশ জয় করতে যাচ্ছে কে জানে?

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। এই যে ছোট শাহজাদা। মেজাজ শরীফ?

শারিয়ার। আজ্ঞে হ্যাঁ। কোন্ গগন থেকে নেমে আসা হচ্ছে?

মেহেদী। শাহজাদা বুঝি আমায় চেনেন না?

শারিয়ার। জী না; সে সৌভাগ্য আমার এখনও হয় নি।

মেহেদী। আপনার বেগম আমাকে চেনেন।

শারিয়ার। শুনে বড়ই আনন্দ হচ্ছে।

মেহেদী। ডাকুন না তাকে,—একসঙ্গে বলে যাই।

শারিয়ার। কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাবে মিঞা? সময়টা তার খারাপ যাচ্ছে, তোমার চেহারা দেখে যদি মূর্চ্ছা যায়, একটা

বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে যাবে। যা বলতে হয় আমাকে বল ; না হয় দুধা দিয়ে চলে যাও।

মেহেদী। একে একে দুই হল। আরও দুই বাকি।

শারিয়ার। কি জিনিষটা? বিবি না কি?

মেহেদী। বিবি নয়, কবর। বাদশাহী বংশের দুজন কবরে গেল। প্রথম শাহজাদা খসরু, দ্বিতীয়—

শারিয়ার। দ্বিতীয়?

মেহেদী। দ্বিতীয় শাহজাদা পরভেজ।

শারিয়ার। পরভেজ! এ তুমি কি বলছ? কোথা থেকে কি খবর নিয়ে এলে?

মেহেদী। লাহোর থেকে নিজের চোখে দেখে এলাম শাহজাদা। মহাব্বৎ খাঁর তরবারির ঘায়ে পরভেজ জমি নিয়েছে। এই তার কবরের মাটি। শের আফগান, তৃপ্ত হও।

শারিয়ার। কি বলছ তুমি মুসাফির?

মেহেদী।   গীত :

এবার তোমার পালা!
বাঁচবি যদি ও অভাগা মুলুক ছেড়ে পালা।
উঠল জেগে দত্যি দানা,
শুনবে না রে কারও মানা,
হ্যাঁচকা টানে মহীরুহের ভাঙ্গবে রে ডালপালা।
ঝড় উঠেছে ডাকছে বাজ,
ভাঙ্গছে প্রাসাদ মিনার তাজ,
জুড়িয়ে দেবে যত তোদের জীবনের অর-জ্বালা।

লাইলীর প্রবেশ।

লায়লী। আবার তুমি এসেছ?

মেহেদী। পালিয়ে যা লায়লি, পালিয়ে যা; ঝড় আসছে।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। এ কে লায়লি?

লায়লী। আমার চাচা,—ভাগ্যহীন শের আফগানের ছোট ভাই। ওর সব গেছে, যায় নি বড় ভাইয়ের শোচনীয় মৃত্যুর স্মৃতি। হ্যাঁগা, তোমার চোখ ছলছল কচ্ছে কেন?

শারিয়ার। লায়লি, ভাই পরভেজ নিহত।

লায়লী। নিহত! কার হাতে?

শারিয়ার। মহাব্বৎ খাঁর হাতে।

লায়লী। তাই ত হবে; ও আমি জানি। তুমি জান না, তোমার ভাইকে আমি দিল্লী ছেড়ে না যেতে বারবার অনুরোধ করেছিলাম।

শারিয়ার। কেন? কেন?

লায়লী। কারণ আমার মাকে আমি চিনি। তার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছিলাম। শাহজাদা আমার কথা গ্রাহ্যই করলেন না।

শারিয়ার। ভাই খসরু গেল, ভাই পরভেজও অপঘাতে প্রাণ দিলে? শাজাহানের এতদিনে কি হয়েছে কে জানে? কে রইল তবে আর? সম্রাট জাহাঙ্গীরের বংশ কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে?

লায়লী। গলাটা কাঁপছে কেন শাহজাদা? তুমিই ত বলেছ গীতায় নাকি বলেছে,—আত্মা মরে না, দেহটাই শুধু মরে। চল আমরা দিল্লী ছেড়ে ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে আর কোথাও চলে যাই

যেখানে নূরজাহান নেই, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, হিংসার বিষ বাষ্প, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার চিহ্ন মাত্র নেই।

শারিয়ার। তাই যাব লায়লি! চল আগে লাহোরে যাই। ভাই পরভেজের কবরে দুজনে মাটি দিয়ে আসি চল।

নূরজাহানের প্রবেশ।

নূরজাহান। দুঃসংবাদ শারিয়ার, লাহোরের প্রাসাদে শাহজাদা শাজাহানের আদেশে মহাব্বৎ খাঁ প্রিয় পুত্র পরভেজকে হত্যা করেছে।

লায়লী। পুত্রশোকে তুমি বড় কাতর হয়েছ দেখছি।

নূরজাহান। কাতর? আমার মনে হচ্ছে পায়ের তলা থেকে পৃথিবীর মাটি বুঝি সরে গেল।

লায়লী। সরে গেলে ত চলবে না মা, মাটিটাকে ধরে রাখ, নইলে কোথায় পাতবে তোমার দুরাকাঙ্ক্ষার মসনদ?

নূরজাহান। কি বলছ তুমি কন্যা?

লায়লী। বলছি, মরুকন্যা নূরজাহানের চোখে জল দেখছি কেন? চোখে তেল দিয়ে এসেছ বুঝি?

নূরজাহান। হুঁশিয়ার লায়লি। আমি পুত্রশোকে উন্মাদ হয়েছি, আমার বুকভরা আগুনে ইন্ধন দিও না; তাহলে আমি কি করব, তা আমিও জানি না।

লায়লী। সবই তুমি জান; শুধু জান না যে তোমাকেও আর কেউ জানে।

শারিয়ার। চুপ কর লায়লি। এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

লায়লী। আমারও এ ভণ্ডামি আর সহ্য হচ্ছে না।

নূরজাহান। হুঁশিয়ার লায়লি।

লায়লী। তুমি হুঁশিয়ার হও নূরজাহান। পুত্রশোকে উন্মাদিনী হয়েছ? তুমি জানতে না যে এ দিন আসবে? এ পুত্রশোকের জন্য তুমি সাগ্রহে অপেক্ষা কর নি?

নূরজাহান। কি বললে?

লায়লী। ঠিকই বলছি। মহাব্বৎ খাঁর মত বন্ধু শাহজাদা পরভেজের আর কেউ ছিল না। এ বন্ধুত্ব তোমার সহ্য হয় নি। তুমি একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে লেলিয়ে দিয়েছ। শাহজাদার হত্যাকারী মহাব্বৎ খাঁ নয়, তুমি।

নূরজাহান। আমি তোমায় কশাঘাত করব। নূরজাহানকে চেন না।

লায়লী। চিনি। চিনতে যেটুকু বাকি ছিল, চাচা এসে তাও চিনিয়ে দিয়ে গেছে।

নূরজাহান। মেহেদীর সঙ্গে তাহলে তোমার দেখা হয়েছে? তাই তুমি জ্ঞান হারিয়েছ। শোন লায়লি,—নিজের ভাল যদি চাও, আমার কাছে প্রশ্ন করো না।

লায়লী। তুমিও শোন নূরজাহান, আর যার মাথা তুমি খেতে চাও খাও, আমার মাথার দিকে হাত বাড়িও না, তাহলে আমি তোমায় আস্ত চিবিয়ে খাব।

[প্রস্থান।

শারিয়ার। এ সাজে তুমি কোথায় চলেছ আম্মা?

নূরজাহান। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি শারিয়ার। আবার বলছি, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি প্রাসাদ ছেড়ে এক পাও নড়বে না।

আব্বাসের প্রবেশ।

আব্বাস। সর্ব্বনাশ হয়েছে বহিন্; সম্রাট জাহাঙ্গীর লাহোরের প্রাসাদে বন্দী।

নূরজাহান। বন্দী!

শারিয়ার। কে বন্দী করলে?

আব্বাস। মহাব্বৎ খাঁ।

নূরজাহান। পরভেজকে খুন করেছে মহাব্বৎ খাঁ, সম্রাটকে বন্দীও করেছে মহাব্বৎ খাঁ, এর পর একটা অজুহাত সৃষ্টি করে সে শাজাহানকেও হয়ত হত্যা করবে। কি বল আব্বাস?

আব্বাস। শুধু শাজাহান নয়, শাহজাদা শারিয়ারকেও বাদ দেবে না।

নূরজাহান। শুনছ শারিয়ার?

শারিয়ার। আমি ত তার কোন অনিষ্ট করি নি।

আব্বাস। করেছ বই কি শাহজাদা। তুমি যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র। সম্রাটকে সে কবরে পাঠাবে, তোমাদের দুভাইকে খুন করবে, তারপর নিজেই চেপে বসবে দিল্লীর সিংহাসনে।

নূরজাহান। বল কি আব্বাস? এই ধর্ম্মত্যাগী রাজপুত মোগল রাজত্বের অবসান করবে? সে আমি সইতে পারব না ভাই। শোকে দুঃখে আমি জ্ঞান হারিয়েছি। আমি যাচ্ছি সম্রাটকে উদ্ধার করতে। কিন্তু দিল্লীর মসনদ ত শূন্য পড়ে থাকতে পারে না। কাকে মসনদে বসিয়ে যাব বল।

আব্বাস। শাহজাদা শারিয়ারকে।

নূরজাহান। তুমি বলছ? আমি জানি, তোমার গণনা মিথ্যা

হয় না। আর যখন কেউ নেই, অগত্যা তাই করতে হবে। চল পুত্র।

শারিয়ার। কোথায়?

নূরজাহান। দরবার কক্ষে। আর সময় নেই। আমি যাবার আগে তোমাকেই দিল্লীর মসনদে বসিয়ে যাব। কি করব? এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

শারিয়ার। উপায় আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। ভাই খসরুর পুত্র—এখনও জীবিত।

নূরজাহান। সে যে বালক।

শারিয়ার। সম্রাট আকবর যখন সিংহাসনে বসেছিলেন, তিনিও বালক ছিলেন।

নূরজাহান। আকবর সংসারে দুটো জন্মায় না।

শারিয়ার। হয়ত জন্মেছে, সময় হলে দেখতে পাব।

নূরজাহান। বেশ ত পুত্র, সম্রাট ফিরে এসে সে ব্যবস্থা করবেন।

শারিয়ার। সম্রাটের সব কাজ তুমিই ত কচ্ছ আম্মা! এ কাজটাও করে যাও। ভাই খসরুর প্রাপ্য মসনদ তার পুত্রেরই প্রাপ্য; আমারও নয়, শাজাহানেরও নয়।

আব্বাস। শোন শাহজাদা শারিয়ার,—

শারিয়ার। দেওয়ালগুলোকে বল মামু, আমি কান থাকতেও বধির। যে মসনদের জন্য আমার দু-দুটো ভাই প্রাণ দিয়েছে, সে মসনদে আমায় জোর করে বসিয়ে দিলেও আমি বসব না।

নূরজাহান। আমার আদেশ অমান্য করবে তুমি?

শারিয়ার। তুমি যদি পদে পদে খোদার আদেশ অমান্য কর, তোমার আদেশই বা আমি শুনব কেন মা?

নূরজাহান। কি খোদার আদেশ?

শারিয়ার। সুখী যদি হতে চাও, শিশুর মত সরল হও।

[প্রস্থান।

নূরজাহান। প্রাসাদে আমি আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাব। সিংহাসনটাকে টেনে নিয়ে যমুনার জলে নিক্ষেপ করে যাব। সংসারের পাশা খেলায় হেরে যাব আমি? মেয়ে আমার কথা শুনবে না? জামাতা আমার আদেশ অগ্রাহ্য করবে? না—না, তা হবে না। জরাকে আমি কাছে আসতে দিই নি, দিল্লীর মসনদ নিয়ে আমি পুতুল খেলা খেলেছি। আমি চিরবিজয়িনী নূরজাহান। আমি মশাল জ্বালিয়ে আগে আগে চলব, সমগ্র দুনিয়া আমার পায়ে পায়ে ছুটবে আব্বাস।

আব্বাস। আদেশ কর বহিন্।

নূরজাহান। শাজাহানের একটা ছেলে চলে গেছে, আর একটা এখানে আছে। আমার প্রিয় পুত্র পরভেজকে যে হত্যা করিয়েছে, তার বুকেও পুত্রশোকের পাহাড় ছুঁড়ে মার।

আব্বাস। এ তুমি বলছ কি? ঔরংজেবকে—

নূরজাহান। প্রশ্ন করো না। আমি নূরজাহান। আমি হুকুম করব, তোমরা তামিল করবে।

[প্রস্থান।

আব্বাস। তাই ত,—

ঔরংজেবের প্রবেশ।

ঔরংজেব। কি ভাবছ মিঞা! তলোয়ারটা বার কর। মাথাটা নামিয়ে দাও। জানো ত আমি জামীন। বাপজান যখন বিদ্রোহ করেছে, তখন আমাকে খুন না করলে চলবে কেন?

আব্বাস। ঔরংজেব!

ঔরংজেব। স্নেহে বান ডেকে এল বুঝি? দূর মিঞা। মরবার জন্যেই ত বাপজান আমায় রেখে গেছে। বাপ যার মৃত্যু চায়, তুমি তার কি করবে? এই যে মাথা পেতেছি, হান তরবারি।

আব্বাস। কি আশ্চর্য্য! বালক তুমি হাসছ?

ঔরংজেব। হাসবারই ত কথা দাদুসাহেব। পিতা মৃত্যুর মুখ থেকে পুত্রকে রক্ষা করে, আর আমার পিতা আমাদের মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়ে গেল। তবে যত আঘাতই কর তোমরা, আমি মরব না। পিতার এ শয়তানির জবাব দেবার জন্যে আমি মৃত্যুর মাথায় পা তুলে দিয়ে বেঁচে থাকব।

আব্বাস। ঔরংজেব।

ঔরংজেব। **গীত**

মৃত্যু আমার ভৃত্য পায়ের, ব্যাধি আমায় ধরবে না,
অসির আঘাত যতই কর, লুটিয়ে মাথা পড়বে না।
আসুক প্লাবন ঘোর ঝটিকা,
ললাটে মোর বিজয় টিকা,
অনির্ব্বাণ এ অগ্নিশিখা জ্বলবে সোজা, নড়বে না।

[প্রস্থান।

আব্বাস। এ কি হল? একটা শিশু আমায় ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল! না—না, কিসের মমতা? শাজাহানের কোন চিহ্ন রাখব না।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

লাহোর—রাজপ্রাসাদ।

নেপথ্যে কামানগর্জন।

আসফ খাঁর প্রবেশ।

আসফ। শাজাহান, খুরম,—

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। কি উজির সাহেব? কি হয়েছে?

আসফ। সর্ব্বনাশ হয়েছে শাজাহান।

শাজাহান। কিসের সর্ব্বনাশ? যে সব সৈন্য প্রাসাদ আক্রমণ করেছিল, আমি তাদের শতদ্রু নদী পার করে দিয়ে এসেছি। মহাব্বৎ খাঁ আব্বাস খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছে।

আসফ। তা ত করেছে। এদিকে পেছনের তোরণদ্বার দিয়ে নূরজাহান সসৈন্য হানা দিয়ে সম্রাটকে বের করে নিয়ে গেছে।

শাজাহান। বলেন কি উজির সাহেব? সম্রাজ্ঞী নিজে এসে পিতাকে মুক্ত করে নিয়ে গেল? একটা নারীর এতবড় হিম্মৎ, আর তার বাহুতে এতখানি শক্তি। এও কি সম্ভব?

আসফ। তুমি জানো না, এর পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিশ ক্রোশ পথ সে এক কদমে পাড়ি দেবে, একবার ঘামও মুছবে না। চাঁদবিবি আর রাণী দুর্গাবতীর কথা

লোকমুখে শুনেছি, কিন্তু তারাও কেউ এমনি করে দুহাতে অস্ত্র চালনা করতে পারে না।

শাজাহান। দুর্ভাগ্য ভারতের যে এতবড় একটা শক্তি শুধু কুটবুদ্ধির দোষেই নিস্ফল হয়ে গেল। এমন একটা প্রতিভা সৎপথে চালিত হলে সমগ্র দুনিয়া এর পায়ে মাথা নত করত।

আসফ। কিন্তু আমি ভাবছি, এমন সুরক্ষিত প্রাসাদ থেকে সে সম্রাটকে নিয়ে গেল কি করে? সৈন্য সামন্তরাও কি সবাই ঘুমিয়েছিল?

শাজাহান। আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, লাহোর দুর্গের এত বড় লৌহকপাট সে খুললে কি করে?

আসফ। ভেতর থেকে কোন নেমকহারাম খুলে দেয়নি ত? কে সেই নেমকহারাম?

মমতাজের প্রবেশ।

মমতাজ। নেমকহারাম আমি বাপজান।

আসফ। তুমি!

শাজাহান। তুমিই সম্রাজ্ঞীকে ফটক খুলে দিয়েছ?

আসফ। এমন একটা কাজ করতে সাহস হল তোমার?

মমতাজ। আমি যে তোমার মেয়ে বাবা। উজির হয়ে সমগ্র রাজবংশটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছ তুমি, আর আমি তোমার মেয়ে হয়ে এইটুকু কাজ করতে পারব না?

আসফ। এইটুকু কাজ? যাকে বন্দী করতে পাঁচ হাজার সৈন্য রণশয্যায় লুটিয়ে পড়েছে, তুমি তাকে হাতে ধরে মুক্ত দিয়ে দিলে?

মমতাজ। দেব না? বুড়ো মানুষ বিশদিন বন্দিশালায় বসে আছেন, পুত্রশোকে এমন একটা মানুষের মাথা খারাপের লক্ষণ দেখলুম, এর পরও তাঁকে আটকে রাখা যায়? কি শাহজাদা, কথা বলছ না যে?

শাজাহান। কি বলব মমতাজ? বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে গেছি।

মমতাজ। মাথাটা কেটে নিতে চাও, নাও।

আসফ। নেওয়াই উচিত। তুমি আমাদের এত আয়োজন সব বানচাল করে দিয়েছ। এবার দুজনের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তারা ছুটে আসবে।

মমতাজ। পার আবার বন্দী করো, আবার আমি মুক্তি দেব।

আসফ। সম্রাটের উপর তোমার দেখছি দরদের সীমা নেই।

মমতাজ। শ্বশুর কি না; বুঝলে না বাবা? আমার চোখের উপর আমার শ্বশুর শোকে দুঃখে পাগল হয়ে মরবে, আর তুমি আনন্দে করতালি দেবে, এত আশা না করাই ভাল।

আসফ। মেয়েটার কথা শুনছ শাজাহান?

শাজাহান। শুনছি উজির সাহেব।

আসফ। তোমার রাগ হচ্ছে না?

শাজাহান। হচ্ছে বই কি?

আসফ। তাহলে বল, বিদ্রোহিনীকে কি শাস্তি দেবে?

শাজাহান। কি শাস্তি দেব উজির সাহেব? এখন নয়, এখন নয়; বিদ্রোহিনী যেদিন ইহলোকে আর থাকবে না, সেদিন ওর সমাধির উপর এমন একটা শুভ্র ইমারৎ মাথা তুলে উঠবে, সমগ্র দুনিয়ার লোক যার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে। বিদ্রোহিনী

মমতাজ মহলের নামানুসারে সেই শুভ্র হর্ম্ম্য রাজির নাম হবে—
[মমতাজের দিকে চাহিলেন]

মমতাজ। তাজমহল।

[প্রস্থান।

আসফ। এই যদি তোমার মনের অভিপ্রায়, তাহলে এই প্রহসনের কি প্রয়োজন ছিল?

শাজাহান। প্রহসন নয় উজির সাহেব। আমার অভিযান শিশুর মত অসহায় বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে নয়, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিরুদ্ধে।

মহাব্বতের প্রবেশ।

মহাব্বৎ। এ কি শুনছি শাহজাদা? সম্রাজ্ঞী নূরজাহান জাঁহাপনাকে সুরক্ষিত প্রাসাদ থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেছেন?

শাজাহান। হ্যাঁ সিপাহশালার।

মহাব্বৎ। প্রাসাদে কি সৈন্যসামন্ত ছিল না?

শাজাহান। থাকলে কি হবে? কাউকে বিশ্বাস নেই।

মহাব্বৎ। আপনাকে ত কিছুমাত্র দুঃখিত বলে মনে হচ্ছে না।

শাজাহান। দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে, দেখাতে পাচ্ছি না সিপাহশালার।

মহাব্বৎ। চলুন, আজই আমরা সম্রাজ্ঞীর হাত থেকে জাঁহাপনাকে জীবিত অথবা মৃত ছিনিয়ে নিয়ে আসব। আসফ খাঁ,—

আসফ। চল সিপাহশালার।

শাজাহান। আপনাদের আর যেতে হবে না, আমি একাই যাব।

মহাব্বৎ। একা যাবেন কি? আমরা না থাকলে যত সৈন্যই আপনার সঙ্গে থাক—

শাজাহান। সৈন্য নয়, সৈন্য নয়। পুত্র পিতামাতার কাছে যাবে, সঙ্গে পার্শ্বচরের প্রয়োজন নেই।

আসফ। তুমি কি তাহলে যুদ্ধ করবে না?

শাজাহান। না।

আসফ। }
মহাব্বৎ। } না?

শাজাহান। আপনাদের আনন্দ হচ্ছে না? আর একটা চাঁদবিবি আর একটা সুলতানা রিজিয়া এসে ঠাঁই নিয়েছে আমাদের ঘরে। এক লহমা আমি দেখেছি সে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি। থাক তাঁর শত অপরাধ; তিনি যদি আমায় ক্ষমা করেন, আমিও তাকে ক্ষমা করব।

মহাব্বৎ। বেশ, তাহলে আর আমার কিছু বলবার নেই। মূর্খ আমি—বুঝতে পারিনি যে এ আপনাদের শখের কলহ। সংসারের এ দাবাখেলায় আমিই শুধু হেরে গেলাম শাহজাদা। সম্রাট তাঁর পুত্রকে ফিরে পাবেন, কিন্তু মহাব্বৎ খাঁর পুত্র আর ফিরে আসবে না। খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন। সেলাম, সেলাম।

[প্রস্থান।

আসফ। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছ শাহাজান? একটা কথা শুনলে আরও মুগ্ধ হবে।

শাজাহান। কি কথা?

আসফ। দিল্লী থেকে আসবার সময় সে শারিয়ারকে বসিয়ে এসেছে দিল্লীর মসনদে।

শাজাহান। কি?

আসফ। তোমার পিতা পাছে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তোমাকে সম্রাট

বলে ঘোষণা করে যান, এই ভয়েই সে তাকে মুক্ত করে নিজের কজায় নিয়ে গেছে। শুনে রাখ, তাঁকে আর দিল্লী ফিরে যেতে হবে না।

শাজাহান। বলেন কি?

আসফ। যা বলছি, এ যদি মিথ্যা হয়, আমি উজিরি ছেড়ে মক্কায় চলে যাব। তুমি হেরে গেলে শাজাহান, তুমি হেরে গেলে। শারিয়ার তোমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে এক লক্ষ মুদ্রা।

শাজাহান। এ কথা আপনি কার কাছে শুনেছেন?

আসফ। মৈনাকের কাছে শুনেছি। সে নিজের কানে শুনে এসেছে, নিজের চোখে দেখে এসেছে। ডাকব তাকে?

শাজাহান। না—না, কাউকে ডাকতে হবে না। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করব না। পারেন উজির সাহেব? শারিয়ারের মাথাটা আমায় এনে দিতে পারেন? আমার মাথা পেলে সে দেবে এক লক্ষ মুদ্রা, তার মাথার দাম আমি দেব তিন লক্ষ।

আসফ। খোদা হাফেজ।

[প্রস্থান।

শাজাহান। দেবে না, এরা আমায় ভাল হতে দেবে না। বল হে মালিক, বল,—কি করব আমি? উজির সাহেব,—না—না যাক। কিসের স্নেহ? আমাকে ত কেউ স্নেহ করে নি। বিদ্রোহী আমি সে জন্য আমার পুত্র রাজদরবারে জামীন হয়ে রইল। ঔরংজেব আছে কি নেই, কে জানে? মনুষ্যত্ব রসাতলে যাক; প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ।

জাহাঙ্গীর। কে তুমি কবর থেকে উঠে এলে? দলপৎ সিং? সরে যাও, সরে যাও। নয়নে তোমার কটাক্ষ নেই, তবু আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কেন এসেছ? কি করেছি আমি তোমার?

মৈনাকের প্রবেশ।

মৈনাক। কি করেছ? দলপৎ সিংয়ের একমাত্র অপরাধ সে মুসলমানীকে বিবাহ করেছিল। তোমার হুকুমে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে নি। তাই তুমি তার গায়ের চামড়া খুলে নিয়েছিলে; মনে আছে সম্রাট?

জাহাঙ্গীর। আছে, আছে, ক্ষমা কর।

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। ক্ষমা জাহাঙ্গীর? তোমাকে জীবন্ত প্রোথিত করলেও এত অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া হয় না।

জাহাঙ্গীর। তুমি আবার কে কবর থেকে কথা বলছ? শের আফগান? এ কি মূর্ত্তি তোমার? নেমে যাও, কবরে নেমে যাও। আমি কিছু করি নি।

মেহেদী। কর নি? মেহের উন্নিসার রূপে মুগ্ধ হয়ে তুমি তোমার ভাইকে পাঠিয়ে শের আফগানকে খুন কর নি? সত্যই কি তার কোন অপরাধ ছিল?

জাহাঙ্গীর। না—না, শের আফগানের কোন অপরাধ ছিল না? হোসেন বেগ, আবদুর রহিম, পিতৃবন্ধু আলি ফজল—কারও আমার হাতে মৃত্যু প্রাপ্য ছিল না।

মৈনাক। তবু তুমি তাদের খুন করেছ।

মেহেদী। আর সে কি শোচনীয় মৃত্যু!

জাহাঙ্গীর। কসুর হুয়া; মাফ করো মালিক।

মৈনাক। মালিক তোমাকে মাফ করবেন?

মেহেদী। এত পাপ কি অমনি যাবে? তোমার বংশ ধ্বংস হবে।

মৈনাক। আমরা আনন্দে করতালি দেব।

মেহেদী। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

মৈনাক। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

জাহাঙ্গীর। মেরে গলতি হুয়া; মাফ কিজিয়ে মেহেরবান। শাস্তি আমি অনেক পেয়েছি খোদা। প্রিয় পুত্র খসরু—সংসারে যার তুলনা ছিল না, আমার চোখের উপর সে অপঘাতে প্রাণ দিয়েছে। আমি তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছিলাম। সেই পদ্মের পাঁপড়ির মত সুন্দর চোখ দুটি আর দুনিয়ার আলো দেখলে না। খুরম বিদ্রোহী, পরভেজ নিহত, মহাব্বৎ আমায় ত্যাগ করেছে। বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট

জাহাঙ্গীর তার সিপাহশালারের হাতে বন্দী হয়েছিল। তুমি ত দেখেছ মেহেরবান। তোমার দয়া হচ্ছে না?

নূরজাহানের প্রবেশ।

নূরজাহান। একি, জাঁহাপনা, তোমার চোখে জল! বসো বসো, কাঁপছ কেন?

জাহাঙ্গীর। সে এসেছিল নূরজাহান।

নূরজাহান। কে এসেছিল?

জাহাঙ্গীর। শের আফগান।

নূরজাহান। তুমি কি পাগল হলে সম্রাট?

জাহাঙ্গীর। পাগল হব না? দু-দুটো ছেলে অপঘাতে প্রাণ দিলে! আরও কে যাবে কে জানে? জান নূরজাহান? শুধু শের আফগান নয়, দলপৎ সিং আবুল ফজল, হোসেন বেগ, আবদুর রহিম—যাদের আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, তারা সবাই আজ এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। ওরা কি বলছে জান? আমার বংশ ধ্বংস হবে। ও কি, কবরটা হাঁ করে এগিয়ে আসছে কেন?

নূরজাহান। জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। আসছে। চারদিক দিয়ে আসছে।

নূরজাহান। কেউ আসছে না জাঁহাপনা। কেন তুমি পাগল হলে? শাজাহানকে আজই আমি বন্দী করব। তারপর আমরা দিল্লীতে চলে যাব। দিল্লীর মসনদ শূন্য পড়ে আছে। তুমি মসনদে বসে বন্দীর বিচার করবে না?

জাহাঙ্গীর। না—না। কে কার বিচার করবে? বিচারকের ডাক এসেছে। বিচারশালায় আমাকে তলব দিয়েছে। ওই কবর হাঁ

করে এগিয়ে আসছে। আমি যাব না। এ কি, এ যে সব অন্ধকার হয়ে এল!

শাজাহানের প্রবেশ।

শাজাহান। শুনেছেন পিতা? দিল্লীর কথা শুনেছেন?

জাহাঙ্গীর। কে এল নূরজাহান?

নূরজাহান। তোমার পরম শত্রু শাজাহান—খসরুকে যে হত্যা করেছে, পরভেজকে যে কবরে পাঠিয়েছে।

শাজাহান। আরও আছে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, আরও আছে। তোমার জন্যে একটা বড় সওগাত নিয়ে এসেছি। কুক্ষণে তুমি মোগলরাজবংশের হারেমে প্রবেশ করেছিলে। আমার পিতাকে তুমি জাদু করেছ। রাজকর্ম্মচারীদের একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে তুমি লেলিয়ে দিয়ে নিজের কার্য্যসিদ্ধি করেছ। খসরুর হত্যার জন্য আমার চেয়ে তুমিই বেশী দায়ী।

জাহাঙ্গীর। [বিস্ময়ে] } শাজাহান!
নূরজাহান। [ক্রোধে] }

শাজাহান। চোখ রাঙিও না সম্রাজ্ঞি। সওগাত আসছে; চোখ দুটোকে পরিষ্কার করে রাখ, ভাল করে দেখে নেবে না? তুমি আমার মহিমান্বিত পিতাকে জাদু করে ষোল বছর অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছ। তবু তোমার সাধ মেটেনি। আজ এই মরণপথ-যাত্রী বৃদ্ধকে রণসাজে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়েছ। তোমার আশা ছিল সম্রাট আমার হাতে প্রাণ দেবেন—আর—

নূরজাহান। তুমি মিথ্যাবাদী।

শাজাহান। আশা যখন পূর্ণ হল না, তখন তার চোখের দৃষ্টিটুকুও বুঝি হরণ করে নিয়েছ।

জাহাঙ্গীর। না—না—না। ওরে, এ খসরুর অভিশাপ।

নুরজাহান। সাধ করে তুমি মৃত্যুর গহ্বরে মাথা গলিয়ে দিয়েছ শয়তান। আমি তোমার গায়ের চামড়া খুলে নেব। কে আছ?

শাজাহান। আছে আমার খানসামা—তোমার সওগাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আমার হুকুম পেলেই আসবে।

নুরজাহান। সওগাত দিয়ে সন্ধি করতে এসেছ? তোমার সওগাতে আমি পদাঘাত করি।

শাজাহান। ভাল করে পদাঘাত করো। কি বলব তোমাকে সম্রাজ্ঞি? অনেক পেয়েছিলে তুমি, নিজের ব্যবহারে সব তুমি হারিয়ে ফেলেছ। অফুরন্ত মাতৃভক্তি নিয়ে তোমার কাছে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। তুমি আমাদের দিয়েছ শুধু ঘৃণা।

জাহাঙ্গীর। যেতে দাও শাজাহান। কাছে এস।

শাজাহান। জানেন পিতা। সম্রাজ্ঞী আপনার জীবদ্দশায়ই শারিয়ারকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে এসেছেন।

লায়লীর প্রবেশ।

লায়লী। মিথ্যা কথা। সম্রাজ্ঞী তাকে মসনদে বসিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সত্য। কিন্তু সেই আপন ভোলা শিশু মসনদের চেয়ে কোরাণ আর উপনিষদ বেশী ভালবেসেছিল। সে কি বললে জানেন সম্রাট? যে সিংহাসনের জন্য আমার দু-দুটো ভাই প্রাণ দিয়েছে, সে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেও আমি বসব না।

শাজাহান। কি বলছ তুমি লায়লি? মসনদে সে বসে নি?

নূরজাহান। }
লায়লী। } না।

শাজাহান। তবে আমার মাথার মূল্য সে লক্ষ মুদ্রা ঘোষণা করেছে কেন?

লায়লী। ঘোষণা দেওয়া দূরের কথা, একথা তার কল্পনায়ও কখনও আসে নি।

শাজাহান। এ কি হল লায়লি, এ কি হল? উজির আমায় এমনি করে প্রতারণা করলে? আমি যে তাকে—

লায়লী। আপনি তাকে মৃত্যু দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর। }
নূরজাহান। } মৃত্যু!!!

লায়লী। কি করলে তুমি নিষ্ঠুর? তোমার মঙ্গলের চিন্তায় যার ঘুম ছিল না, তুমি তাকে খুন করলে? সে কিন্তু মরার সময়ও বলে গেছে, ভাই শাজাহানের মঙ্গল হক।

জাহাঙ্গীর। }
নূরজাহান। } শাজাহান!

শাজাহান। ওরে, আকাশটা আমার মাথায় নেমে আসে না?

[শারিয়ারের ছিন্নশির লইয়া খানসামা আসিল এবং জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের পদতলে রক্ষা করিল।]

নূরজাহান। ওঃ,—পুত্র, তোমার এই পরিণাম!

জাহাঙ্গীর। কি নূরজাহান, তুমি কাঁদছ?

নূরজাহান। চোখে যেন আর তোমার দৃষ্টি না আসে সম্রাট।

এ দৃশ্য তুমি সইতে পারবে না। তোমার পদতলে তোমার বিদ্রোহী পুত্র কি সওগাত এনেছে জান? শারিয়ারের ছিন্নশির।

জাহাঙ্গীর। কি বললে? শারিয়ারও নেই? যাবে, সব যাবে। কাছে এস পুত্র। আমার একমাত্র জীবিত পুত্র তুমি, আমি তোমায় মরার সময় এই আশীর্ব্বাদ করি, যে সিংহাসনের জন্য তুমি তোমার তিন তিনটে ভাইকে হত্যা করেছ, সেই সিংহাসনই যেন তোমার কাল হয়। আয় কবর, আয়, আর আমার ভয় নেই। আমি ঘুমোব, আমি ঘুমোব।

শাজাহান। তুমিও অভিশাপ দাও আম্মা।

নূরজাহান। অভিশাপ শাজাহান? মানুষের ভাষায় এমন অভিশাপ নেই, যা তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি শুধু ভাইদের হত্যা কর নি, তোমার পিতারও মৃত্যু ডেকে এনেছ। সম্রাট জাহাঙ্গীর কবরে যাচ্ছেন, নূরজাহানেরও আজ জীবনের সন্ধ্যা নেমে এল। দীপ্ত সূর্য্য অস্ত যাবার আগে তার শেষ নিঃশ্বাস তোমায় দিয়ে যাচ্ছে শাজাহান। মায়ের কাছে তুমি পুত্রের ছিন্নশির সওগাত এনেছ। এমনি সওগাত তোমাকেও পেতে হবে শয়তান। তোমার পায়ের তলায়ও তোমার পুত্রের ছিন্নশির একদিন এমনি করে করুণ চোখে চেয়ে থাকবে।

শাজাহান। মা!

নূরজাহান। আমার পাপের ফসল আমি ভোগ করে যাচ্ছি। তুমিও ভোগ করবে তোমার পাপের ফসল।

[ছিন্নশির লইয়া প্রস্থান।

শাজাহান। দিল্লীর মসনদে বসবে লায়লি?

লায়লী। চুপ। যে মসনদের জন্য তিন তিনটে ভাইকে আপনি

কবরে পাঠিয়েছেন, সে মসনদ আপনিই ভোগ করুন শাহজাদা।
আমিও বলছি, এই মসনদই যেন আপনার কাল হয়।

[প্রস্থান।

শাজাহান। পাপের ফসল—পাপের ফসল! তোমার অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিলাম আম্মা।

[প্রস্থান।